উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

উপজেলাঃ পলাশবাড়ী, জেলাঃ গাইবান্ধা

পরিকল্পনা প্রণয়নে

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা

সমন্বয়ে

DREAM, Bangladesh

আগষ্ট, ২০১৪

সার্বিক সহযোগিতায়

কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে একটি দুর্যোগ পূর্ণ এলাকা, ব-দ্বীপ আকৃতি ও উপকুলবর্তী বহিগঠন হওয়ায় বাংলাদেশে দুর্যোগের প্রবনতা বেশী এবং আন্তর্জাতিক গবেষনা প্রতিষ্ঠান জার্মান ওয়াচ-এর ২০১০ খৃঃ প্রকাশিত গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইন্ডেক্স অনুযায়ী জলবায়ূ পরিবর্তন জনিত কারনে ক্ষতির বিচারে ১০ টি ক্ষতিগ্রস্থ দেশের মধ্যে প্রথমেই অবস্থান করছে বাংলাদেশ। এদেশের দুর্যোগের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ১২ই নভেম্বর, ১৯৭০ সালের ও এপ্রিল, ১৯৯১ সালের প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস যা বাংলাদেশের উপকুলীয় জেলা সমূহের যানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। এছাড়াও নভেম্বর, ২০০৭ সালের প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় (সিডর), ২০০৯ এর প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় (আইলা) এবং ২০১৩ প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় (মহাসেন) কারণেও উক্ত অঞ্চল সমূহে যানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয় । উপকুল অঞ্চল ছাড়াও দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলা সমূহ প্রতি বছরই কোন না কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, নদীভাঙ্গন, খরা, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়ে যানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে যা এতদঞ্চলের তো বটেই তথা দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে ঋনাত্নক প্রভাব ফেলছে। উত্তর অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত জেলা গুলোর মধ্যে গাইবান্ধা জেলা উল্লেখযোগ্য। এই জেলায় প্রতি বছরই কোন না কোন প্রকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানছে বিশেষ করে বন্যা, নদীভাঙ্গন, খরা, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি যার ফলে ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক জীবন যাত্রা এবং ক্ষতি হচ্ছে সম্পদের। বসত-বাটি, সহায়-সম্বল ও কর্মসংস্থান হারিয়ে অনেকেই চলে যাচ্ছে বিভিন্ন জেলা শহরে আশ্রয় ও কর্মসংস্থানের সন্ধানে এবং করছে মানবেতর জীবন যাপন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত কারণে যানমালের ক্ষতির পাশাপাশি বাংলাদেশের অর্থনীতির যে ক্ষতি সাধিত হয সেটা হ্রাস করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়, কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি) এর আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সম্পৃক্ত করে সকলের অংশগ্রহনের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরীর এক মহতী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে যা প্রশংসার দাবিদার। সেই সাথে উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে ইউকে এইড, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, নওরোজিয়ান এ্যাম্বেসি, সুইডিস এ্যাম্বেসি, অস্ট্রেলিয়ান এইড ও ইউএনডিপি এই পরিকল্পনা তৈরীতে বাংলাদেশ সরকারকে যে সহযোগীতা প্রদান করছে সেটাও সমভাবে প্রশংসার দাবিদার।

এই ধরনের একটি কার্যক্রম গ্রহনের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সমূহকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ। **"ডেভেলপমেন্ট রিসার্স এডুকেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট"** (ড্রীম বাংলাদেশ) এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমন্বয়কারী সংস্থা হিসাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার বিভিন্ন কর্মকর্তার সহযোগীতা নিয়ে মাঠ পর্যায় থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সন্নিবেশিত করে যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরী করেছে সে জন্য তাদের জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সহ স্থানীয় পর্যায়ের সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্য, স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি ও স্থানীয় জনগন যারা এই কার্যক্রমে তথ্য প্রদানের পাশাপাশি পরিকল্পনা তৈরীতে সক্রিয় অংশ গ্রহনের মাধ্যমে সহায়তা করেছেন তাদেরকেও জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

০৭/০৩/১৪

(আবুল কাওসার মোঃ নজরুল ইসলাম)
উপজেলা চেয়ারম্যান ও
সভাপতি, উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

বাংলাদেশ ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে একটি দুর্যোগ পূর্ণ এলাকা, ব-দ্বীপ আকৃতি ও উপকুলবর্তী বহিগঠন হওয়ায় বাংলাদেশে দুর্যোগের প্রবনতা বেশী এবং আন্তর্জাতিক গবেষনা প্রতিষ্ঠান জার্মান ওয়াচ-এর ২০১০ খৃ: প্রকাশিত গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইন্ডেক্স অনুযায়ী জলবায়ূ পরিবর্তন জনিত কারনে ক্ষতির বিচারে ১০ টি ক্ষতিগ্রস্থ দেশের মধ্যে প্রথমেই অবস্থান করছে বাংলাদেশ। এখানে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিনিয়তই হচ্ছে। অতীতেও এদেশের দুর্যোগের ইতিহাস উল্লেখ করার মত। বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা যায় ২৭-অক্টোবর, ১-নভেম্বর, ১৮৭৬ সালে প্রচন্ড জলোচ্ছাসে পটুয়াখালী, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার ৪ লক্ষ প্রাণির জীবন ধ্বংস এবং অপরিমেয় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়। অক্টোবর ১৮৯৭ সালে প্রচন্ড হ্যারিকেন ও জলোচ্ছাস চট্টগ্রাম ও কুতুবদিয়া দ্বীপের ১ লক্ষ ৭৫ হাজার প্রাণির জীবন ধ্বংস হয়। এপ্রিল, ১৯১১ সালের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসে টেকনাফে ১ লক্ষ ২০ হাজার লোক মারা যায়, নভেম্বর, ১৯৭০ সালে প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসে খুলনা-চট্টগ্রাম উপকুলবর্তী অঞ্চলে আঘাত হানে এতে প্রায় ৩ লক্ষ প্রাণের ধ্বংস এবং অগণিত গবাদি পশু মারা যায় এবং বিশাল এলাকার শস্য ও সম্পদ নষ্ট হয়। এপ্রিল, ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসে পটুয়াখালী-কক্সবাজার উপকুলবর্তী অঞ্চলে আঘাত হানে এতে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার লোক, ৭০ হাজার গবাদি পশু মারা যায় এবং প্রচুর শস্য নষ্ট হয়। এছাড়াও নভেম্বর, ২০০৭ সালের প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় (সিডর) আঘাতে বরগুনা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর ও বাগেরহাটে যেখানে মারা যায় ৩৪০৬ জন, নিখোঁজ হয় ১০০৩ জন, এবং প্রায় ৫৫ হাজার লোক আহত হয়। ২০০৯ এর প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় (আইলা) কারণে ৮ হাজার কোটি টাকার ফসল ও সম্পদের ক্ষতি হয় এবং ২০১৩ প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় (মহাসেন) কারণেও ১৫ লক্ষাধিক মানুষ ক্ষতির সম্মুখিন হয়, প্রায় ৪৫,০০০ ঘর-বাড়ী সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়।

উপকুল অঞ্চল ছাড়াও দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলা সমূহ প্রতি বছরই কোন না কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় যেমন বন্যা, নদীভাঙ্গন, খরা, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়ে যানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে যা এতদঞ্চলের তো বটেই তথা দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে ঋনাত্নক প্রভাব ফেলছে। উত্তর অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত জেলা গুলোর মধ্যে গাইবান্ধা জেলা উল্লেখযোগ্য। এই জেলায় প্রতি বছরই কোন না কোন প্রকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানছে বিশেষ করে বন্যা, নদীভাঙ্গন, খরা, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি যার ফলে ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক জীবন যাত্রা এবং ক্ষতি হচ্ছে সম্পদের। বসত-বাটি, সহায়-সম্বল ও কর্মসংস্থান হারিয়ে অনেকেই চলে যাচ্ছে বিভিন্ন জেলা শহরে আশ্রয় ও কর্মসংস্থানের সন্ধানে এবং মানবেতর জীবন যাপন করছে । বাংলাদেশের জনগণ ও সরকার এই সকল দুর্যোগ বেশ সফলতা ও দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করে আসছে যা বিশ্ববাসীর কাছে প্রশংসিত ও অনুকরনীয় হয়েছে।

প্রতি বছর দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি যে ক্ষতির সম্মুখিন হয় সেটা হ্রাস করতে পারলে দেশের অর্থনীতি যে পর্যায় এসে দাড়িয়েছে তা বেড়ে অচিরেই একটি উন্নয়ন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়, কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি) এর আওতায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাসের উদ্দেশ্যে সকলের অংশগ্রহনের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরীর কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

সরকারের দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় এ ব্যাপারে যে ব্যাপক উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহন করেছে তা প্রশংসার দাবিদার সেই সাথে উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে ইউকে এইড, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, নওরোজিয়ান এ্যাম্বেসি, সুইডিস এ্যাম্বেসি, অস্ট্রেলিয়ান এইড ও ইউএনডিপি এই পরিকল্পনা তৈরীতে যে সহযোগীতা প্রদান করছে সেটাও সমভাবে প্রশংসার দাবিদার। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমন্বয়কারী সংস্থা **"ডেভেলপমেন্ট রিসার্স এডুকেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট"** (ড্রীম বাংলাদেশ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার বিভিন্ন কর্মকর্তার সহযোগীতা নিয়ে মাঠ পর্যায় থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সন্নিবেশিত করে যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরী করেছে যা ভবিষ্যতে দুর্যোগোর ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাসে সহায়ক হিসাবে কাজ করবে সে জন্য তাদের জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ। বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্য, স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি ও স্থানীয় জনগন যারা এই কার্যক্রমে তথ্য প্রদানের পাশাপাশি পরিকল্পনা তৈরীতে সক্রিয় অংশ গ্রহনের মাধ্যমে সহায়তা করেছেন।

(এস,এম মাজহারুল ইসলাম)
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

সূচীপত্র

সূচীপত্র		৩-৪
মুখবন্ধঃ	উপজেলা চেয়ারম্যান ও সভাপতি, উপজেলা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটি, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।	১
	উপজেলা নির্বাহী কর্মকতা, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।	২
প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি		৫-৩০
১.১	পটভূমি	৫
১.২	পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য	৫
১.৩	স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	৫
১.৩.১	জেলা/উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান	৫
১.৩.২	আয়তন	৬
১.৩.৩	জনসংখ্যা	৬
১.৪	অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ননা থাকতে হবে	৭
১.৪.১	অবকাঠামো	৭-১২
১.৪.২	সামাজিক সম্পদ	১২-২৬
১.৪.৩	আবহাওয়া ও জলবায়ু	২৬-২৭
১.৪.৪	অন্যান্য	২৭-৩০
দ্বিতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা		৩১-৪৩
২.১	দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস	৩১
২.২	উপজেলার আপদ সমুহ	৩১
২.৩	বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্রবর্ননা	৩২
২.৪	বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা	৩২
২.৫	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	৩৩
২.৬	উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমুহ	৩৩-৩৫
২.৭	সামাজিক মানচিত্র	৩৬
২.৮	আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র	৩৭
২.৯	আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি	৩৮
২.১০	জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি	৩৮
২.১১	জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা	৩৯
২.১২	খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা	৩৯-৪২
২.১৩	জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব	৪২-৪৩
তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস		৪৪-৫৮
৩.১	ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ	৪৪-৪৫
৩.২	ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ	৪৫-৪৭
৩.৩	এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা	৪৭
৩.৪	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা	৪৮
৩.৪.১	দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি	৪৮-৪৯
৩.৪.২	দুর্যোগ কালীন	৫০
৩.৪.৩	দুর্যোগ পরবর্তী	৫১
৩.৪.৪	স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে	৫২-৫৮
চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান		৫৯-৬৫
৪.১	জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC)	৫৯
৪.১.১	জরুরী কন্ট্রোল রুমপরিচালনা	৫৯
৪.২	আপদ কালীন পরিকল্পনা	৫৯-৬০

৪.২.১	স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	৬১
৪.২.২	সতর্কবার্তা প্রচার	৬১
৪.২.৩	জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি	৬১
৪.২.৪	উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসাপ্রদান	৬১
৪.২.৫	আশ্রয় কেদ্র রক্ষনাবেক্ষন	৬১
৪.২.৬	নৌকা প্রস্তুত রাখা	৬১
৪.২.৭	দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণঃ	৬২
৪.২.৮	ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা	৬২
৪.২.৯	শুকনা খাবার, জীবন রাক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	৬২
৪.২.১০	গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা	৬২
৪.২.১১	মহড়ার আয়োজন করা	৬২
৪.২.১২	জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC)পরিচালনা	৬২
৪.২.১৩	আশ্রয়কেন্দ্র / নিরাপদ স্থান সমুহ	৬২
৪.৩	জেলা/উপজেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা ও বর্ননা	৬৩
৪.৪	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন	৬৩
৪.৫	উপজেলার সম্পদের তালিকা	৬৩
৪.৬	অর্থায়ন	৬৪
৪.৭	কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ	৬৫

পঞ্চমঅধ্যায়: উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা ৬৬-৬৮

৫.১	ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন	**৬৬-৬৭**
৫.২	দুত /আগাম পুনরুদ্ধার	৬৮
৫.২.১	প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা	৬৮
৫.২.২	ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার	৬৮
৫.২.৩	জনসেবা পুনরারম্ভ	৬৮
৫.২.৪	জরুরী জীবিকা সহায়তা	৬৮

সংযুক্তি ৬৯-৭৮

সংযুক্তি ১ আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট ৬৯
সংযুক্তি ২ জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ৭০
সংযুক্তি ৩ জেলা/উপজেলার সেচ্ছাসেবকদের তালিকা ৭১-৭৫
সংযুক্তি ৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা ৭৬
সংযুক্তি ৫ এক নজরে জেলা/উপজেলা ৭৭
সংযুক্তি ৬ বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী ৭৮
সংযুক্তি ৭ প্রত্যয়নপত্র ৭৯-৮০
সংযুক্তি ৮ অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতি সীট ৮১-৮৩

প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.১ পটভূমি

দূর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলীতে ঝুঁকিহ্রাস ও কন্টিনজেন্সী পরিকল্পনাকে অর্ন্তভূক্ত করে জেলা, উপজেলা, পৌরসভার ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণের সুপারিশ করা হয়েছে। দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিষয়টি সিডিএমপি খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। পরিকল্পনার স্থায়ীত্বশীলতা ও কার্যকারীতা, নিবিড় এবং ফলাফলধর্মী কর্মপদ্ধতি সংশ্লিষ্ট সংগঠন, প্রতিষ্ঠানের ও জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের উপর নির্ভরশীল। দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি ৩-৫ বছরের জন্য প্রনয়ণ করা হবে।

বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম একটি দূর্যোগ প্রবন দেশ। এদেশের প্রতিটি জেলাই কম বেশী দূর্যোগে আক্রান্ত হয়। এ জেলাগুলোর মধ্যে গাইবান্ধা জেলা অন্যতম । গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলা একটি অত্যন্ত দূর্যোগ ঝুঁকি প্রবন এলাকা। নদীভাঙ্গন, বন্যা ও খরা এই এলাকার প্রধান দূর্যোগ। বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে প্রতি বছর দূর্যোগ হয় এবং জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। প্রতি বছর বিভিন্ন দূর্যোগে পতিত হলেও জেলা/উপজেলা পর্যায়ে কোন কর্মপরিকল্পনার প্রতিফলন দেখ যায়নি। সার্বিক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে এই দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি পলাশবাড়ী উপজেলার জন্য প্রনয়ণ করা হয়েছে।

১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য

- পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দূর্যোগের ঝুঁকি সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাস করণে পরিবার, সমাজ, ইউনিয়ন প্রশাসন, উপজেলা ও জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তবসম্মত উপায় উদ্ভাবন করা।
- স্থানীয় উদ্যোগে যথাসম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও ব্যবস্থাদিও বাস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন।
- অপসারন, উদ্ধার, চাহিদা নিরুপন ত্রাণ ও তাৎক্ষনিক পূর্ণবাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রণীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ।
- একটি নির্দিষ্ট এলাকা এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কৌশলগত দলিল তৈরী করা।
- দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারী, আন্তর্জাতিক, জাতীয় এনজিও, দাতা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করবে।
- দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রনয়ণে ও বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান করে।
- সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির দূর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিক অংশগ্রহন, কার্যকর অংশীদারীত্ব ও মালিকানাবোধ জাগ্রত করা।

১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.৩.১. উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান:

পলাশবাড়ী উপজেলা গাইবান্ধা জেলায় অবস্থিত। ১৯১৯ সালে গোবিন্দগঞ্জ পুলিশ আউট-পোষ্টটি থানায় উন্নীত করা হয় । উক্ত স্থানে পলাশফুলের বাগান থাকায় পলাশফুলের নামে পলাশবাড়ী নামকরণ হয়েছে বলে লোক স্মৃতিতে জানা যায়। রংপুর-বগুড়া এবং গাইবান্ধা টু ঘোড়াঘাট সড়কের সংযোগ স্থলে অবস্থিত বলে পলাশবাড়ী সদরের গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। (অবস্থান, সীমানা ইত্যাদি) এ উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান উত্তর অক্ষাংশে গাইবান্ধা জেলার ব্রক্ষপুত্র নদের ডান তীরে ২৫. ০৩° হতে ২৫.৩৯° উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯.১২° হতে ৮৯.৪২° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। এ উপজেলার উত্তরে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলা ও গাইবান্ধা জেলার সাদুল্ল্যাপুর উপজেলা। দক্ষিণে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা ও পূর্বে গাইবান্ধা সদর ও সাঘাটা উপজেলা এবং পশ্চিমে দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলা অবস্থিত। আয়তন- ৪৫৭৭৪ একর, জনসংখ্যা- ২৪৪৭৯২ জন, (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী) ঘনত্ব- ৪৫০ জন প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ, নির্বাচনী এলাকা- সাদুল্ল্যাপুর-পলাশবাড়ী (জাতীয় সংসদ আসন ৩১- গাইবান্ধা-৩) ইউনিয়ন সংখ্যা- ০৯ টি (১নং কিশোরগাড়ী, ২নং হোসেনপুর, ৩নং পলাশবাড়ী, ৪নং বরিশাল, ৫নং মোহাদিপুর, ৬নং বেতকাপা, ৭নং পবনাপুর, ৮নং মনোহরপুর, ৯নং হরিনাথপুর) খানা- ৫৩৯৯৯টি, মৌজা- ১৬০টি, সরকারী হাসপাতাল- ১টি (৫০শয্যা),স্বাস্থ্য কেন্দ্র / ক্লিনিক- ০৫ টি, (ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র), পোষ্ট অফিস- ১২ টি, নদনদী- ২ টি (আখিয়া নদী স্থানীয় নাম মর্চ নদী ও নলেয়া নদী। করতোয়া নদী উপজেলার পশ্চিম সীমানা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।), হাট-বাজার- ১৪ টি, ব্যাংক- ০৫ টি, (সোনালী, জনতা, কৃষি, গ্রামীণ এবং কর্মসংস্থান), শিক্ষার হার- ৩৩.৬৯ (২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী) সরকারী ডিগ্রী কলেজ ০১ টি। পাকা রাস্তা- ১০৪ কিঃমিঃ।

১.৩.২ আয়তন

আয়তনঃ গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলার মোট আয়তন ৪৫৭৭৪ একর।

ক্রমঃ	ইউনিয়ন	ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম
০১	কিশোরগাড়ি	আসমতপুর, সুলতানপুর বাড়াই পাড়া, দিঘলকান্দী, ফলিয়া, পলাশগাছী, শিমুলিয়া, প্রজাপাড়া, গনেশপুর, কিশোরগাড়ী, কাশিয়াবাড়ী, চকবালা, বড় শিমুলতলা, সগুনা, বুড়িরপাড়, তেকানী, বেংগুলিয়া, নয়নপুর, গোপালপুর, পশ্চিম রামচন্দ্রপুর ।
০২	হোসেনপুর	হোসেনপুর, খাসবাড়ী, শিশুদহ, শ্রীখন্ডী, আকবরনগর, চেরেঙ্গা, কিশামত চেরেঙ্গা, শাইন দহ , ঝাপর, শালমাড়া, করিয়াটা, চাকলা, দৌলতপুর, জগনাথপুর, মধ্যরাম চন্দ্র পুর, দিগদাড়ী, সাতআনানওদা, পশ্চিম ফরিদপুর, আটঘরিয়া, বাহিরডাঙ্গা, শ্রীকলা, দেবীপুর, লক্ষীপুর, রামকৃষ্ণপুর, দেবত্তররকলাগাছী ।
০৩	পলাশবাড়ী	শিধন গ্রাম, হিজল গাড়ী, নুনিয়াগাড়ী, জগরজানী, শিবরামপুর, সুইগ্রাম, গিরিদারীপুর, নূরপুর, বাশকাটা, আমবাড়ী, ছোট শিমুলতলা, কালুগাড়ী, বৈনীহণিনমাড়ী, জামালপুর, হরিণমাড়ী, উদয়সাগর, শ্চিমগোয়ালপাড়া, বারাইপাড়া, মহেশপুর।
০৪	বরিশাল	দুবলাগাড়ী, পশ্চিম গোপিনাথপুর, রাইগ্রাম, চালিতাদহ, সবজ্ঞাভাদুরিয়া, ভবানীপুর, বরিশাল, পূর্বরামচন্দ্রপুর, আমলাগাছী, সাবদিন, ছাউনিয়া, পূর্ব মির্জাপুর, ডাকুনি নারায়নপুর, বাসুদেবপুর, রামপুর, ভগবানপুর।
০৫	মোহাদিপুর	বুজরুক বিষ্ণুপুর, মহদীপুর, বিশ্রামগাছী, দয়ারপাড়া, গাড়ানাটা, গোয়ালপাড়া, ঝালিঙ্গী, পারবতীপুর, পুবগোপালপুর, দুগাপুর, চন্ডিপুর, বিষ্ণুপুর, ফরকান্দাপুর, গড়েয়া, জালাগাড়ী দুরগাপুর, কেত্তার পাড়া, পেপুলীজোড়, শ্যামপুর।
০৬	বেতকাপা	বেতকাপা, সাতারপাড়া, মুরারীপুর, বৌলৈরপাড়া, হরিপুর, বলরামপুর, খামারনড়াইল, ডাকেরপাড়া, রায়তীনড়াইল, সাকোয়া, মোস্তফাপুর, হাসনেরপাড়া, কৃষ্ণপপুর, বরাজনগর, নান্দিশহর, পূর্বনয়ানপুর, পারআমলাগাছী।
০৭	পবনাপুর	পবনাপুর, বরকতপুর,পারবামুনিয়া, বালাবামুনিয়া, মালিয়ানদহ, গোপিনাথপুর, ফরিদপুর, ময়মন্তপুর,
০৮	মনোহরপুর	কুমারগাড়ী/ গুপিনাথপুর ১নং ওয়ার্ড, ঘোড়াবান্ধা/ বেরবামুনিয়া ২নং ওয়ার্ড, খামারমামুদপুর/ খামার বালুয়া ৩নং ওয়ার্ড,তালুকঘোড়াবান্ধা ৪নং ওয়ার্ড, নিমদাসের ভিটা/ বিরামেরভিটা ৫নং ওয়ার্ড, মনোহরপুর ৬নং ওয়ার্ড, মনোহরপুর/ পুটিমারি ৭নং ওয়ার্ড, কুমেদপুর / খামারজামিরা ৮নং ওয়ার্ড, কুমেদপুর ৯নং ওয়ার্ড,
০৯	হরিনাথপুর	হরিনাথপুর ১নং ওয়ার্ড, হরিনাথপুর ২নং ওয়ার্ড, হরিনাবাড়ী ৩নং ওয়ার্ড, হরিনাবাড়ী ৪নং ওয়ার্ড, কিশামত কেওয়াবাড়ী ৫নং ওয়ার্ড, তালুকজামিরা ৬নং ওয়ার্ড, তালুকজামিরা ৭নং ওয়ার্ড, ভেলাকোপা ৮নং ওয়ার্ড, মরাদাতেয়া ৯নং ওয়ার্ড।

আয়তন সম্পর্কীত তথ্য ***Source :www.gaibandha.gov.bd***

১.৩.৩ জনসংখ্যা

পলাশবাড়ী উপজেলায় মোট জনসংখ্যা ২৪৪৭৯২ (দুই লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার, সাত শত বিরানব্বই) জন। এর মধ্যে পুর্বষ ১২০০০৭ জন, নারী ১২৪৭৮৫ জন, **(শিশু (০-১৫) ৮৬৫৫৩** জন, **বৃদ্ধ (৬০+) ২৪৬৫৩** জন, **প্রতিবন্ধি** ৪৫২৭ জন, মোট ভোটার ১, ৬৮৫৩৭, পরিবার বা খান ৬৩৩০৭ টি ।

ইউনিয়ন	পুরুষ	মহিলা	শিশু (০-১৫)	বৃদ্ধ (৬০+)	প্রতিবন্ধি	মোট জনসংখ্যা	পরিবার/খানা	ভোটার
বরিশাল	১৩৫৩৯	১৩৯৮৩	৯৬৬০	২৪৭৭	৪৯৫	২৭৫২২	৬৯৬৬	১৯৫৮৮
বেতকাপা	১৩৫৯৯	১৪৫৮৯	১০০৯১	৩০১৬	৪২৪	২৮১৮৮	৭৬২৮	১৮৮৪৩
হরিনাথপুর	৮৩৭০	৮৭৩৩	৬৩৪৫	১৭৭৯	২৪০	১৭১০৩	৪৩১৭	১২১৮৭
হোসেনপুর	১১৫৫৩	১১৬২৬	৭৯৭৪	২৩৪১	৩৭১	২৩১৭৯	৬০৮৯	১৬০১৭
কিশোরগাড়ি	১৭৪২৪	১৭৩৯০	১২৩২৪	৩২৭৩	১০১০	৩৪৮১৪	৮৯৭৯	২৪০১৯
মোহাদিপুর	১৫৯১৯	১৬৭৩৩	১১৪৬১	৩৩৯৬	৫২২	৩২৬৫২	৮৬২৪	২১৮৬৪
মনোহরপুর	১১৭৭১	১২৮৬৭	৮৭৭১	২৭১০	৩২০	২৪৬৩৮	৬৪৭০	১৭৪৩৩
পাবনাপুর	৯৯১৪	১০৭৫১	৭৫২২	২৪১৮	৪৯৬	২০৬৬৫	৫৩৮৭	১৫৬৮৬
পলাশবাড়ী	১৭৯১৮	১৮১১৩	১২৩৯৫	৩২৪৩	৬৪৯	৩৬০৩১	৮৮৪৭	২২৬০০
মোট	**১২০০০৭**	**১২৪৭৮৫**	**৮৬৫৫৩**	**২৪৬৫৩**	**৪৫২৭**	**২৪৪৭৯২**	**৬৩৩০৭**	**১,৬৮৫৩৭**

তথ্য উৎসঃ জনসংখ্যা- ***Bangladesh Population and housing census 2011*** **এবং ভোটার - উপজেলা নির্বাচন অফিস**

১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্তভাবে বর্ননা থাকতে হবে

১.৪.১ অবকাঠামো

বাঁধ ঃ

ক্রমঃ	ইউনিয়ন	কত কি.মি.	কোথা হতে কোথা পর্যন্ত	কোথায় বা কোন ওয়ার্ডে অবস্থিত	উচ্চতা	ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত বর্ননা
১	বরিশাল	নাই				বাঁধগুলো বর্ষা এবং বন্যার কারণে বিভিন্ন স্থানে আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং নদী ভাঙ্গন এলাকার লোকজন এসে বাঁধের দুই ধারে বসতি গড়ে তোলায় বাঁধ অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে । এই উপজেলায় ৪ টি বাধঁ আছে। হরিনাথপুরে একটি, হোসেনপুর ও কিশোরগাড়ীতে একটি, মহদিপুরে একটি এবং পবনাপুরে একটি বাধঁ আাছে। এই চারটি বাধেঁর দৈর্ঘ মোট ৪৩ কি.মি.
২	বেতকাপা	নাই				
৩	হরিনাথপুর	৩	আলসিয়ার বিল হতে দাতোয়ার বিল পর্যন্ত	১ ও ৩ নং ওর্য়াডে	১০ ফিট	
৪	হোসেনপুর	১০	ফরিদপুর হতে বগলাগাড়ী	ফরিদপুর	১০ ফিট	
৫	কিশোরগাড়ি	২৭	কিশোরগাড়ী টেংরাদহ হতে মংলিশপুর ঘাট, ফলিয়া হতে নয়নপুর পর্যন্ত।	কিশোরগাড়ী, ফলিয়া ও টেংরাকান্দি	২২ ফিট	
৬	মোহাদিপুর	৬				
৭	মনোহরপুর	নাই				
৮	পবনাপুর	৭	বেতকাপা ইউপি হতে রথের বাজার নাকাই ইউপি সীমানা পর্যন্ত	বেতকাপা, রথের বাজার।	১০ ফিট	
৯	পলাশবাড়ী	নাই				
	মোট	**৪৩**				

সুইচ গেট

পলাশবাড়ী উপজেলায় মোট- ১৩ টি সুইচ গেট আছে।

ক্রঃ	ইউনিয়ন	কয়টি	কোথায় (ওয়ার্ড/গ্রাম) অবস্থিত	কোন্ নদী/ খালের সংযোগ স্থলে	কাজ করে কিনা	ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত বর্ননা
১	বরিশাল	০১	মির্জাপুর ৬ নং ওয়ার্ড	নলেয়া নদী	হ্যাঁ	সুইচগেটগুলো দীর্ঘ সময় ধরে মেরামত এবং রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে অনেকটা হুমকির মুখে। বর্ষা মৌসুমে বন্যার পানি যাতে খুব দ্রুত ঢুকে আবাদী জমির ফসল নষ্ট না করে এবং এলাকার জানমালের ক্ষতি কম হয় । এই দিক বিবেচনা করে সুইচগেটগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
২	বেতকাপা	নাই				
৩	হরিনাথপুর	নাই				
৪	হোসেনপুর	৭ টি	করতোয়াপাড়া-১, হিন্দুপাড়া-১, শিশুদহ -১, চেরেঙ্গা-২, কিশামত চেরেঙ্গা-২।	করতোয়া নদী	৫টি সচল ও ২ টি অচল।	
৫	কিশোরগাড়ি	৪ টি	নয়নপুর, ফলিয়া, রেঙ্গুলিয়া, জাইতরবালা,	করতোয়া নদী	সচল	
৬	মোহাদিপুর	নাই				
৭	মনোহরপুর	নাই				
৮	পবনাপুর	০১	পুর্ব ফরিদপরি	নলেয় নদী	হ্যাঁ	
৯	পলাশবাড়ী	নাই				
	মোট	**১৩**				

ব্রীজঃ

ক্রঃ	ইউনিয়ন	কয়টি	কোথায় (ওয়ার্ড/গ্রাম) অবস্থিত	কোন নদী/খালের সংযোগস্থলে	কাজ করে কিনা	ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত বর্ননা
১	বরিশাল	০৮	জুনিদহ-২, কুসুমদহ-১, শিলপাড়া-২, সাবদিন ভবানীপুর-১, মির্জাপুর-১, বাসুদেবপুর-১।	নলেয়া নদী	হ্যাঁ	বর্ষা এবং বন্যার কারণে বিভিন্ন স্থানে ব্রীজের দুই পাশে আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ব্রীজের সংযোগে রাস্তার দুধারের মাটি বর্ষা ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় যানবাহন চলাচলের জন্য ঝুকিপূর্ন হয়ে আছে।
২	বেতকাপা	০২	২ ও ৩ নং ওয়ার্ডে	নলেয়া নদী	হ্যাঁ	
৩	হরিনাথপুর	০২	১ ও ৯ নং ওয়ার্ডে	আলসিয়ার খালের উপর	হ্যাঁ	
৪	হোসেনপুর	০২	ওয়াচিন তলা	আয়রাবিল, আকবর নগর, শাহিনদহ বিল	হ্যাঁ	
৫	কিশোরগাড়ি	০৮	শিমুলিয়া, গণেশপুর, কেশবপুর, কাশিয়াবাড়ী, হাসানখোর, দিঘলকান্দি, কিশোরগাড়ী।	মংলা নদী ও করতোয়া নদী	হ্যাঁ	
৬	মোহাদিপুর	০৫	১,৩,৫,৮,৯	নলেয়া নদী	হ্যাঁ	
৭	মনোহরপুর	০৭	কুমতপুর, ৪, ৩, ঘোড়াবান্দা, তালুক ঘোড়াবান্দ	ভেগির বিল	হ্যাঁ	
৮	পবনাপুর	০৮	পবনাপুর, মলামখালী-২, পবনা পুর উত্তর পাড়া, নলেয়া নদীর উপর, বরকাতপুর, মালানদহ,	নলেয়া নদী, ভেগির বিল, মালানদহ বিল।	হ্যাঁ	
৯	পলাশবাড়ী	নাই				
	মোট	**৪৪ টি**				

কালভার্টঃ

ক্রঃ	ইউনিয়ন	কয়টি	কোথায় (ওয়ার্ড/গ্রাম) অবস্থিত	কোন নদী/খালের সংযোগস্থলে	কাজ করে কিনা	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
১	বরিশাল	২০	১ হইতে ৯ নং ওয়ার্ডে	রাস্তার উপর	হ্যাঁ	বর্ষা, বন্যার এবং মানুষের কারণ বিভিন্ন স্থানে কালভার্টের দু-পাশ্বে আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কালভাটের সংযোগ স্থলের দুধারে যেভাবে মাটি ও যতটুকু মাটি দেয়া দরকার তা না দেয়ার কারণে দ্রুত কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্থ হয় ও ভেঙ্গে পড়ে।
২	বেতকাপা	৩০	১ হইতে ৯ নং ওয়ার্ডে	নালা ও রাস্তার উপর	হ্যাঁ	
৩	হরিনাথপুর	১৫	১ হইতে ৯ নং ওয়ার্ডে	রাস্তার উপর	হ্যাঁ	
৪	হোসেনপুর	২৭ টি	২,৫,৬,৪,৭,৮,৯	নিচু জমি ও রাস্তার উপর	হ্যাঁ	
৫	কিশোরগাড়ি	১১১ টি	১ হইতে ৯ নং পর্যন্ত	নিচু জমি ও রাস্তার উপর	হ্যাঁ	
৬	মোহাদিপুর	২১ টি	১ হইতে ৯ নং পর্যন্ত	রাস্তার উপর	হ্যাঁ	
৭	মনোহরপুর	৬২ টি	১ হইতে ৯ নং পর্যন্ত	নালা ও রাস্তার উপর	হ্যাঁ	
৮	পবনাপুর	৪৪ টি	১ হইতে ৯ নং পর্যন্ত	নালা ও রাস্তার উপর	হ্যাঁ	
৯	পলাশবাড়ী	০৭	হিজলগাড়ী, সুইগ্রাম, আমবাড়ী, গিরিধারি, হরিণমারি, নুরপুর।	নালা ও রাস্তার উপর	হ্যাঁ	
	মোট	**৩৩৭ টি**				

রাস্তা ঃ

ক্রঃ	ইউনিয়ন	রাস্তা	কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত	উচ্চতা	কত কিলোমিটার বন্যা মুক্ত	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
	বরিশাল	পাকা রাস্তা	কোমরপুর হতে রথের বাজার ১৪ কি,মি, বাসুদেবপর হতে আমলাগাছি ৪ কি,মি, নতুন বাজার হতে বাদিনা পাড়া ১/৫০ কি,মি, সাবদিন হতে বরিশাল ১/৫০ কি,মি, ।	৫ ফিট	১৬ কিঃ মিঃ বন্যা মুক্ত ।	বন্যা এবং বর্ষার কারণে সব এলাকার রাস্তার কোন কোন অংশের দু-ধারের মাটি ধ্বসে গিয়েছে। ফলে রাস্তা ভেঙ্গে পড়ার সমুহ সম্ভাবনা আছে। রাস্তাগুলো বন্যা ও বর্ষায় টিকে থাকার মত করে তৈরী না হওয়ায় দ্রুত রাস্তা-ঘাট ভেঙ্গে যায় । এবং চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। রাস্তা-ঘাটগুলো বন্যা সহনশীল করে তৈরী করা উচিত।
		কাচা রাস্তা	কোমরপুর হাট হতে বাসুদেবপুর ৪ কি,মি, কোমর হতে দুর্গাপুর ৫ কি,মি, নতুন বাজার হতে হিজলগাড়ী ৭ কি,মি, হিজল গাড়ী হতে ঝুনদহ ৬ কি,মি, আমলাগাছী হতে পচা হাজী পুকুর ৩ কি,মি, আমলাগাছী কয়ারপাড়া হয়ে বরিশাল বিশ্বরোড পর্যন্ত ৬ কি,মি, রাজবাড়ী হতে বাসুদেবপুর বিশ্বরোড পর্যন্ত ৫ কি,মি, নিলগাড়ী হতে রামপুর ৪ কি,মি।	৫ ফিট	২৮ কিঃ মিঃ বন্যা মুক্ত ।	
২	বেতকাপা	পাকা রাস্তা	ডাকগর হতে বেতকাপা মোড় ২ কি,মি, বটতলা হতে বেতকাপা ১ কি,মি, ঝিগবাদা হতে রাইতলা স্কুল ১ কি,মি, ঢোলভাঙ্গা হতে ঠুটিয়াপুকুর ৩ কি,মি, মাঠের হাট মেইনরোড হতে রাজনগর ১ কি,মি।	৫ ফিট	০৮ কিঃ মিঃ বন্যা মুক্ত ।	
		কাচা রাস্তা	হাসনাপাড়া মেইনরোড হতে হরিতলা বাজার ৫ কি,মি, আমলাগাছী হতে কিশোবপুর ৫ কি,মি, খামার নড়াইল হতে কালিতলা ৩ কি,মি, মুরারীপুর হতে সাতার পাড়া ২ কি,মি, হরিপুর হতে কৃষ্ণপুর ২ কি,মি, বলরামপুর হতে বাবু কসাইয়ের বাড়ী ২ কি,মি, বেতকোপা হতে নন্দি শহর পর্যন্ত ১/৫০ কি,মি, খামার নড়াইল হতে বেতকাপা ব্রীজ ২ কি,মি, মুরারীপুর হতে হাসনা পাড়া ১/৫০ কি,মি,।	৫ ফিট	১৫ কিঃ মিঃ বন্যা মুক্ত ।	
৩	হরিনাথপুর	পাকা রাস্তা	হরিনাথপুর ইউনিয়নের কিশামত কেওয়া বাড়ী হতে তালুক জামিরা সিমানা পর্যন্ত ২ কি,মি, হরিনাবাড়ী উত্তর সীমানা হতে কদমতলী পর্যন্ত ৪ কি,মি, তালুক জামিরা হতে কিশামত কেওয়াবাড়ী, ৩ কি,মি।	৫ ফিট	০৯ কিঃ মিঃ বন্যা মুক্ত ।	
		কাচা রাস্তা	১৫ কি,মি ।		০৯ কিঃ মিঃ বন্যা মুক্ত ।	
৪	হোসেনপুর	পাকা রাস্তা	বাগমারা ব্রীজ হতেঘোরাঘাট ব্রীজ পর্যন্ত ৬ কি,মি, মধ্য রামচন্দ্রপুর হতে মধ্য রামচন্দ্রপুর মসজিদ পর্যন্ত ১/৫০ কি,মি,।	৫ ফিট	৬.৫০ কিঃ মিঃ বন্যা মুক্ত ।	
		কাচা রাস্তা	৯ নং মেরীরহাট হতে শাহিনদহ বাজার ভায়া আকবর নগর শ্রীখন্ডি শিশুদহ পর্যন্ত ৮ কি,মি, হাসবাড়ী হতে চেরেঙ্গা বাধেঁর উপর দিয়ে ঘোরাঘাট ব্রিজ পর্যন্ত ৮ কি,মি, মধ্য রামচন্দ্রপুর পাকার মাথা হতে জগনাথপুর, দৌলতপুর, বগলাগাড়ী হয়ে দরবস্ত ইউপি সীমানা পর্যন্ত ৬ কি,মি, বাগমারা ব্রীজের পশ্চিম পাশ্ব হতে কিশোরগাড়ী সিমানা পর্যন্ত ৬ কি,মি, হাসবাড়ী হতে জগনাথপুর ঝাপর আটঘরিয়া মেরির হাট পর্যন্ত ৯ কি,মি, জগনাথ পুরের মাথা হয়ে	৬ ফিট	হ্যাঁ = ২৩ কিঃ মিঃ বন্যা মুক্ত ।	

ক্রঃ	ইউনিয়ন	রাস্তা	কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত	উচ্চতা	কত কিলোমিটার বন্যা মুক্ত	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
			দৌলতপুর আলমবাড়ী ২ কি,মি।			
৫	কিশোরগাড়ি	পাকা রাস্তা	পলাশবাড়ী হতে কাশিয়াবাড়ী ৯ কি,মি।	৫ ফিট	০৯ কিঃ মিঃ বন্যা মুক্ত ।	
		কাচা রাস্তা	১৫০ কি,মি	৫ ফিট	১১৬ কিঃ মিঃ বন্যা মুক্ত ।	
৬	মোহাদিপুর	পাকা রাস্তা	গাড়ানাটা হতে বিশ্রামগাছী ২ কি,মি, ঠুটিয়া পুকুর সাদুল্লাপুর রোড হতে কালামের বাড়ী ১ কি,মি, ঠুটিয়া পুকুর হতে বজরুকৃষ্ণপুর বাজার ২ কি,মি, গাড়ানাটা রাইচ মেইল হতে মহদীপুর হয়ে দয়ারপাড়া ৩ কি,মি, দুর্গাপুর হতে আমলাগাছী ৫ কি,মি, গোয়ালপাড়া হতে মহদীপুর ১ কি,মি।	৫ ফিট	১৪ কিঃ মিঃ বন্যা মুক্ত ।	
		কাচা রাস্তা	আশরাফ আলীর বাড়ী হতে ঈদগাহমাঠ পর্যন্ত ২ কি,মি, মহদীপুর হতে চন্দ্রিপুর মসজিদ ২ কি,মি, মতলুবর হাজীর বাড়ী হতে বিশ্রামগাছী ১ কি,মি, বিশ্রামগাছী হতে বিশ্রাম গাছী শুটকু পাগলার বাড়ী ১ কি,মি, মহদীপুর লুৎফরের বাড়ী হতে সন্ন্যাসীর ছিড়া ২ কি,মি, চন্দ্রিপুর হতে ওসমানের বাড়ী ১কি,মি, চন্দ্রিপুর হতে দয়াল পাড়া ২কি,মি, বিশ্রামগাছী হতে ঠুটিয়া পুকুর ২ কি,মি, শাহিনের ইটভাটা হতে শামপুর ২ কি,মি, বিশ্রামগাছী কালামের বাড়ী হতে সিরাজুলের বাড়ী ১কি,মি।	৫ ফিট	১০ কিঃ মিঃ বন্যা মুক্ত ।	
৭	মনোহরপুর	পাকা রাস্তা	রামচন্দ্রপুর সিমানা হতে হরিণাবাড়ীর সিমানা ৪ কি,মি, গোডাউন বাজার হতে পবনাপুর ইউপি সিমানা ৪ কি,মি, আমতলী মনোহর পুর থেকে কুমতপুর বাজার ২ কি,মি, কাজীর বাজার স্কল হতে আজরা বিল ১ কি,মি, চৌমাথা বাজার হতে কৃষ্ণপুর সিমানা ৫ কি,মি।	৫ ফিট	১৬ কিঃ মিঃ বন্যা মুক্ত ।	
		কাচা রাস্তা	চৌরাস্তা বাজার হতে চেয়ারম্যানের বাড়ী ২ কি,মি, কুমারগাড়ী হতে কাজীর বাড়ী ৩ কি,মি, চিত্রর বাড়ী হতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত ২ কি,মি, আসাদুলের বাড়ী হতে আলিমনগর ২ কি,মি, চিত্রর বাড়ী হতে কুমারগাড়ী ১ কি,মি, ঘোরাবান্দা হতে ঈদগাহ মাঠ ৩ কি,মি, ঝাকিয়া পাড়া হতে ঘোরাবান্দা মুক্তার বাড়ী ৩ কি,মি, দাস পাড়া হতে মফিছ উদ্দিনের বাড়ী ৩ কি,মি, খামার মাছুদপুর হতে ৩ নং ওয়াড ২ কি,মি, খামার বালুয়া হতে গণেশের বাড়ী ২ কি,মি, ৪ নং ওয়াড হতে জাফর চেয়ারম্যানর বাড়ী ২ কি,মি, গোডাউন বাজার হতে তালুক ঘোড়া ৩ কি,মি, কেওয়াবাড়ী হতে পুটিমারি ৭ কি,মি, কুমতপুর বাজার হতে খামার জামিরা ২ কি,মি, কুমতপুর বাজার হতে ভেগির বিল ৩ কি,মি।	৫ ফিট	২৮ কিঃ মিঃ বন্যা মুক্ত ।	
৮	পবনাপুর	পাকা রাস্তা	ঘোড়াবান্দা চৌরাস্তা হইতে আমলাগাছী বাজার ৭কি,মি,।		০৭ কিঃ মিঃ বন্যা মুক্ত ।	
		কাচা রাস্তা	ঘোড়া বান্দা সিমানা হতে সমিতিরহাট ৩ কি,মি, ঘোড়াবান্তা সিমানা হতে পবনাপুর কমিউনিটি ক্লিনিক ২ কি,মি, সাত্তার মেম্বারের বাড়ী হতে	৫ ফিট	১০ কিঃ মিঃ বন্যা মুক্ত ।	

ক্রঃ	ইউনিয়ন	রাস্তা	কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত	উচ্চতা	কত কিলোমিটার বন্যা মুক্ত	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
			নয়ানের মাঠ ৩/৫০ কি,মি, ফকিরের হাট হতে মেঘারচর ৪ কি,মি, গোপিনাথপুর হতে ময়মন্তপুর সিমানা ৪ কি,মি, ফকিরেরহাট হতে পাটুয়ানাকাইল ২ কি,মি, মালানদহ হতে বেতকাপা সিমানা ১ কি,মি,			
৯	পলাশবাড়ী	পাকা রাস্তা	আইগ্রাম হতে বিটিসির রোড ৬ কি,মি, পলাশবাড়ী চৌমাথা হতে হোসেনপুর সিমানা ৩ কি,মি, পলাশবাড়ী চৌমাথা হতে সিবরামপুর ১/৫০ কি,মি, রংপুর মহাসড়ক হতে শ্যামোলিয়া ব্রীজ ১ কি,মি, রংপুর মহাসড়ক হতে সরকারী কলেজ ১ কি,মি, ।	৫ ফিট	১২.৫০ কিঃ মিঃ বন্যা মুক্ত ।	
		কাচা রাস্তা	সিধন গ্রাম হতে হোসেনপুর সিমানা ৬ কি,মি, হিজলগাড়ী হতে তালুগাড়ী লোকমানের বাড়ী ৪কি,মি, রংপুর মহাসড়ক হতে পলাশবাড়ী হাসপাতাল রোড ৫ কি,মি, গাইবান্ধা পাকা রাস্তা হতে ইদিলপুর ইউপি রোড ৪ কি,মি, এস,এন,বি উচ্চ বিদ্যালয় হতে দিঘলকান্দি ব্রীজ ৪ কি,মি, বাড়াইপাড়া হতে রংপুর রোড ২ কি,মি, ঠাকুরের ঘাট হতে মংলার বাড়ী গিদারীপুর ২ কি,মি, বাড়াইপাড়া হতে ব্রাক অফিস ৪ কি,মি,, নগরের ঘাট হতে মহেষপুর ৪ কি,মি।	৫ ফিট	২৫ কিঃ মিঃ বন্যা মুক্ত ।	
	মোট	**পাকা রাস্তাঃ ১০৪** কি,মি।			**৯৮ কিঃ মিঃ বন্যা মুক্ত ।**	
	মোট	**কাচা রাস্তাঃ ৩৭৬.৫** কি,মি।			**২৭৩.৫ কিঃ মিঃ বন্যা মুক্ত ।**	

তথ্য প্রদানকারী ঃ পলাশবাড়ী ইউপি সচিব ঃ মো: রোহন আজাদ মন্ডল ০১৭৩৫১০১২২৮, কিশোরগাড়ী সচিব ঃ শ্রী সুনীল কুমার ০১৭৪৫৯৮২৭২৭, হোসেনপুর ইউপি সচিবঃ মোঃ আব্দুল জব্বার সরকার ০১৭৩৫২৬১৭৩৩, বরিশাল ইউপি সচিবঃ মো: আনারুল ইসলাম ০১৭২৮২৪৯০১৮, মহদীপুর ইউপি সচিব ঃ মো: সুলতান আহম্মেদ মন্ডল ০১৭১৬০৮৩৫৬৯, বেতকাপা সচিব ঃ শ্রী পুরতোষ চন্দ্র সরকার ০১৭২৪৩২১২৭৮, পবনাপুর সচিব ঃ মোঃ ওয়ালিউর রহমান ০১৭৫৭৯৭১৩৭৪, মনোহরপুর সচিব ঃ একেএম সাদেকুর রহমান ০১৭১৪৬৭৬৫২৫, হরিনাথপুর সচিব ঃ মোঃ আমিনুর রহমান ০১৭১৭৩৬৫২৬২।

সেচ ব্যবস্থা ঃ

পলাশবাড়ী উপজেলায় রবি শস্য উৎপাদনে সেচের জন্য নলকুপ ও শ্যালো মেশিন ব্যবহার করা হয়। উল্লেখ্য যে, গভীর নলকুপগুলো বেশিভাগ ক্ষেত্রে বসত বাড়ীর কাজে ব্যবহৃত হয়। পলাশবাড়ী উপজেলায় মোট গভীর নলকুপের সংখ্যা ৩৭ টি অগভীর বা শ্যালো মেশিনের সংখ্যা ২২১৪ টি হস্তচালিত নলকুপের সংখ্যা ৫১২৫০ টি।

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	কয়টি গভীর নলকুপ	হস্ত চালিত নলকুপ	শ্যালো ম্যাশিনের সংখ্যা	সেচ ব্যাবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ননা
১	বরিশাল	৬	৪৩৬৭	৩০৩	গভীর নলকুপসহ সকল প্রকার সেচ সচল আছে। যা দ্বারা জনগণ অধিক সেচ সুবিধা পেয়ে থাকে ।
২	বেতকাপা	৫	৭৬২৮	৩০০	
৩	হরিনাথপুর	২	৪০৮০	১৬৪	
৪	হোসেনপুর	০৪	৫১৭৬	৫০৫	
৫	কিশোরগাড়ি	০৭	৪০৭৫	২০০	
৬	মোহাদিপুর	৪	৮৪০০	৩৫	
৭	মনোহরপুর	০৩	৩১৫৫	১২০	
৮	পবনাপুর	০৪	৬৫২৫	১৮৫	
৯	পলাশবাড়ী	০২	৭৮৪৭	৪০২	
মোট		**৩৭**	**৫১২৫৩**	**২২১৪**	

হাটবাজারঃঃ

পলাশবাড়ী উপজেলায় মোট হাটবাজারের সংখ্যা **২৭** টি। হাটগুলো সাধারণত সপ্তাহে দুই দিন এবং বাজারগুলো সপ্তাহে প্রতিদিন বসে। সব হাট বাজারগুলোর মোট দোকান সংখ্যা ৩৫৫৫ টি ।

ক্রঃ	ইউনিয়নের নাম	হাট / বাজারের সংখ্যা	কবে হাট বসে	দোকান সংখ্য	সমিতি সংখ্যা	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
১	বরিশাল	০১ বাজার	প্রতিদিন বসে	১৭০	-	**দৈনিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যসামগ্রী যেমন, চাল-ডাল, তৈল, লবন, শুকনা খাবার, চিড়া, গুড়, মুড়ি, গৃহনির্মার্ণ সামগ্রী ও ঔষধ পাওয়া যায় যা দুর্যোগের সময় ব্যবহার করা যায় । সমিতি গুলো দুর্যো গে বিভিন্ন কাজে সহায়তা করে থাকে ।**
২	বেতকাপা	৬	বৃহ ও সোম, বুধ ও শনিবার, বাজার প্রতিদিন	৫১০	৪	
৩	হরিনাথপুর	০৩	রবি ও বুধ, বাজার প্রতিদিন	৪১৩	২	
৪	হোসেনপুর	০১	শুক্রবার ও মঙ্গলবার	৩০০	৩	
৫	কিশোরগাড়ি	০৪	বৃহ ও সোম- হাট বসে এবং প্রতিদিন বাজার বসে	৮০০	৪	
৬	মোহাদিপুর	০১ বাজার	প্রতিদিন বসে	২৫০	১	
৭	মনোহরপুর	০৬ বাজার	প্রতিদিন বসে	৩০০	৫	
৮	পবনাপুর	০৩	শনি, রবি, ও মঙ্গলবার এবং বাজার প্রতিদিন বসে	৫১২	৫	
৯	পলাশবাড়ী	০২	শনিবার ও বুধবার এবং বাজার প্রতিদিন বসে	৩০০	৪	
	মোট	**২৭টি**		**৩৫৫৫ টি**	**২৮ টি**	

১.৪.২. সামাজিক সম্পদ

ঘরবাড়িঃ

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	ঘর	কি কি দিয়ে তৈরী	মোট সংখ্যা	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
১	বরিশাল	পাকা	ইট, সিমেন্ট, বালু, রড ইত্যাদি	১০	পলাশবাড়ী উপজেলায় মোট ঘরবাড়ীর সংখ্যা প্রায় ৬৫৪৫৯ টি । তার মধ্যে ৯৪৫ টি ঘরবাড়ী পাকা ২৬১৩৬টি ঘরবাড়ী আধাপাকা এবং ৩৮৩৭৮ টি ঘরবাড়ী কাচা। কাচা ঘরবাড়ী গুলো নিচু এলাকায় এবং পাকা ও আধাপাকা ঘরগুলো স্থায়ী বসতি এলাকায়।
		আধা পাকা	ইট, সিমেন্ট, বালু, টিন ইত্যাদি	২৪৬০	
		কাচা	বাঁশ, বেত, টিন ইত্যাদি	৫৫০৬	
২	বেতকাপা	পাকা	ইট, সিমেন্ট, বালু, রড ইত্যাদি	২৫	
		আধা পাকা	ইট, সিমেন্ট, বালু, টিন ইত্যাদি	৪১৯৫	
		কাচা	বাঁশ, বেত, টিন ইত্যাদি	৩৪৩৬	
৩	হরিনাথপুর	পাকা	ইট, সিমেন্ট, বালু, রড ইত্যাদি	৫০০	
		আধা পাকা	ইট, সিমেন্ট, বালু, টিন ইত্যাদি	১৫০০	
		কাচা	বাঁশ, বেত, টিন ইত্যাদি	৩৩০৭	
৪	হোসেনপুর	পাকা	ইট, সিমেন্ট, বালু, রড ইত্যাদি	১১৫	
		আধা পাকা	ইট, সিমেন্ট, বালু, টিন ইত্যাদি	২১৮৯	
		কাচা	বাঁশ, বেত, টিন ইত্যাদি	৩৯৪৩	
৫	কিশোরগাড়ি	পাকা	ইট, সিমেন্ট, বালু, রড ইত্যাদি	৫০	
		আধা পাকা	ইট, সিমেন্ট, বালু, টিন ইত্যাদি	৩৫৫০	
		কাচা	বাঁশ, বেত, টিন ইত্যাদি	৪৫০০	
৬	মোহাদিপুর	পাকা	ইট, সিমেন্ট, বালু, রড ইত্যাদি	১০০	
		আধা পাকা	ইট, সিমেন্ট, বালু, টিন ইত্যাদি	২৮৫০	
		কাচা	বাঁশ, বেত, টিন ইত্যাদি	৬৬৫০	
৭	মনোহরপুর	পাকা	ইট, সিমেন্ট, বালু, রড ইত্যাদি	২০	
		আধা পাকা	ইট, সিমেন্ট, বালু, টিন ইত্যাদি	১৬০০	
		কাচা	বাঁশ, বেত, টিন ইত্যাদি	৫৮৫০	
৮	পবনাপুর	পাকা	ইট, সিমেন্ট, বালু, রড ইত্যাদি	৪০	
		আধা পাকা	ইট, সিমেন্ট, বালু, টিন ইত্যাদি	৪৯১২	
		কাচা	বাঁশ, বেত, টিন ইত্যাদি	২০৮৬	
৯	পলাশবাড়ী	পাকা	ইট, সিমেন্ট, বালু, রড ইত্যাদি	১২৫	
		আধা পাকা	ইট, সিমেন্ট, বালু, টিন ইত্যাদি	২৮৮০	
		কাচা	বাঁশ, বেত, টিন ইত্যাদি	৩১০০	

পানি ঃ

ক্রঃ	ইউনিয়নের নাম	খাবার পানির উৎস	নলকুপের সংখ্যা	ভাল নলকুপ সংখ্যা	বন্যা লেভেলের উপরে সংখ্যা	বন্যার সময় কতগুলো ব্যবহার উপযোগী থাকে	কত শতাংশ লোক নলকুপের পানি ব্যবহার করে	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
১	বরিশাল	নলকুপ	৪৩৭৭	৪২৬৪	৩৯০০	৩৯০০	১০০%	খাবার পানি এ এলাকায় প্রধান উৎস নলকুপ জন স্বাস্থ্য এবং উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস অনুযায়ী ৫৩৯৫২ টি নলকুপের প্রায় ৪৯৬১৯টি নলকুপ ভাল আছে। নষ্ট ৪৩৪৬৪টি নলকুপ বন্যা লেভেলের উপর আছে এবং বাকী ৪৩৩৩টি নলকুপ নিচু এলাকায় হওয়ায় বন্যা আসলে নলকুপগুলো বন্যার পানিতে তলিয়ে যায়।
২	বেতকাপা	নলকুপ	৭০০৮	৫৮৯৫	৫২৭৫	৫২৭৫	১০০%	
৩	হরিনাথপুর	নলকুপ	৪৩১৭	৪০০০	৩২৫০	৩২৫০	১০০%	
৪	হোসেনপুর	নলকুপ	৪৮৭২	৪৬১৮	৩৭৪২	৩৭৪২	১০০%	
৫	কিশোরগাড়ি	নলকুপ	৭৩৭৫	৬৯১৫	৬২৩০	৬২৩০	১০০%	
৬	মোহাদিপুর	নলকুপ	৮৬২৪	৭৭২৫	৭৫০০	৭৫০০	১০০%	
৭	মনোহরপুর	নলকুপ	৬৪৭০	৫৭৯০	৫০৩০	৫০৩০	১০০%	
৮	পবনাপুর	নলকুপ	৫৩৮৭	৪৯১২	৪৪১২	৪৪১২	১০০%	
৯	পলাশবাড়ী	নলকুপ	৫৫২২	৫৫০০	৫১২৫	৫১২৫	১০০%	
	মোট		**৫৩৯৫২**	**৪৯৬১৯**	**৪৩৪৬৪**	**৪৩৪৬৪**	**১০০%**	

পয়ঃনিস্কাশন ঃ

ক্রঃ	ইউনিয়নের নাম	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সংখ্যা	বন্যা লেভেলের উপরে সংখ্যা	বন্যার সময় কতগুলো ব্যবহার উপযোগী থাকে	কত শতাংশ অধিবাসি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
১	বরিশাল	৪৫১৬	৩৬২৬	৩৬২৬	৮০%	উপজেলায় স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা মোট ৫৩০১৩ টি, এর মধ্যে বন্যা লেভেলের উপর ৪৫৫৪৩টি । ৭৪৭০ টি বন্যার পানিতে ডুবে যায়।
২	বেতকাপা	৬৬২৮	৬১০১	৬১০১	৮০%	
৩	হরিনাথপুর	৪৯৮৪	৩৬০০	৩৬০০	৮৫%	
৪	হোসেনপুর	৫৬১৫	৪৮৭৫	৪৮৭৫	৯১%	
৫	কিশোরগাড়ি	৭১০০	৫৮১৬	৫৮১৬	৮৫%	
৬	মোহাদিপুর	৭৭০০	৬৮০০	৬৮০০	৮০%	
৭	মনোহরপুর	৫৯৭০	৪৮৭০	৪৮৭০	৮২%	
৮	পবনাপুর	৫১০০	৪৯৭৫	৪৯৭৫	৮৫%	
৯	পলাশবাড়ী	৫৪০০	৪৮৮০	৪৮৮০	৯৫%	
মোট		**৫৩০১৩**	**৪৫৫৪৩**	**৪৫৫৪৩**	৮৫	

তথ্য প্রদানকারী ঃ মোঃ আলতাফ হোসেন, পরিসংখ্যান কর্মকতা, মোবা ঃ ০১৭৪৭১১৮১৪৩

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/পাঠাগারঃ

বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিৰক/শিৰিকা	অবস্থান/ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার হয় কিনা
কলেজ বেসরকারী/ সরকারী	পলাশবাড়ী সরকারী কলেজ	৮২০	৪৬	পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	পলাশবাড়ী আদর্শ কলেজ	৬৮০	৩৮	পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	পলাশবাড়ী মহিলা কলেজ	৫৯০	৩৬	পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	ফকিরহাট শহিদ স্মৃতি ডিগ্রী কলেজ	৪৭২	৩৯	ফকিরহাট	ব্যবহৃত হয় না।
	মেরির হাট মডেল কলেজ	৪৩০	৩৫	মেরির হাট	ব্যবহৃত হয় না।
	হরিনা বাড়ী কলেজ	৩৬৬	২৮	পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	বাসুদেবপুর সি কে স্কুল এন্ড কলেজ	৭৫৭	৩৬	বাসুদেবপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	পলাশবাড়ী কারিগরি কলেজ	২৫০	৪২	পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	এম এসামাদ কারিগরি কলেজ	৩২০	৩৮	পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।

বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/শিক্ষিকা	অবস্থান/ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার হয় কিনা
	পলাশবাড়ী পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট	২৫৪	৩৭	পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	পলাশবাড়ী এসএম বি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	৩৭২	২১	পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	পলাশবাড়ী এস এম পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	১১৪৬	১৭	পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	পলাশবাড়ী পিয়ারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	৯১২	১০	পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	বঙ্গবন্ধু বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	২৫৪	১৪	পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	গৃধারীপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	৪৯৬	১৪	পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	কাশিয়াবাড়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১৫৪	৬	কাশিয়াবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	মেরীর হাট উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৩	৯	মেরীর হাট	ব্যবহৃত হয় না।
	হাসনাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	৩৮৫	৬	হাসনা বাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	জুনদহ উচ্চ বিদ্যালয়	৩৮৩	১৪	বরিশাল, পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	বরিশাল উচ্চ বিদ্যালয়	২৫৭	১৪	বরিশাল, পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	সাবদিন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১৪৭	১৪	আমলাগাছী	ব্যবহৃত হয় না।
	আমলাগাছী বি এম উচ্চ বিদ্যালয়	৬০২	১২	আমলাগাছী	ব্যবহৃত হয় না।
	আমলাগাছী ডি ইউ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	৫০১	২৩	আমলাগাছী	ব্যবহৃত হয় না।
	সাতার পাড়া এম ইউ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১২০	৯	সাতার পাড়া	ব্যবহৃত হয় না।
	মুরারীপুর ওসমান গনি উচ্চ বিদ্যালয়	৬৮	৮	মুরারীপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	সুলতানপুর উচ্চ বিদ্যালয়	১৮০	১১	সুলতানপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	বড় শিমুলতলা উচ্চ বিদ্যালয়	১৪৮	১২	বড় শিমুলতলা	ব্যবহৃত হয় না।
	ঢোলভাংগা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	৪২৫	১৭	ঢোলভাংগা	ব্যবহৃত হয় না।
	মনোহরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	৩১৭	৮	মনোহরপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	রওশনবাগ উচ্চ বিদ্যালয়	৪০৪	১২	রওশনবাগ	ব্যবহৃত হয় না।
	রওশনবাগ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১০৬	৮	রওশনবাগ	ব্যবহৃত হয় না।
	পশ্চিম নয়ানপুর উচ্চ বিদ্যালয়	৩১২	১৬	পশ্চিম নয়ানপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	বেংগুলিয়া হাজী আঃ গনি উচ্চ বিদ্যালয়	২৭৯	৯	বেংগুলিয়া	ব্যবহৃত হয় না।
	পূর্ব ফরিদপুর বালিকা উচ্চ বিঃ	১২৭	১০	পূর্ব ফরিদপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	হরিনাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	৪৫৩	১২	হরিনাবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	শহীদ খায়রুল আলম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	৬৭	৬	ফকিরহাট	ব্যবহৃত হয় না।
	ফকিরহাট উচ্চ বিদ্যালয়	৬৯২	১২	ফকিরহাট	ব্যবহৃত হয় না।
	বরকতপুর উচ্চ বিদ্যালয়	১১৭	৮	বরকতপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	পবনাপুর এফ এম উচ্চ বিদ্যালয়	৪৭৫	১৩	পবনাপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	তালুকজামিরা উচ্চ বিদ্যালয়	৯৯১	১৪	তালুকজামিরা	ব্যবহৃত হয় না।
	চকদাতেয়া উচ্চ বিদ্যালয়	৩০৩	১২	চকদাতেয়া	ব্যবহৃত হয় না।
	হরিনাথপুর উচ্চ বিদ্যালয়	১২৮	১৩	হরিনাথপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	কাশিয়াবাড়ী স্কুল এন্ড কলেজ	২৬১	১৪	কাশিয়াবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	নারায়নপুর উচ্চ বিদ্যালয়	২১৩	১০	নারায়নপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	মহদীপুর বিলেত্রাল উচ্চ বিদ্যালয়	৩৭০	১৭	মহদীপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	হালিম নগর উচ্চ বিদ্যালয়	১৬৬	১২	হালিম নগর	ব্যবহৃত হয় না।
	আমবাড়ী নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	১২০	৬	আমবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	আমতপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৮২	৭	আমতপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	জামালপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৪১৫	১৪	জামালপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	ঠুটিয়াপুকুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	৭৫	৮	ঠুটিয়াপুকুর	ব্যবহৃত হয় না।
	নান্দি শহর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৯৯	৮	নান্দি শহর	ব্যবহৃত হয় না।
	মনোহরপুর নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	৯৬	৭	মনোহরপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	কদমতলি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৭৫	৪	কদমতলি	ব্যবহৃত হয় না।
	পলাশবাড়ী কৃষি প্রযুক্তি ইন্সিটিটিউট	৫৬	২৫	পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	এম এ সামাদ মৎস ও কৃষি প্রযুক্তি ইন্সিটিটিউট	৬৫	২৫	পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	গ্রীন ফিল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলএন্ড কলেজ	৩০০	২২	পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।

বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/শিক্ষিকা	অবস্থান/ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার হয় কিনা
	ডাঃ রাওশন আজাদ ইন্টাঃ স্কুল এন্ড কলেজ	২৬৭	১২	পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়					
	কাশিয়াবাড়ী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	৩০৯	০৫	০১ নং কিশোরগাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	সুলতানপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	২৬৮	০৬	”	ব্যবহৃত হয় না।
	রাঙ্গামাটি সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	১৩১	০৪	”	ব্যবহৃত হয় না।
	দিঘলকান্দি সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	৩২৩	০৬	”	ব্যবহৃত হয় না।
	শিমুলিয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	১৯০	০৫	”	ব্যবহৃত হয় না।
	বেঙ্গুলিয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	১৭৫	০৫	”	ব্যবহৃত হয় না।
	গণেশপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	২৬৪	০৬	”	ব্যবহৃত হয় না।
	পশ্চিম নয়ানপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	১৯২	০৮	”	ব্যবহৃত হয় না।
	গনকপাড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	২৩৫	০৪	”	ব্যবহৃত হয় না।
	জাফর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	১৫১	০৪	”	ব্যবহৃত হয় না।
	শিশুদহ সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	১৫১	০৪	হোসেনপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	হোসেনপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	১০০	০৫	হোসেনপুর	ব্যবহৃত হয় ।
	বান্নাকেয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	১৩৮	০৩	হোসেনপুর	ব্যবহৃত হয় ।
	হাসবাড়ী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	২০৭	০৫	হোসেনপুর	ব্যবহৃত হয় ।
	আটঘরিয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	১২৩	০৪	হোসেনপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	জাপারজান সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	১৭৭	০৪	হোসেনপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	মেরিরহাট সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	২৩১	০৬	হোসেনপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	ছোট শিমুলতলা সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	২২৯	০৫	হোসেনপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	মহেশপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	১১৭	০৪	মহেশপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	আমবাড়ী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	২০০	০৪	পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	সুইগ্রাম সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	৭৩৫	০৭	পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	বইরিহরিনমারী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	৩২৪	০৫	পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	গুনদহ সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	২৮০	০৭	বরিশাল	ব্যবহৃত হয় না।
	ভবানীপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	১৯৩	০৪	বরিশাল	ব্যবহৃত হয় না।
	রামপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	৩১২	০৬	বরিশাল	ব্যবহৃত হয় না।
	বাসুদেবপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	১৬৯	০৪	বরিশাল	ব্যবহৃত হয় না।
	নারায়নপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	১৯৭	০৪	বরিশাল	ব্যবহৃত হয় না।
	মির্জাপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	১০৫	০৪	বরিশাল	ব্যবহৃত হয় না।
	সাবদিন সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	১৫২	০৪	বরিশাল	ব্যবহৃত হয় না।
	কয়ারপাড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	১১৬	০৪	বরিশাল	ব্যবহৃত হয় না।
	বরিশাল সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	২৫০	০৩	বরিশাল	ব্যবহৃত হয় না।
	ফতেপুর দুর্গাপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	২২৭	০৮	বরিশাল	ব্যবহৃত হয় না।
	বিশ্রামগাছী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	১৫০	০৪	মহদীপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	দয়ারপাড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় মহদীপুর	২২৩	০৪	মহদীপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	গরেয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	২৬৮	০৫	মহদীপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	নারায়নপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	২১০	০৪	মহদীপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	গোয়ালপাড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	১০৫	০৪	মহদীপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	বড় গোবিন্দপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	১৯৩	০৪	মহদীপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	লক্ষীমারী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	২৩০	০৪	মহদীপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	গোপালপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	১৯১	০৪	মহদীপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	জালাগাছী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	২৬৯	০৪	মহদীপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	ভগবানপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	১৩৬	০৪	মহদীপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	ছোট ভগবানপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	১০৪	০৪	মহদীপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	পূর্ব নারায়নপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	১৯৪	০৪	বেতকাপা	ব্যবহৃত হয় না।
	খামার নড়াইল সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	১৯৮	০৪	বেতকাপা	ব্যবহৃত হয় না।

বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিৰক/শিৰিকা	অবস্থান/ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার হয় কিনা
	সাকোয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	২০৪	০৫	বেতকাপা	ব্যবহৃত হয় না।
	সাতারপাড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	২৯১	০৪	বেতকাপা	ব্যবহৃত হয় না।
	মাঠেরপাড়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৩৬	০৪	বেতকাপা	ব্যবহৃত হয় না।
	বলরামপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৫৫	০৪	বেতকাপা	ব্যবহৃত হয় না।
	হরিপুর বাজনগর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	২৬১	০৪	বেতকাপা	ব্যবহৃত হয় না।
	রওশনবাগ সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	৭০	০৮	বেতকাপা	ব্যবহৃত হয় না।
	মুরারিপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	৩২২	০৫	বেতকাপা	ব্যবহৃত হয় না।
	বেতকাপা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	২০৭	০৪	বেতকাপা	ব্যবহৃত হয় না।
	নান্দিশহর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৪৮	০৪	বেতকাপা	ব্যবহৃত হয় না।
	গোপীনাথপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	২৯৯	০৪	পবনাপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	ফরিদপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	২১৮	০৬	পবনাপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	বরকতপুরর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৩৬	০৪	পবনাপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	পবনাপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৪৪	০৪	পবনাপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	তালুক ঘোরাবান্দা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	২৩৪	০৫	মনোহরপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	ঘোরাবান্দা পূর্বপাড়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	৩০৮	০৩	মনোহরপুর	ব্যবহৃত হয় ।
	ঘোরাবান্দা মডেল সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৩৫	০৪	মনোহরপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	মনোহরপুরর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	২১৫	০৬	মনোহরপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	কুমতপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	৩২৯	০৬	মনোহরপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	কুমতপুর ২ নং সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	৩৬২	০৪	মনোহরপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	বিরানেরভিটা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	২৫৫	০৫	মনোহরপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	শিবরামপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	২৫৭	০৪	পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	কিশামত চেরেঙ্গা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১০৮	০৪	হোসেনপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	পবনাপুর উত্তর পাড়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৭২	০৪	পবনাপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	করতোয়া পাড়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	২০১	০৪	হাসেমপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	তালুক ঘোরাবান্দা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৯৫	০৪	মনোহরপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	চাদকোমরপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৫৯	০৪	মনোহরপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	বরিশাল চকপাড়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৫১	০৪	বরিশাল	ব্যবহৃত হয় না।
	১ নং শালপাড়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৯২	০৪	হোসেনপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	পশ্চিম মির্জাপর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৫৯	০৪	কিশোরগাড়ী	ব্যবহৃত হয় ।
	বেড়াডাঙ্গা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৬৫	০৪	কিশোরগাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	কলারগাছী সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	২৯৯	০৪	কিশোরগাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	ময়মন্তপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৯১	০৪	পবনাপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	উত্তর সাবদিন সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	২৬৩	০৪	বরিশাল	ব্যবহৃত হয় না।
	ভগবানপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৫৭	০৪	বরিশাল	ব্যবহৃত হয় না।
	চকদাতেয়া জামাদের ভিটা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১২৮	০৪	মনোহরপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	দুর্গাপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৫৮	০৪	মহদীপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	পশ্চিম গোপালপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৫৩	০৪	কিশোরগাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	দক্ষিণ ভগবানপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৭৪	০৪	বরিশাল	ব্যবহৃত হয় না।
	শ্যামপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৪০	০৪	মহদীপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	নয়ানানওদাপাড়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৮০	০৪	কিশোরগাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	বরকতপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৮০	০৪	পবনাপুর	ব্যবহৃত হয় ।
	সুলতানপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৮১	০৪	পবনাপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	বড়াইপাড়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৮৪	০৪	বরিশাল	ব্যবহৃত হয় না।
	সাবদিন উত্তরপাড়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৬৬	০৪	পবনাপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	বালাপাড়া বামুনিয়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১০৮	০৪	পবনাপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	সগুনা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৭৬	০৪	কিশোরগাড়ী	ব্যবহৃত হয় ।
	হাসানঘড়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৬৬	০৪	কিশোরগাড়ী	ব্যবহৃত হয় ।

বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিৰক/শিৰিকা	অবস্থান/ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার হয় কিনা
	বড় শিমুলতলা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৬৬	০৪	কিশোরগাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	দিগদাড়ি সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১০৯	০৪	হোসেনপুর	ব্যবহৃত হয় ।
	কোশবাড়ী সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৮১	০৪	হোসেনপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	মোকলিশপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৮২	০৪	কিশোরগাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	চকবালা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৮২	০৪	কিশোরগাড়ী	ব্যবহৃত হয় ।
	গিধারীপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৬৬	০৪	পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	কিতারপাড়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৫১	০৪	মহদীপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	হরিণমারী সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৬০	০৪	হরিনাবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	যাইতর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	২০২	০৪	কিশোরগাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	রামচন্দ্রপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	২০১	০৪	কিশোরগাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	বাড়াইপাড়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	২০৪	০৪	পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	হিজলগাড়ী সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৫১	০৪	পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	পশ্চিম রামচন্দ্রপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৫১	০৪	কিশোরগাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	আকবর নগর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	২১২	০৪	হোসেনপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	ঝাপড় সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	২১০	০৪	হোসেনপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	চন্ডিপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৮৫	০৪	মহদীপুর	ব্যবহৃত হয় ।
	সমিতিরহাট সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	২০২	০৪	পবনাপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	ডাকেরপাড়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১১৩	০৪	বেতকাপা	ব্যবহৃত হয় না।
	বড় শিমুলতলা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৬৬	০৪	কিশোরগাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	ছাউনিয়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৯৭	০৪	বরিশাল	ব্যবহৃত হয় না।
	তালুক কেওয়াবাড়ী সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৫৪	০৪	হরিনাথপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	পাড়বাসুনিয়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৭৮	০৪	পবনাপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	দক্ষিনপাড়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৫২	০৪	কিশোরগাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	কাশিয়াবাড়ী সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৬৩	০৪	কিশোরগাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	বুজরুক টেংরা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৫৩	০৪	কিশোরগাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	শিমুলিয়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৭১	০৪	কিশোরগাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	মংশিলপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়			কিশোরগাড়ী	হ্যা
	বাড়াইপাড়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৫১	০৪	পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	ভেলাকাপা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৭৫	০৪	হরিনাথপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	শালমারা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৯৩	০৪	হোসেনপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	রামচন্দ্রপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১০৬	০৪	হোসেনপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	বেতকাপা ডাকের পাড়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৫৪	০৪	বেতকাপা	ব্যবহৃত হয় না।
	বাশকাটা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৫২	০৪	পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	পশ্চিম ফরিদপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১১৩	০৪	হোসেনপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	আমলাগাছী সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৬০	০৪	বরিশাল	ব্যবহৃত হয় না।
	দিগদারী সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৫২	০৪	হোসেনপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	সগুনা ২ নং সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৫৫	০৪	কিশোরগাড়ী	ব্যবহৃত হয় ।
	কাতুরী সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১১৭	০৪	কিশোরগাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	মোস্তফাপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৭৯	০৪	বেতকাপা	ব্যবহৃত হয় না।
	সর্বাঙ্গান ভাদুরিয়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৬৩	০৪	বরিশাল	ব্যবহৃত হয় না।
	উদয় সাগর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৫০	০৪	পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	পুর্ব উদয় সাগর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৩৭	০৪	পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	হরিণমারী সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৫৩	০৪	পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	সিধনগ্রাম সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৪২	০৪	পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	পলাশবাড়ী সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৬২	০৪	পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	চাকলা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১২৩	০৪	হোসেনপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	খামারবাড়ী সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৯৪	০৪	মনোহরপুর	ব্যবহৃত হয় না।

বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিৰক/শিৰিকা	অবস্থান/ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার হয় কিনা
	খামার মাছুদ পুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	২১০	০৪	মনোহরপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	কুমারগাড়ী ২ নং সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৪২	০৪	মনোহরপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	কুমারগাড়ী ১ নং সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৬৮	০৪	মনোহরপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	হরিনামারী সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	৩৬৯	০৪	হরিনাথপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	হরিনামারী ২ নং সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৬৭	০৪	হরিনাথপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	হরিনাথপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	২০৩	০৪	হরিনাথপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	তালুকজামিরা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৭৬	০৪	হরিনাথপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	ভেলাকোপা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	৩২২	০৪	হরিনাথপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	২ নং ভেলাকোপা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়				ব্যবহৃত হয় না।
	চকদাতেয়া জমাদারের ভিটা সঃ প্রাঃ বিঃ			হরিনাথপুর	ব্যবহৃত হ্যা
	মরাদাতেয়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	২৩৮	০৪	মহদীপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	বুজরুক বিষ্ণপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৫০	০৪	মহদীপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	বিষ্ণপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৫১	০৪	মহদীপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	টেকানি সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	৫৩	০৪	কিশোরগাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	সাতানা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৮৫	০৪	হোসেনপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	কোড়ি আটা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৭১	০৪	হোসেনপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	জামালপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	২৪৮	০৪	পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	আমলাগাছী সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৮৫	০৪	বরিশাল	ব্যবহৃত হয় না।
	চালিতাদহ সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৯৩	০৪	বরিশাল	ব্যবহৃত হয় না।
	বালাবামুনী সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	৮৭	০৪	পবনাপুর	ব্যবহৃত হয় ।
	পুর্ব ফরিদপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৭৪	০৪	পবনাপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	নিমদাসের ভিটা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৭৩	০৪	মনোহরপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	পবনাপুর বড় ভিটা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৬৫	০৪	পবনাপুর	ব্যবহৃত হয় ।
	মনোহর ২ নং সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৭৭	০৪	পবনাপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	পুটিমারী সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৭০	০৪	মনোহরপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	ঘোড়াবান্দা পশ্চিম পাড়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৫৮	০৪	মনোহরপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	পূর্ব কুমারগাড়ী সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৬৯	০৪	মনোহরপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	হোসেনপাড়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১২৮	০৪	মনোহরপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	রাইতিন রাইল সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	২১১	০৪	বেতকাপা	ব্যবহৃত হয় না।
	পেপুলিজোর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	৩৫৩	০৪	বেতকাপা	ব্যবহৃত হয় না।
	পাবর্তীপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	২০৩	০৪	বেতকাপা	ব্যবহৃত হয় না।
	মোস্তফাপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১১৫	০৪	মহদীপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	গাড়ানাটা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৩৭	০৪	মহদীপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	কিশোরগাড়ী সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৩৯	০৪	বেতকাপা	ব্যবহৃত হয় না।
	উত্তর সুলতানপুর বাড়াইপাড়া সঃপ্রাঃ বিদ্যাঃ	১৬৩	০৪	মহদীপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	মরাদাতেয়া দক্ষিনপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	২১৪	০৪	কিশোরগাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	বেতকাপা পশ্চিমপাড়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১২৫	০৪	কিশোরগাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	শাহিনদহ সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১২১	০৪	হরিরামপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	খামার জামিরা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	৮০	০৪	বেতকাপা	ব্যবহৃত হয় না।
	বালাবামুনিয়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	৮৮	০৪	হোসেনপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	ঝালিঙ্গা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৭৩	০৪	মনোহরপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	কিশামত কেওয়াবাড়ী সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	২৩৫	০৪	পবনাপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	গপিনাথপুর সঃপ্রাঃ বিঃ			পবনাপুর	হ্যা
	ঘোড়াবান্দা মধ্য পাড়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	২০৫	০৪	মহদীপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	সর্গানন্দপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৭২	০৪	হরিনাথপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	মরাদাতেয়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১০০	০৪	মনোহরপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	মরাদতেয়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৭৪	০৪	মহদীপুর	ব্যবহৃত হয় না।

বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিৰক/শিৰিকা	অবস্থান/ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার হয় কিনা
	হরিনাথপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	২০৪	০৪	মহদীপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	তালুকজামিরা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১৫৬	০৪	হরিনাথপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	ডুবলাগাড়ী সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	২১৪	০৪	বরিশাল	ব্যবহৃত হয় না।
মাদ্রাসা					
	পলাশবাড়ী মহিলা ফাজিল	২৩৫	২৬	পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	পশ্চিম মির্জাপুর ফাজিল মাদ্রাসা	২১৭	২২	মির্জাপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	মেরীর হাট ফাজিল মাদ্রাসা	৩০৫	২৯	মেরীর হাট	ব্যবহৃত হয় না।
	মাঠের বাজার আবু বকর ফাজিল মাদ্রাসা	২৫৯	২৮	মাঠের বাজার	ব্যবহৃত হয় না।
	পলাশবাড়ী দ্বি মুখি ফাজিল মাদ্রাসা	২৯৮	২৪	পলাশবাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	দৌলতপুর আলিম মাদ্রাসা	২৮১	২৮	দৌলতপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	মহেশপুর দাখিল মাদ্রাসা	১৯০	২৪	মহেশপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	আসমতপুর আদর্শ বালিকা দঃ মাদ্রসা	১৮২	২৫	আসমতপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	ময়মন্তপুর রুহুল আমিন দাঃ মাদ্রাসা	১৯৭	২৫	ময়মন্তপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	চকবালা আমিল উদ্দিন দাখিল মাদ্রাসা	১৮৯	২৭	চকবালা	ব্যবহৃত হয় না।
	ঠুটিয়াপুকুর আলহাজ এমরান উদ্দিন দাঃ মাদ্রাসা	২০১	২৯	ঠুটিয়াপুকুর	ব্যবহৃত হয় না।
	জালাগাড়ী দরগাহপুর দাঃ মাদ্রাসা	২০৮	২৫	জালাগাড়ী	ব্যবহৃত হয় না।
	রওশনবাগ দাখিল মাদ্রাসা	২৪৮	২৯	রওশনবাগ	ব্যবহৃত হয় না।
	পাচ পীরের দরগা দাখিল মাদ্রাসা	২০৯	২৭	পাচ পীরের দরগা	ব্যবহৃত হয় না।
	হরিনাথপুর ডঃ টি আই এম দাখিল মাদ্রাসা	২৫৪	৩২	হরিনাথপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	আল্লাহর দরগা ইসলামিয়া দাঃ মাদ্রাসা	২১০	৩৫	আল্লাহর দরগা	ব্যবহৃত হয় না।
	মনোহরপুর আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা	১৮০	৩৯	মনোহরপুর	ব্যবহৃত হয় না।
	গৃধারীপুর দাখিল মাদ্রাসা	১৫৮	২৯	গৃধারীপুর	ব্যবহৃত হয় না।

তথ্য –জনাব মোঃ আবু তারেক মোঃ রওনক আক্কার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার =০১৭১৩৯৩৯২৯৯

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানt

ক্রঃ	ইউনিয়নের নাম	মসজিদ/ মন্দির/ গীর্জ	কয়টি	কোথায়
১	কিশোরগাড়ি	মসজিদ	৪৮	লোকমানপুর, দীঘলকান্দি, ফলিয়া, আসমতপুর, পলাশগাছী, শিমুলিয়া, আন্দুয়া, কালুতি পুরাতন বোডের ঘর, গনেশপুর, বেরাডাঙ্গা, কাশিয়াপুর, মীরজাপুর, কাশিয়াবাড়ী, চকবালা, কেশবপুর, সগুনা, কিশোরগাড়ী, তেকানী, শিমুলতলা, পাজাপাড়া, সুলতানপুর, পারবালা, গনকপাড়া, জাইতর, মুশিলপুর, নয়নপুর, জাফর, গোপালপুর, দিঘলকান্দী,
		মন্দির	৯	শিমুলতলা, কাশিয়াবাড়ী, রামচন্দ্রপুর, রামচন্দ্রপুর, মুংলিশপুর, হাসানখোর, রাঙ্গামাটি
২	হোসেনপুর	মসজিদ	২২	হাসবাড়ী, শালামারা, দৌলতপুর, কোনাবাড়ী, রামচন্দ্রপুর, মন্ডলপাড়া, শ্রীকলা, চেরেঙ্গা, কদমতলী, খাসবাড়ী, আকবরনগর, সাইনদহ, দিগদাড়ী, মেরীরদহ।
		মন্দির	৭	সাকআনা নওদা, ঠাকুর বাড়ী, করতোয়া পাড়া, রবি মাষ্টার বাড়ী, ঝাপড় মাখনের বাড়ী, নয়া পাড়া, বাচ্চা মন্ডলের বাড়ী
৩	পলাশবাড়ী	মসজিদ	৪৪	শিধনগ্রাম, শিধনগ্রাম গনির বাড়ীর, ছোটশিমুলতলা, হিজলগাড়ী, হিজলগাড়ী ঈদগাহ মাঠ, জগরজানী, বৈরীহরিনমারী পশ্চিমপাড়া, বৈরীহরিনমারী পূর্বপাড়া, কালুগাড়ী, নুনিয়াগাড়ী দক্ষিনবন্দর, নুনিয়াগাড়ী পাতারবাড়ীর, নুনিয়াগাড়ী কাদির মন্ডলের বাড়ীর, থানা জামে মজজিদ, হরিনমারী পশ্চিমগাড়া, শিবরামপুর, সুইগ্রাম, সুইগ্রাম, উদয়সাগর গোডাউন, উদয়সাগর হাজীবাড়ী, উদয়সাগর মুন্সীপাড়া, সুইগ্রাম, সুইগ্রাম, উদয়সাগর গোডাউন, উদয়সাগর হাজীবাড়ী, উদয়সাগর মুন্সীপাড়া, গৃধারীপুর পশ্চিম পাড়া, জামালপুর, জামালপুর উপজেলা: পরিষদ চত্বর, গৃধারীপুর মিয়াবাড়ী, গৃধারীপুর খা বাড়ীর, গৃধারীপুর হাট, গৃধারীপুর হারুন মাকেট, গৃধারীপুর মোহাম্মাদী, পল্লী বিদৎ জামে

ক্রঃ	ইউনিয়নের নাম	মসজিদ/ মন্দির/ গীর্জ	কয়টি	কোথায়
				মজজিদ, ব্যাংক অপিস সংলগ্ন, প: গোয়ালপাড়া আয়তালের বাড়ীর, নুরপুর নহিমের বাড়ীর, বাড়াইপাড়া আফছারের বাড়ীর, বাড়াইপাড়া কাশেমের বাড়ীর, বাড়াইপাড়া কদ্দুছের বাড়ীর, বাড়াইপাড়া নজরুল খার বাড়ীর, বাশকাটা তমিজহাজীর বাড়ীর, বাশকাটা পুরাতন, মহেশপুর বাবু মুন্সীর বাড়ীর, মহেশপুর সিরাজমুন্সীর বাড়ীর, আমবাড়ী পূর্বপাড়া, আমবাড়ী প: পাড়া, আমবাড়ী জলিলের বাড়ীর, আমবাড়ী সরকারের বাড়ীর।
		মন্দির	৭	হিজলগাড়ী গুছছগ্রাম, জগরজানী হীরেন্দ্রনথ সরকারের বাড়ীর, হরিনমারী সুধিরের বাড়ীর, কালিবাড়ী, গৃধারীপুর মাস্টারপাড়া, মহেশপুর ভূবনের বাড়ীর, মহেশপুর ভবেশের বাড়ীর।
৪	বরিশাল	মসজিদ	২২	দুবলাগাড়ী পশ্চিম পাড়া, চালিতাদহ মিয়াপাড়া জামে মসজিদ, পশ্চিম গোপিনাথপুর, ভবানীপুর পূর্ব সরকার পাড়া, বরিশাল পশ্চিমপাড়া, পূর্ব রামচন্দ্রপুর, বাসুদেবপুর, নুরিয়াপাড়া, উত্তর সাবদিন পরিচাপুর, ছাউনিয়া, সরবর্জ্ঞভাদুরিয়া, বাসুদেবপুর বালুয়াপাড়া, রামপুর মধ্যপাড়া, রামপুর মুন্সি পাড়া, রামপুর পূর্ব মাষ্টার পাড়া, রামপুর পনচাত পাড়া, মধ্য রামপুর চাতাল পাড়া, ভগবানপুর দক্ষিন পাড়া, ভগবানপুর মধ্য পাড়া, দক্ষিন ভগবানপুর, ভগবানপুর মধ্য পাড়া, দক্রি ভগবানপুর ফারাজী পাড়া, ছাউনিয়া পশ্চিম পাড়া।
		মন্দির	১৪	আমলাগাছী দক্ষিন পাড়া শ্রীশ্রী, আমলাগাছী শ্রীশ্রী শীতলী, ওআমলাগাছী হাট, আমলাগাছী মধ্য পাড়া, উত্তর সাবদিন, উত্তর সাবদিন, বরিশাল শ্রীশ্রী হরি, বরিশাল কাক্তিক চন্দ্র সয়ন্ভ চান, ভবানীপুর মজুম দারের বাড়ী, বরিশাল, বরিশাল হিন্দু সমপ্রদায় কালি মন্দির, বরিশাল হিন্দু পাড়া, বাসুদেবপুর, বাসুদেবপুর কর্ম কার পাড়া,
৫	মোহাদিপুর	মসজিদ	৫৯	বিষ্ণুপুর পুব পাড়া, ফকির পাড়া, তামলি পাড়া, মন্ডল পাড়া, খুলু পাড়া, ঝাকো পাড়া, গড়েয়া উত্তর পাড়া, গড়েয়া দক্ষিন পাড়া, কেত্তার পাড়া, কেত্তার পাড়া দোকান ঘর, শ্যামপুর মধ্য পাড়া, শ্যামপুর বাদে মহিপুর, ফরকান্দাপুর, পশ্চিম গোয়াল পাড়া, পূর্ব গোয়ালপাড়া, ঝালিঙ্গী মধ্য পাড়া, ঝালিঙ্গী, ছোট ভগবানপুর, ছোট ভগবানপুর, মধ্য পাড়া, ১নং সরকার পাড়া, ফররাজি পাড়া, ২নং সরকার পাড়া, মন্ডল পাড়া, মধ্য পাড়া, মধ্য পাড়া, চৌধুরী পাড়া, জালাগাড়ী দূগাপুর, জালাগাড়ী, জালাগাড়ী, জালাগাড়ী, পূর্বগোপালপুর, পূর্বগোপালপুর, পূর্বগোপালপুর, পূর্বগোপালপুর, দূগাপুর, ফতেপুড়, পাকে পাড়া, ঠুটিয়া পাকুর, মহদীপুর স্কুল, পুব পাড়া, মধ্যপাড়া, পশ্চিম পাড়া, পগাইল, পূর্ব পাড়া, পশ্চিম পাড়া, চক পাড়া, বুজরুক বিষ্ণুপুর, বুজরুকবিষ্ণুপুর মধ্য পাড়া মাজার, দয়ারপাড়া,
		মন্দির	১৮	মহদীপুরপশ্চিম পাড়া -৭নং ক্লাস্টার, দুর্গাপুর মহন্ত পাড়া -১০নং ক্লাস্টার।মহদীপুর কালি মন্দির দক্ষিন পাড়া -১০নং ক্লাস্টার, মহদীপুর মধ্যে পাড়া -০৯ নং ক্লাস্টার, মহদীপুর জগদ্ধাত্রী পূর্ব পাড়া -০৯ নং ক্লাস্টার, মহদীপুর পূর্বপাড়া পাড়া -১৩ নং ক্লাস্টার, মহদীপুর মধ্যে পাড়া -১১নং ক্লাস্টার, মহদীপুর দক্ষিন পাড়া -১২নং ক্লাস্টার, মহদীপুর উত্তর পাড়া -০৯নং ক্লাস্টার,মহদীপুর দক্ষিন পাড়া -২৩ নং ক্লাস্টার, মহদীপুর দক্ষিন পাড়া -২৩ নং ক্লাস্টার, মহদীপুর পশ্চিম পাড়া -০৭নং ক্লাস্টার, দুর্গাপুর সাহাপাড়া - পশ্চিম পাড়া ০৭ নং ক্লাস্টার, দুর্গাপুর সাহাপাড়া -১০নং ক্লাস্টার, দুর্গাপুর সাহাপাড়া - ১০নং ক্লাস্টার, দুর্গাপুর সাহাপাড়া -১০নং ক্লাস্টার, দুর্গাপুর কামার পাড়া -১০নং ক্লাস্টার, দুর্গাপুর দাসপাড়া -১০নং ক্লাস্টার।
৬	বেতকাপা	মসজিদ	৪২	সাতারপাড়া ডাকঘর, সাকোয়া মধ্যপাড়া, সাকোয়া পশ্চিম পাড়া, মোস্তফাপুর, মুরারীপুর, বেতকাপা, বেতকাপা পশ্চিমপাড়া, বেতকাপা কানিপাড়া, বেতকাপা মধ্যেপাড়া, বলরামপুর, মাঠেরবাজার হাসনেরপাড়া, কৃষ্ণপুর, হরিপুর, রাজনগর, খামারনড়াইল, নান্দিশহর, নান্দিশহর নাপিতপাড়া নান্দিশহর কালিতোলা, পূর্ব নয়ানপুর, দক্ষিনপাড়া, পূর্ব নয়ানপুর মধ্যেপাড়া, পূর্ব নয়ানপুর উত্তরপাড়া, ডাকেরপাড়া, পার আমলাগাছী, রায়তীনড়াইল, রায়তী নড়াইল গাবতলী, ডাকেরপাড়া খিলিবাড়ী, ঢোলভাঙ্গা
		মন্দির	৪	কৃষ্ণপুর বিপুল চন্দ্রর, মোস্তফাপুর বাবলু চন্দ্ররে বাড়ী, খামার নড়াইর সন্তোষ চন্দ্রের বাড়ী, হরিতলা ।

ক্রঃ	ইউনিয়নের নাম	মসজিদ/ মন্দির/ গীর্জ	কয়টি	কোথায়
৭	পবনাপুর	মসজিদ	৩০	পবনাপুর মুরারবাড়ী, পবনাপুর মধ্যেপাড়া, পবনাপু চরের হাট, পবনাপুর ফরিক পাড়া, পবনাপুর মিয়া পাড়া, পবনাপুর, টুনিমুন্সির পবনাপুর উত্তর পাড়া, বরকতপুর, বরকতপুর সিরাজুল মেম্বারের বাড়ী, বরকতপুর নয়া মিয়া বাড়ীর, বরকতপুর উত্তর পাড়া তোজামাষ্টারের বাড়ী, বরকতপুর আমির উদ্দীন, পারবামুনিয়া, মালিয়ান দহ, বালাবামুনিয়া উত্তর পাড়া, বালাবামুনিয়া পূর্বপাড়া, সমিতির হাট, ফকির হাট, বাওয়াজীপাড়া, বালাবামুনিয়া প্রধান পাড়া, বালাবামুনিয়া খন্দকার পাড়া, গোপিনাথপুর পূর্বপাড়া, গোপিনাথপুর, ফরিদপুর, ফরিদপুর দক্ষিন পাড়া, ফরিদপুর প্রধান পাড়া, ময়মন্তপুর, পূর্ব গোপিনাতপুর ডালিপাড়া, পূর্ব ফরিদপুর কানিপাড়া, পূর্ব ফরিদপুর মন্ডলপাড়া।
		মন্দির	৯	ওয়াহেদপুর গুসাইর, ওয়াহেদপুর শান্তি কবিরাজ বাড়ী, ওয়াহেদপুর বাবলু রায়ের বাড়ী, মাছুয়াবাদ বিরালাল মাষ্টার বাড়ী, পোমকাড়া নারায়ন বর্মণ বাড়ী, সুবিল দিলীপ ভৌমিকের বাড়ী, সুবিল এডঃ চন্দন কুমার বাড়ী । ময়মন্ডপুর ফকিরপাড়া
৮	মনোহরপুর	মসজিদ	৯	কাজির বাজার কেন্দ্রীয়, গোডাউন বাজার, নিমদাসের ভিটা, কুমেদপুর জামে, ঘোড়াবান্ধা, তালুক ঘোড়াবান্ধা জামে, পুটিমারী, খামার মামুদপুর, আম তলি ।
		মন্দির	৪	পিরপল, তালুক ঘোড়াবন্ধ, কুমেদপূর, আমতলী
৯	হরিনাথপুর	মসজিদ	২৩	হরিনাথপুর আলসিয়া পাড়া, হরিনাথপুর মধ্যপাড়া, হরিনাথপুর উত্তর পাড়া, হরিনাথপুর আকন্দবাড়ী, ছইমুদ্দিন ডাক্তারের বাড়ী, হরিনাথপুর পিছন পাড়া, হরিনাবাড়ী মিয়াবাড়ী, হরিনাবাড়ী বাজার মসজিদ সেলিম মেম্বরের বাড়ী, কামার পাড়া, সৈয়দ আলীর বাড়ী, অদু মেম্বরের বাড়ী, কিশামত কেওয়াবাড়ী, ফকির বাড়ী, তালুকজামিরা বাজার, তালুকজামিরা মজিবর আকন্দ, তালুকজামিরা ব্যাপারী পাড়া, চেয়ারম্যান বাড়ী, মান্নান প্রধান বাড়ী, ছোলায়মান ডাক্তার, মরাদাতেয়া আজিমুদ্দিন বাড়ী, মকবুল মন্ডল বাড়ী, ইসমাইল ভুইয়া বাড়ী।
		মন্দির	৭	তালুকজামিরা বাজার, হরিনাবাড়ী আশুতোষ সরকারের বাড়ী, হরিনাবাড়ী কামার পাড়া, হরিনাবাড়ী দাসপাড়া, ভেলাকোপা হৃদয় বাবুর বাড়ী, ভেলাকোপা নালারবাতা শিব, মরাদাতেয়া টাকিয়ার বাজার।
	মোট	**মসজিদ**	**২৯৯**	
	মোট	**মন্দির**	**৭৯**	

ধর্মীয় জামায়েত স্থান (ঈদগাহ্) ০ঃ

ক্রঃ	ইউনিয়ন	কয়টি	কোথায়
১	কিশোরগাড়ী	৮	ওয়াহেদপুর, আব্দুল্লাহপুর শাহী, বুড়িরপাড়, হাদিপুর, শিবনগর, সুবিল স্বর্ণকারপাড়া, খালেক ডাঃ বাড়ী।
২	হোসেনপুর	৮	আসমতপুর, সুলতানপুর বাড়াই পাড়া, প্রজাপাড়া, গনেশপুর, কিশোরগাড়ী, সগুনা, বুড়িরপাড়, তেকানী
৩	পলাশবাড়ী	১৫	শিধনগ্রাম, ছোটমিমুলতলা, হিজলগাড়ী, বৈরীহরিনমারী প: পাড়া, বৈরীহরিনমারী পূর্বপাড়া, জগরজানী, নুনিয়াগাড়ী কেন্দ্রীয়, নুনিয়াগাড়ী দক্ষিন বন্দর, শিবরামপুর, হরিনমারী, সুঈগ্রাম ঈদগাড়, গৃধারীপুর তেতুলতলা, গৃধারলীপুর, বাশকাটা নীলকুঠি, মহেশপুর তেতুল তলা,
৪	বরিশাল	২০	দুবলাগাড়ী মিয়া পাড়া, পশ্চিম গোপিনাথপুর, জুনদহমাদ্রেশা, রাইগ্রাম প্রধান পাড়া, রাইগ্রাম গাউছা পাড়া, চালিতাদহ মিয়া পাড়া, বানীপুর, বরিশাল পশ্চিম পাড়া, বরিশাল পূর্ব, পাড়া আমলাগাছী হাট, কয়ারপাড়া, উত্তর সাবদিন, মধ্য সাবদিন মরিচাপুর, দক্ষিন সাবদিন, ছাউনিয়া, ফূর্ব মির্জাপুর, নারায়ন পুর, বাসুদেবপুর কলেজ, রামপুর, ভগবানপুর।
৫	মহদীপুর	১৯	জরুকবিষ্ণুপুর দরগাহ, বুজরুকবিষ্ণুপুর বোড বাজার, পেপুলীজোড় দরগাহ, পুবগোপাল, জালাগাড়ী, ছোটভগবানপুর, বড়গোবিন্দপুর, পারবতীপুর, মহদীপুর, বিষ্ণুপুর, চন্ডিপুর, বিশ্রামগাছী, দুরগাপুর, শ্যামপুর, গোয়ালপাড়া, ঝালিঙ্গা, গড়েয়া, কেত্তারপাড়া, নারানপুর
৬	বেতকাপা	১২	বেতকাপা, মাঠেরহাট, কৃষ্ণপুর,হরিপুর, খামার নড়াইল-৩টি, রায়তী নড়াইল, পূর্ব নয়ানপুর, ডাকেরপাড়া, পার আমলাগাছী-৩টি, নান্দিশহর, মুরারীপুর, সাকোয়া, মোস্তফাপুর, রাজনগর।
৭	পবনাপুর	১১	পবনাপুর দুদু মিয়া, পবনাপুর চরের হাট, বরকতপুর আমির হাজী, বরকতপুর, পারবামুনিয়া,

ক্রঃ	ইউনিয়ন	কয়টি	কোথায়
			গোপিনাথপুর, ফরিদপুর, ফরিদপুর পশ্চিমপাড়া, ময়মন্তপুর, বালাবামুনিয়া, বালাবামুনিয়া পাতারিয়াপাড়া।
৮	মনোহরপুর	৫	মনোহরপুর কেন্দ্রীয় ঈদগাহ, পুটিমারী ঈদগাহ, খামার মামুদপুর, ঘোড়াবান্ধা ঈদগাহ, কুমেদপুর ।
৯	হরিনাথপুর	৮	ওকরাবাড়ী, তালুক জামিয়া, ও কেওয়াবাড়ী
	মোট	**১০৬**	

স্বাস্থ্যসেবাঃ

উপজেলার নাম	স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কোথায় অবস্থিত	ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা	সেবার মান ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বর্ননা
বরিশাল	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	নাই		ডাঃ -৭ জন এবং নার্স-৯ জন	পলাশবাড়ী উপজেলায় স্বাস্থ্য সেবার মান ভাল এবং প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিক হতে খুব সহজে মানুষের কাছে স্বাস্থ্য সেবা পৌছে যাচ্ছে । ডাক্তার ও নার্স তুলনামূলকভাবে কম আছে । নিম্নে উল্লেখিত স্বাস্থ্য সেব প্রদান করা হয়। ● মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য পরিচর্যা ● শিশু রোগের সম্বন্নিত চিকিৎসা সেবা । ● পুষ্টি শিক্ষা ও সমপুরক মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্ট প্রদান । ● সদ্য প্রসূতী মা, মারাত্নক পুষ্টিহীন ও দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়া এবং হামে আক্রান্ত শিশুদের ভিটামিন "এ" ক্যাপসুল প্রদান । ● সাধারণ রোগ ও জখমের চিকিৎসা প্রদান ● বয়স্কদের লক্ষণ ভেদে চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদান । ● প্রধান সংক্রামক রোগ সমুহের বিরুদ্ধে টিকার ব্যবস্থা গ্রহন । ● আনচলিক এন্ডেমিক রোগ সমুহের নিবারণ ও নিয়ন্ত্রন । সেবা গ্রহিতা যে সকল সেবা পাওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করেন
	ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	১			
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	নাই	আমলাগাছী		
	কমিউনিটি ক্লিনিক	০৩	রায়গ্রাম, সাবদিন, রসুলপুর		
	প্রাইভেট ক্লিনিক	নাই			
বেতকাপা	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	নাই			
	ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	নাই			
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	০১	বেতকাপা		
	কমিউনিটি ক্লিনিক	০৪	খামার নড়াইল, ডাকেরপাড়া, নিস্তফাপুর, কৃষ্ণপুর		
	প্রাইভেট ক্লিনিক	নাই			
হরিনাথপুর	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স				
	ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	০১	৬ নং ওয়ার্ড		
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	নাই			
	কমিউনিটি ক্লিনিক	০৩	তালুক জামিরা বাজার, হরিনাথপুর, ভেলাকোপা।		
	প্রাইভেট ক্লিনিক	নাই			
হোসেনপুর	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	নাই			
	ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	১			
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	নাই	লক্ষীপুর		
	কমিউনিটি ক্লিনিক	০৩	খাসবাড়ী, আকবরনগর, রামচন্দ্রপুর		
	প্রাইভেট ক্লিনিক	নাই			
কিশোরগাড়ি	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	নাই			
	ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	১			
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	০১	কিশোরগাড়ী		
	কমিউনিটি ক্লিনিক	০৫	১ হইতে ৫ নং ওয়ার্ডে		
	প্রাইভেট ক্লিনিক	নাই			
মোহাদিপুর	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	নাই			
	ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	নাই			
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	০১	মহদীপুর		

উপজেলার নাম	স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কোথায় অবস্থিত	ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা	সেবার মান ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বর্ননা
	কেন্দ্র				
	কমিউনিটি ক্লিনিক	০৪	বিশ্রামগাছী, গোয়ালপাড়া, ভগবানপুর		
	প্রাইভেট ক্লিনিক	নাই			
মনোহরপুর	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	নাই			
	ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	নাই			
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	০১	নিমগাছীর ভিটা		
	কমিউনিটি ক্লিনিক	০৩	কুমতপুর , মনোহরপুর, ঘোড়াবান্দা		
	প্রাইভেট ক্লিনিক	নাই			
পবনাপুর	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	নাই			
	ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	০১			
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	নাই	পবনাপুর		
	কমিউনিটি ক্লিনিক	০৩	পবনাপুর, গোপীনাথপুর, ফরিদপুর		
	প্রাইভেট ক্লিনিক	নাই			
পলাশবাড়ী	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	০১	পলাশবাড়ী		
	ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	নাই			
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	নাই			
	কমিউনিটি ক্লিনিক	০৪	সিধনগ্রাম, কালুগাড়ী, হরিনাবাড়ী, বাশঁ কাথা।		
	প্রাইভেট ক্লিনিক	নাই			
মোটঃ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সঃ ১, ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রঃ ৫, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রঃ ৪, কমিউনিটি ক্লিনিকঃ ৩২					

ব্যাংকঃ

ক্রঃ	ইউনিয়ন	কয়টি	কোথায়	সার্ভিস সম্পর্কে বর্ননা
১	বরিশাল	নাই		অর্থ জমা ও ঋণ প্রদান হয়। টিটি, ডিডি ও পে-অর্ডার এবং সোনালী ব্যাংকের অয়ান লাইন সার্ভিস সুবিধা আছে। এফডিআর, এমডিএস ও ডিপিএস সার্ভিস সুবিধাও আছে। এই উপজেলায় সোনালী, গ্রামীন, অগ্রনী, জনতা ও কৃষি ব্যাংক তাদের সার্ভিস প্রদান করে। দূর্যোগকালীন সময়ে এসব ব্যাংক খোলা থাকে। বর্তমানে যে সব ইউনিয়নে সরকারি বা বেসরকারী কোন ব্যাংকের কার্যক্রম নেই সেসব জায়গায় স্থানীয় জনগণ বিদেশ থেকে রেমিটেন্স ট্রাষ্ট ব্যাংকের মাধ্যমে উত্তোলন করতে পারছে। পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে রেমিটেন্স এর টাকা ওয়েষ্টার্ন ইউনিয়নের বুথ থেকে উত্তোলন করতে পারে। স্থানীয় জনগণ বিকাশ ও ডাচ বাংলার মাধ্যেও দেশের মধ্যে টাকা পাঠানো ও উত্তোলন করতে পারছে।
২	বেতকাপা	নাই		
৩	হরিনাথপুর	০১	তালুক জামিরা	
৪	হোসেনপুর	নাই		
৫	কিশোরগাড়ি	নাই		
৬	মোহাদিপুর	নাই		
৭	মনোহরপুর	নাই		
৮	পবনাপুর	নাই		
৯	পলাশবাড়ী	০৬	নুনিয়াগাড়ী-৩,জামালপুর-১ গিরিধারীপুর-২,	
মোট		৭ টি		

পোষ্ট অফিসঃ

ক্র নং	ইউনিয়ন	কয়টি	কোথায়	সার্ভিস সম্পর্কে বর্ননা
১	বরিশাল	০২	আমলাগাছী, বাসুদেবপুর	ইউনিয়ন পর্যায়ে যেসকল সাব পোস্ট অফিস আসে তারা চিঠি-পত্র আদান প্রদান হয়। রেভিনিউ স্টাম্প বিক্রি করে। কোন স্থানে টাকা
২	বেতকাপা	০২	ঢোলভাঙ্গা, রওশনবাগ	
৩	হরিনাথপুর	০১	তালুক জামিরা	

৪	হোসেনপুর	০১	মেরিরহাট	পাঠাতে চাইলে টাকা পাঠানো যায়। কিন্ত টাকা উত্তোলনের কাজ উপজেলা সদর পোষ্ট-অফিস থেকে করতে হয়। কেবল মাত্র উপজেলা সদর পোষ্ট-অফিসে সঞ্চয়-এর বিভিন্ন স্কিম কার্যক্রম আছে এবং বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী পারসেল সুবিধা আছে।
৫	কিশোরগাড়ি	০১	কিশোরগাড়ী	
৬	মোহাদিপুর	০১	ঠুটিয়া পুকুর	
৭	মনোহরপুর	০২	মনোহরপুর, হালিমবাজার	
৮	পবনাপুর	০৪	চরেরহাট, ফকিরে হাট, গোপীনাথপুর, ফরিদপুর	
৯	পলাশবাড়ী	০১	জামালপুর	
	মোট	**১৫টি**		

ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্রঃ

ক্র	ইউনিয়ন	কয়টি	কোথায়	সমাজ সেবা বা উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা করে কিনা ইত্যাদি
১	বরিশাল	নাই		ক্লাবগুলো বিভিন্ন সময় যেমন শীতের সময় শীত বস্ত্র ও বিতরণ করে থাকে, বন্যার সময় সেচ্ছাসেবকেরা কাজ করে
২	বেতকাপা	০৪	মাঠেরহাট, মুরারীপুর, কৃষ্ণপুর, চান্দুরা	
৩	হরিনাথপুর	নাই		
৪	হোসেনপুর	০৪	দৌলতপুর, আলতাফনগর, শিশুদহ, চেরেঙ্গা	
৫	কিশোরগাড়ি	নাই		
৬	মোহাদিপুর	নাই		
৭	মনোহরপুর	০২	নিমগাছির ভিটা, কুমতপুর	
৮	পবনাপুর	০৬	চরহাট, পবনাপুর, ফকিরের হাট, গোপীনাথপুর, ময়মন্ডপুর আনসার বিডিপি ক্লাব	
৯	পলাশবাড়ী	০১	নুনিয়াগাড়ী	
মোট		১৭		

তথ্য প্রদানকারী ০ঃ পলাশবাড়ী ইউপি সচিব ০ঃ মো: রোহন আজাদ মন্ডল ০১৭৩৫১০১২২৮, কিশোরগাড়ী সচিব ০ঃ শ্রী সুনীল কুমার ০১৭৪৫৯৮২৭২৭, হোসেনপুর ইউপি সচিবঃ মোঃ আব্দুল জব্বার সরকার ০১৭৩৫২৬১৭৩৩, বরিশাল ইউপি সচিবঃ মো: আনারুল ইসলাম ০১৭২৮২৪৯০১৮, মহদীপুর ইউপি সচিব ০ঃ মো: সুলতান আহম্মেদ মন্ডল ০১৭১৬০৮৩৫৬৯, বেতকাপা সচিব ০ঃ শ্রী পুরতোষ চন্দ্র সরকার ০১৭২৪৩২১২৭৮, পবনাপুর সচিব ০ঃ মোঃ ওয়ালিউর রহমান ০১৭৫৭৯৭১৩৭৪, মনোহরপুর সচিব ০ঃ একেএম সাদেকুর রহমান ০১৭১৪৬৭৬৫২৫, হরিনাথপুর সচিব ০ঃ মোঃ আমিনুর রহমান ০১৭১৭৩৬৫২৬২।

এনজিও/সেচ্ছাসেবী সংগঠনঃ

ক্রঃ	এনজিও	কি বিষয়ে তারা কাজ করে	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্পের মেয়াদকাল
১	ব্রাক	সঞ্চয় কর্মসূচী, নিরাপত্তা তহবিল জমা, দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় প্রকল্প, ঋণ বীমা দাবী কর্মসূচী, সদস্যদের স্বাস্থ্য সহায়তা প্রদান কর্মসূচী, শিক্ষা কর্মসুচী, স্বাস্থ্য/হেলথ কর্মসুচী, ঋণ কর্মসূচী।	৭৫০০	চলমান
২	আশা	সঞ্চয় কর্মসূচী, নিরাপত্তা তহবিল জমা, দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় প্রকল্প, ঋণ বীমা দাবী কর্মসূচী, সদস্যদের স্বাস্থ্য সহায়তা প্রদান কর্মসূচী, শিক্ষা কর্মসুচী, স্বাস্থ্য/হেলথ কর্মসুচী, ঋণ কর্মসূচী।	৬২১০	চলমান
৩	প্রশিকা	ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম, স্বাস্থ্য, শিক্ষা কর্মসুচী, হেলথ / সেনিটেশন কর্মসুচী, শিক্ষা কর্মসুচী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী, সামাজিক বনায়ন	৪৫২০	চলমান
৪	গ্রামীণ শক্তি	ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম	৫৩০	চলমান
৫	সিসিডিপি	মঙ্গা নিরসনের জন্য	৪৩৬০	
৬	এস,কে,এস	দুর্যোগ ঝুকি ও সম্পদ চিহ্নিতকরণ, আপদকালীন পরিকল্পনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সক্ষমতা উন্নয়ন, দুর্যোগের আগাম সর্তকীকরণ বাতা সঞ্চালন, দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সক্রিয়করণ, দুর্যোগের ঝুকি হ্রাসের জন্য অবকাঠামো তৈরি ও উন্নয়ন করা, দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য বিকল্প জীবিকা উন্নয়ন ও দুর্যোগ কালীন শিক্ষা	৮৫৪২	চলমান

ক্রঃ	এনজিও	কি বিষয়ে তারা কাজ করে	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্পের মেয়াদকাল
৭	বিজ	ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম	৭৫১০	চলমান
৮	পল্লী উন্নয়ন সংস্থা	ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম	৫৩০	চলমান
৯	পদক্ষেপ	ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম	৪৬১	চলমান
১০	টি,এম,এস,এস	ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম	৭৯৪১	চলমান

তথ্য সূত্রঃ ***www.gaibandha.gov.bd.***

খেলার মাঠঃ

ক্রমঃ	ইউনিয়ন	কয়টি	কোথায়	দূর্যোগের সময় কোন কাজে লাগে কিনা, কিভাবে ইত্যাঃ
১	বরিশাল	০১	বাসুদেবপুর	হ্যাঁ - দূর্যোগের সময় ত্রাণ বিতরণের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ঝড়/ টর্নেডোতে দরিদ্র জনসাধারণের ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে গেলে তাবু টানিয়ে এখানে লোকজন আশ্রয় নেয়।
২	বেতকাপা	৩	কৃষ্ণপুর, মুরারীপুর, সাতারপাড়া	
৩	হরিনাথপুর	০৫	১,৩,৭,৮ও২ নং ওয়ার্ড	
৪	হোসেনপুর	০১	কদমতলী	
৫	কিশোরগাড়ি	০১	কিশোরগাড়ী	
৬	মোহাদিপুর	নাই		
৭	মনোহরপুর	০২	হালিমবাজার, কাজির বাজার	
৮	পবনাপুর	১	ময়মন্ডপুর ফকিরপাড়া	
৯	পলাশবাড়ী	০২	সরকারি কলেজমাট, এস,এম স্কুল মাঠ	
	মোট	**১৬টি**		

তথ্য প্রদানকারী ০ঃ পলাশবাড়ী ইউপি সচিব ০ঃ মো: রোহন আজাদ মন্ডল ০১৭৩৫১০১২২৮, কিশোরগাড়ী সচিব ০ঃ শ্রী সুনীল কুমার ০১৭৪৫৯৮২৭২৭, হোসেনপুর ইউপি সচিবঃ মোঃ আব্দুল জব্বার সরকার ০১৭৩৫২৬১৭৩৩, বরিশাল ইউপি সচিবঃ মো: আনারুল ইসলাম ০১৭২৮২৪৯০১৮, মহদীপুর ইউপি সচিব ০ঃ মো: সুলতান আহম্মেদ মন্ডল ০১৭১৬০৮৩৫৬৯, বেতকাপা সচিব ০ঃ শ্রী পুরতোষ চন্দ্র সরকার ০১৭২৪৩২১২৭৮, পবনাপুর সচিব ০ঃ মোঃ ওয়ালিউর রহমান ০১৭৫৭৯৭১৩৭৪, মনোহরপুর সচিব ০ঃ একেএম সাদেকুর রহমান ০১৭১৪৬৭৬৫২৫, হরিনাথপুর সচিব ০ঃ মোঃ আমিনুর রহমান ০১৭১৭৩৬৫২৬২।

কবর স্থান/শশ্মানঃ

ক্রমিক নং	ইউনিয়ন	কবর স্থান/ শশ্মান	কয়টি	কোথায়	বন্যা লেভেরের উপরে কিনা
১	বরিশাল	কবর স্থান	২০	দুবলাগাড়ী, পশ্চিম গোপিনাথপুর, রাইগ্রাম, টালিতাদহ, সবজ্ঞাভাদুরিয়া, ভবানীপুর, বরিশাল, পূর্ব রামচন্দ্রপুর, আমলাগাছী, কয়ারপাড়া, সাবদিন উত্তর পাড়া, সাবদিন মধ্যপাড়া মরিচাপুর, দক্ষিনপাড়া, ছাউনিয়া পূর্ব পাড়া, ছাউনিয়া, পূর্ব মিজাপুর, নারায়নপুর, বাসুদেবপুর, রামপুর, ভগবানপুর	
২	বেতকাপা	কবর স্থান	২	মোস্তফাপুর, সাতারপাড়া, মুরারীপুর	
৩	হরিনাথপুর	কবর স্থান	৬	হরিনাথপুর, হরিনাবাড়ী মিয়া, হরিনাবাড়ী পাথিরাপাড়া, মরাদাতেয়া, হরিনাথপুর আলসিয়াপাড়া, ভেলাকোপা ।	
৪	হোসেনপুর	কবর স্থান	১০	সুবিল স্বর্ণকার পাড়া, করিম সরকার বাড়ী, মালেক চেয়ারম্যান বাড়ী, হাজী বাড়ী, রমজানের বাড়ী।	
৫	কিশোরগাড়ি	কবর স্থান	১০	সগুনা, লোকমানপুর, ফলিয়া, সুলতানপুর বাড়াইপাড়া, কাশিয়াবাড়ী, দিঘলকান্দি, শিমুলিয়া সরকার বাড়ী, আঃ মজিদ চেয়ারম্যান বাড়ী, গনেশপুর হাজী বাড়ী, বেংগুলিয়া	
৬	মোহাদিপুর	কবর স্থান	১২	কোন সরকারী।করনস্থান নেই । দূর্গাপুর পূর্ব পাড়া, দূর্গাপুর পুশ্চিম পাড়া, গাড়ানাটা, মহদীপুর, পারবতীপুর, গোয়ালপাড়া, গোপালপুর, জালাগাড়ী, পেপুলী জোড়, বিষ্ণুপুর, দয়ার পাড়া, বুজরুক বিষ্ণুপুর	
৭	মনোহরপুর	কবর স্থান	৮	মন্ডলের বাড়ি, মনোহরপুর কাজির বাজার, তালুক ঘোড়াবান্ধা, কুমেদপুর, নিমদাসেরত ভিটা, খামারমামুদপুর, খামার জামিরা, বিরামের ভিটা,	
৮	পবনাপুর	কবর স্থান	১১	পবনাপুর মিয়াপাড়া, বরকতপুর, মালিয়ানদহ, ফরিদপুর প্রধান	

				পাড়া, বালাবামুনিয়া খন্দাকার বাড়ী, পবনাপুর পাছপাড়া পাড়া, পবনাপুর হাজি , পারবামুনিয়া ফকিরবাড়ী, পবনাপুর হাজী বাড়ী, গোপিনাথপুর, ময়মন্ডপুর	
৯	পলাশবাড়ী	কবর স্থান	১	নুনিয়াগাড়ী করবস্থান	
	মোট		**৮০**		

যোগাযোগঃ

ক্রমঃ	ইউনিয়নের নাম	বাহন	সংখ্যা
১	কিশোরগাড়ী	ইউ পি হতে উপজেলা বাহন গুলোহলো যেমন, বাস, সি,এন,জি, অটোরিক্সা ইত্যাদি।	বাস ঃ ০ টি, সি,এন,জি ঃ ২৫ টি, অটোরিক্সা/ ভ্যান ঃ ৫৫ টি।
২	পলাশবাড়ী	উপজেলা হতে ইউনিয়নের বাহনগুলো হলো- অটোরিক্সা, ভ্যান, রিক্সা, কাঠবডি ইত্যাদি।	বাস=১০টি সি ইন জি=৪৫টি অটো=৩৫টি, ভটভঠি=৪০টি।
৩	হোসেনপুর	উপজেলা হতে ইউনিয়নের বাহনগুলো হলো- সি,এন,জি, অটোরিক্সা, ভ্যান, রিক্সা, কাঠবডি ইত্যাদি।	বাস=৩টি, সিইনজি=২৮টি,অটো=২৫টি, ভটভটি=২০টি।
৪	বরিশাল	উপজেলা হতে ইউনিয়নের বাহনগুলো হলো- সি,এন,জি, অটোরিক্সা, ভ্যান, রিক্সা, কাঠবডি ইত্যাদি।	সি ইন জি=৩০টি,অটো=২৫টি, কাঠবডি=৩০টি।
৫	মোনহরপুর	উপজেলা হতে ইউনিয়নের বাহনগুলো হলো- অটোরিক্সা, ভ্যান, রিক্সা, কাঠবডি ইত্যাদি।	সি ইন জি=১৫টি,অটো=১৮টি, কাঠবডি=২৫টি।
৬	মহদীপুর	উপজেলা হতে ইউনিয়নের বাহন গুলো হলো- অটোরিক্সা, ভ্যান, রিক্সা, কাঠবডি ইত্যাদি।	ভ্যান=৪০টি,অটো=৩০টি,কাঠবডি=১৫টি।
৭	বেতকাপা	উপজেলা হতে ইউনিয়নের বাহন গুলো হলো- সি,এন,জি,অটোরিক্সা, ভ্যান, রিক্সা, কাঠবডি ইত্যাদি।	বাস=৫টি,অটো=৩০টি, ভ্যান=৪০টি,।
৮	হরিনাথপুর	উপজেলা হতে ইউনিয়নের বাহন গুলো হলো- অটোরিক্সা, ভ্যান, রিক্সা, কাঠবডি ইত্যাদি।	ভ্যান=৫০টি, সিইন জি=৩০টি, অটো=৪০টি, কাঠবডি=৩০টি।
০৯	পবনাপুর	উপজেলা হইতে ইউনিয়নের বাহনগুলো হলো- অটোরিক্সা, ভ্যান, রিক্সা, কাঠবডি ইত্যাদি।	ভ্যান=২৬টি, সি ইন জি=১৫টি, অটো=৩৫টি, কাঠবডি=২৮টি।

বন ও বনায়নঃ *কোন বনায়ন নাই ।*

১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু

বৃষ্টিপাতের ধারা

সচরাচর স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হয়। বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিপাত একটু বেশী হয়, গ্রীষ্ম মৌসুমে মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত ও কাল-বৈশাখী ঝড়, ঘূর্নিঝড় হয় আবার মাঝে মাঝে শীলাবৃষ্টি হয় শীত মৌসুমে বৃষ্টিপাত হয়না বললেই চলে। কখনও কখনও বসন্ত কালে বৃষ্টিপাত একেবারেই হয়না এতে খরার সৃষ্টি হয় নদী-নালা, খাল-বিল ও পুকুর ডোবা শুকিয়ে যায় তখন কৃষি কাজ ব্যহত হয় এবং ফসল ও গাছপালার প্রচুর ক্ষতি হয়। কিন্তু এ পরিবর্তনের ধারা জলবায়ু পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে কিনা সে বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। বৃষ্টিপাতের ধারা পরিবর্তন হওয়ায় মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সময় পিছিয়ে যাচ্ছে, ফলে কৃষি ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে, উৎপাদন ব্যয় বেশি হচ্ছে এবং উৎপাদনও কম হচ্ছে। সেইসাথে ফসলে রোগবালাই ও পোকার আক্রমণ বেশি হচ্ছে। অসময়য়ে বৃষ্টিপাত বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আশ্বিন-অগ্রাহায়ন পর্যন্ত প্রচুর বৃষ্টি হয় যার ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া শীতমৌসুমেও প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় যার ফলে ফসলের চাষাবাদ ব্যাহত হয় এবং মানুষের জীবন-জীবিকার উপর বিরাট নেতিবাচক প্রভব পড়ে।

তাপমাত্রা:

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত এই মৌসুমে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকে সাধারণত ৩৪°-৩৬° ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকে ২৪°-২৫° ডিগ্রি পর্যন্ত আর শীত ও বসন্ত এই মৌসুমে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকে সাধারণত ২৮°-৩০° ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকে ৮°-১০° ডিগ্রি পর্যন্ত। তাপমাত্রা আগের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে আবার শীত মৌসুমে তাপমাত্রা মাঝে মাঝে ৪-৫ ডিগ্রিতে নেমে যায় এবং শৈত্য প্রবাহ শুর্ব হয় এতে মানুষ মারা যায় ও ফসলের ক্ষতি হয়।

ভু-গর্ভস্থ পানির স্তর:

পলাশবাড়ী উপজেলার প্রত্যেকটি ইউনিয়নে পানির স্তর এক নয় কোথাও ২৫-৩০ ফুট নীচে পানি পাওয়া যায় আবার কোথাও ৩৫-৪০ ফুট নীচে পানির স্তর। খুব বড় ধরনের কোন পরিবর্তন লক্ষ করা যায় নাই কারণ আগেও পানির স্তর ছিল কোথাও ২০-৩০ ফুট নীচে পানি পাওয়া যায় আবার কোথাও ৩০-৩৫ ফুট নীচে পানির স্তর, কিন্তু শুষ্ক মৌসুমে খাবার পানির স্তর স্থান বেধে কোথাও ৮৫-৯০ ফুট নীচে আবার কোথাও ৯০-১০০ ফুট নীচে চলে যায় । তখন শ্যালো মেশিন ও নলকূপে পানি কম উঠে । অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু নলকূপে পানিই উঠেনা । এতে করে শুষ্ক মৌসুমে সেচের পানি ও খাবার পানির তীব্র সংকট হয় এতে করে এই এলাকার মানুষের খাবার পানি ও রান্নাবাড়ার পানির খুব কষ্ট হয়।

১.৪.৪ অন্যান্য

ভূমি ও ভূমির ব্যবহারঃ

পলাশবাড়ী উপজেলায় ৪৯৮৮৪ একর জমি আছে। এর মধ্যে আবাদী জমির পরিমান ৪১৯৮৪ একর। অনাবাদী জমির পরিমান ৭৯০০ একর। এক ফসলী জমির পরিমান ১১৯২৩ একর । দুই ফসলী জমির পরিমান ২২৩৯৩ একর, তিন ফসলী জমির পরিমান ৬৬৬০ একর এবং মোট বসতি জমির পরিমান গড় ১৬ শতাংশ।

ক্রঃ	উপজেলার নাম	মোট জমির পরিমাণ	আবাদী	অনাবাদী	এক ফসলী	দুই ফসলী	তিন ফসলী	চার ফসলী	বসতি এলাকার কত অংশী
১	বরিশাল	৫০০১ একর	৩৯৯৪	১০০৭	১০০৮	২৬৮২	৩০৪	-	২০%
২	বেতকাপা	৫০২৯ একর	৪১০০	৪২৯	১১১০	১৯৮০	১০১০	-	১৮%
৩	হরিনাথপুর	৮২৬০ একর	৭০০৫	১২৫৫	১৩৩৫	৪১২৫	১৫৪৫	-	১৫%
৪	হোসেনপুর	৫৭৬১ একর	৫০৫৭	৩০৪	২১৩৫	২২২১	৭০১	-	১২%
৫	কিশোরগাড়ি	৭৮৭৬ একর	৭০৮১	৬৯৫	২০৩৬	৪১৪৫	৯০০	-	১১%
৬	মোহাদিপুর	৫০৩৩ একর	৪২১২	৪২১	১৫৭৫	২১২০	৫১৭	-	১৬%
৭	মনোহরপুর	৫০৪৩ একর	৪১০০	১৪৩	১১৫০	২১০০	৮৫০	-	১৮%
৮	পবনাপুর	৪১৪৬ একর	৩৪১০	৩৩৬	১৩১০	১৬৫০	৪৫০	-	১৮%
৯	পলাশবাড়ী	৩৭৩৫ একর	৩০২৫	৪১০	১২৭২	১৩৭০	৩৮৩	-	১৯%
	মোট	**৪৯৮৮৪**	**৪১৯৮৪**	**৭৯০০**	**১১৯২৩**	২২৩৯৩	**৬৬৬০**		**১৬%**

কৃষি ও খাদ্যঃ

ক্রঃ	ইউনিয়ন	প্রধান প্রধান ফসল	উৎপাদনের পরিমাণ	ক্ষয়-ক্ষতির তথ্য	প্রধান খাদ্যসমূহ	খাদ্যাভাস ইত্যাদি
১	বরিশাল	ধান, ভুট্রা, গম	৮৭৭৬ মেঃটন	নাই	ধান, ভুট্রা, গম	ভাত,মাছ, রুটি, ইত্যাদি
২	বেতকাপা	ধান, পাট, গম	১০২০০ মেঃটন	নাই	ধান, গম	
৩	হরিনাথপুর	ধান, পাট, গম	১৫৫৬৬ মেঃটন	নাই	ধান, গম	
৪	হোসেনপুর	ধান, পান, ভুট্রা, গম	১২১২৭ মেঃটন	নাই	ধান, ভুট্রা	
৫	কিশোরগাড়ি	ধান, ভুট্রা, গম, পাট	১৫৯৯৮ মেঃটন	নাই	ধান, ভুট্রা	
৬	মোহাদিপুর	ধান, পাট, গম	১০২২২ মেঃটন	নাই	ধান, গম	
৭	মনোহরপুর	ধান, পাট, গম	১০৮৮৮ মেঃটন	নাই	ধান, গম	
৮	পাবনাপুর	ধান, পাট, গম	৮৪৬৬ মেঃটন	নাই	ধান, গম	
৯	পলাশবাড়ী	ধান, পাট, গম	৭৩৮৮ মেঃটন	নাই	ধান, গম, আলু	
	মোট		**৯৯৬৩১ মেঃ টন**			

তথ্য প্রদানকারী ০ঃ মো ০ঃ শওকত ওসমান, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা। মোবা ০ঃ ০১৭১২৯৫৪৭২৩

নদীঃ

ক্রঃ	উপজেলার	কয়টি	উপকার	অপকার	সংক্ষিপ্ত বর্ননা ইত্যাদি
১	বরিশাল	০১	নদীতে মাছ ধরে জেলেরা জীবিকা নির্বাহ করে। মালামাল পরিবহন ও মানুষের	নদীতে পানি বেশি হলে নদীভাংগন, ফসল, মানুষের দৈনিন্দ জীবন যাত্রার	বর্ষার সময় নদীতে পানিবৃদ্ধির ফলে আশে পাশের এলাকা প্লাবিত হয়। নদী ভাংগনের সৃষ্টি হয় এবং শুকনা মৌসুমে নদীতে নৌকা চলা চল না করায় চর এলাকার মানুষের যাতায়াত
২	বেতকাপা	নাই			
৩	হরিনাথপুর	নাই			
৪	হোসেনপুর	০১			

ক্রঃ	উপজেলার	কয়টি	উপকার	অপকার	সংক্ষিপ্ত বর্ননা ইত্যাদি
৫	কিশোরগাড়ি	০২	বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত সুবিধা।	মান ব্যহৃত হয়।	সমস্যা সৃষ্টি হয়। সেচ ব্যবস্থাসহ ফসলী জমির ক্ষতি সাধিত হয়।
৬	মোহাদিপুর	নাই			
৭	মনোহরপুর	নাই			
৮	পাবনাপুর	০২			
৯	পলাশবাড়ী	নাই			
মোট	**নদনদী- ২ টি (আখিয়া নদী স্থানীয় নাম মর্চ নদী ও নলেয়া নদী। করতোয়া নদী উপজেলার পশ্চিম সীমানা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।)**				

পুকুরঃ

ক্রঃ	ইউনিয়নের নাম	কয়টি	ব্যবহার (কি কি কাজে)	উপকারীতা	সংক্ষিপ্ত বর্ননা ইত্যাদি
১	বরিশাল	৩৬	মৎস চাষ, খরা মৌসুমে সেচের ও গোসলের কাজে পুকুরের পানি ব্যবহার করা হয়।	পুকুরে মৎস চাষ করে আর্থিক লাভবান করা হয়।	মোট ৫৯৮টি পুকুর আছে তার মধ্যে বন্যার সময় ১৯০টি বন্যার পানিতে ডুবে যায় বাকি ৪০৮টি মৎস চাষে ব্যবহার হয়।
২	বেতকাপা	২৩			
৩	হরিনাথপুর	১২০			
৪	হোসেনপুর	২৮			
৫	কিশোরগাড়ি	৪০			
৬	মোহাদিপুর	২০			
৭	মনোহরপুর	১২			
৮	পবনাপুর	১০			
৯	পলাশবাড়ী	৩০৯			
মোট		**৫৯৮টি**			

তথ্য প্রদানকারী ০ঃ মোঃ আবতাব হোসেন, উপজেলা মৎস কর্মকর্তা, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা। মোবা ০ঃ ০১৫৫৬৩০৫৯০৩

খালঃ

ক্রমঃ	ইউনিয়ন	কয়টি	উপকার	অপকার	সংক্ষিপ্ত বর্ননা ইত্যাদি
১	বরিশাল	০১	খালের পানি সেচ ব্যবস্থার কাজে ব্যবহার করা হয়। খাল মাছের আবাস স্থল, খালের পানি দিয়ে গরু-ছাগল গোছল করানো হয়। শুষ্ক মৌসুমে খালে পানি থাকলে চাষাবাদ কাজে পানি ব্যবহার হয়। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত ও মাল পরিবহনে খাল ব্যবহার হয়। পরিবহন কাজে মানুষের কর্মসংস্থান হয়।	বন্যা হলে খালের পানি আশেপাশের ঘরবাড়ী ও জমিতে প্রবেশ করে প্লাবিত করে । কোন কোন জায়গায় পানি বের হতে না পারায় জলাবদ্ধতা তৈরী হয়।	বর্ষা মৌষমে এবং বন্যার সময় খাল গুলতে অতিরিক্ত পলি মাটি জমা হয়ে প্রায় সমতল ভূমিতে পরিনিত হওয়ার অবস্থা । তাই খরা মৌসুমে খালগূলোতে পানি থাকেনা বল্লেই চলে । খালগুলেতে পানি থাকা অবস্থায় মানুষ খাল হতে জমিতে পানি সেচ, মৎস আহরণ করে । এমতাবস্থায় সরকারীভাবে পদক্ষেপ নিয়ে খালগুলো খনন করা দরকার। দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাসে খাল খনন করা দরকার।
২	বেতকাপা	০৪			
৩	হরিনাথপুর	০১			
৪	হোসেনপুর	০৩			
৫	কিশোরগাড়ি	০১			
৬	মোহাদিপুর	০১			
৭	মনোহরপুর	নাই			
৮	পাবনাপুর	৩			
৯	পলাশবাড়ী	নাই			
	মোট	**১৪টি**			

বিলঃ

ক্রমিক	ইউনিয়ন	কয়টি	ব্যবহার	উপকারীতা	সংক্ষিপ্ত বর্ননা ইত্যাদি
১	বরিশাল	০৩	মৎস চাষ, সেচ কাজে ব্যবহার করা হয়।	জেলেরা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে এবং বিলের পানি সেচ কাজে ফসলের উপকারিতা হয়।	বিলগুলো খনন করা প্রয়োজন। বিলের পানি সেচ কাজে ব্যবহার হয় ।বিভিন্ন এলাকায় খরা মৌসুমে পানি না থাকায় কৃষকরা বিলের মাঝে পুকুর খনন করে পানি সংরক্ষণ করে এবং মাছ চাষ করে।
২	বেতকাপা	০৪			
৩	হরিনাথপুর	০৩			
৪	হোসেনপুর	০৫			
৫	কিশোরগাড়ি	০৪			
৬	মোহাদিপুর	নাই			
৭	মনোহরপুর	৩			
৮	পবনাপুর	২			
৯	পলাশবাড়ী	নাই			
	মোট	**২৪টি**			

আর্সেনিকঃ

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	হ্যা/না	দূষণের মাত্রা	কত শতাংশ টিউবয়েলে আসেনিক পাওয়া গেছে	সবগুলো লাল কালিতে চিহ্নিত আছে কিনা	দূষনের ফলাফল
১	বরিশাল	নাই				মাত্রা সহনিয়
২	বেতকাপা	নাই				
৩	হরিনাথপুর	নাই				
৪	হোসেনপুর	হ্যাঁ	২৫%	৫%	হ্যাঁ	
৫	কিশোরগাড়ি	-	-	-	-	
৬	মোহাদিপুর		২৬%	৪%	হ্যাঁ	
৭	মনোহরপুর	নাই				
৮	পাবনাপুর	নাই				
৯	পলাশবাড়ী	নাই				

তথ্য প্রদানকারী ০ঃ মোঃ আলতাফ হোসেন, উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকতা, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা। মোবা ০ঃ ০১৭৪৭১১৮১৪৩

পলাশবাড়ী উপজেলার মানচিত্র

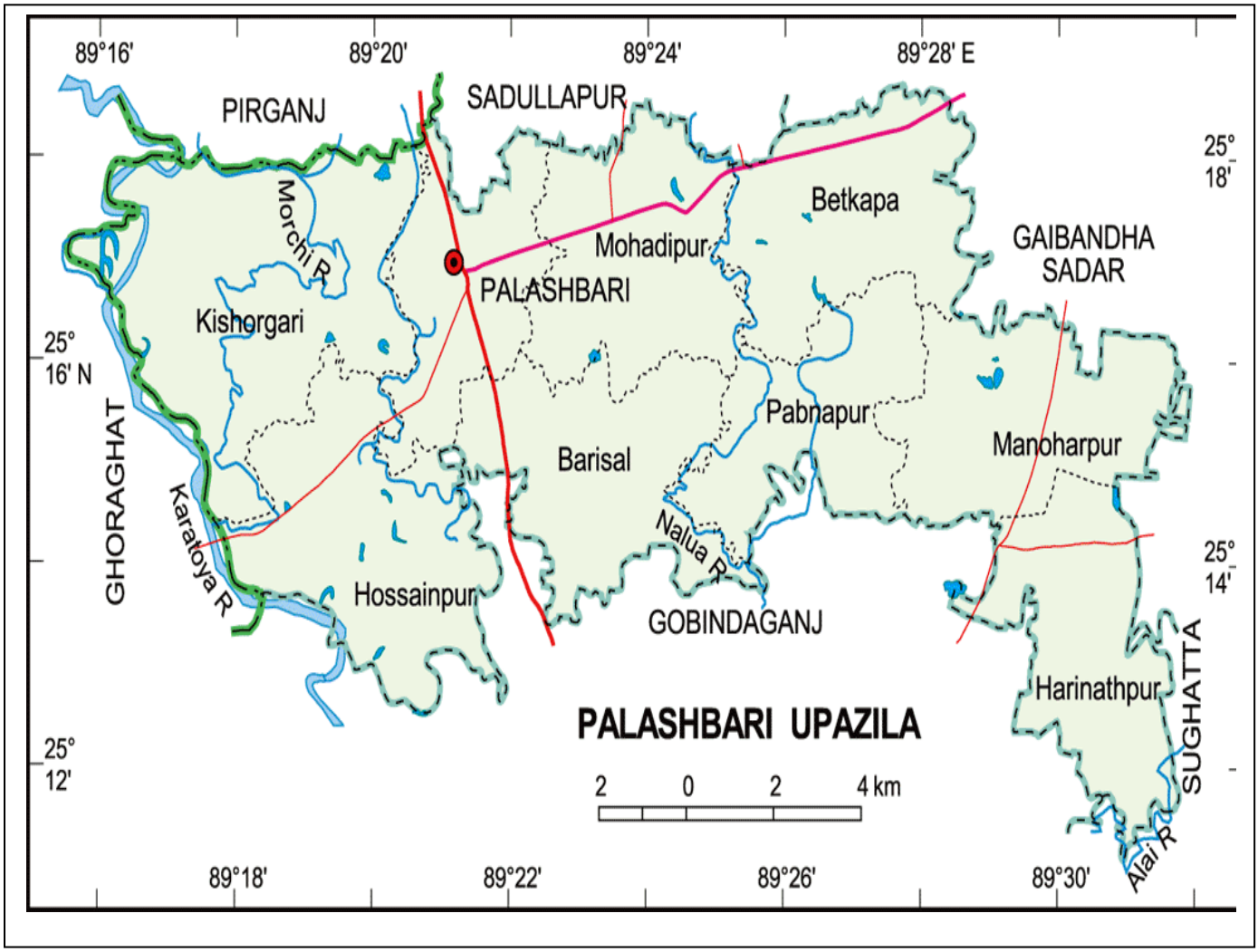

দ্বিতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা

২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস

গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলাটি ঝুকিপ্রবন এলাকা । প্রতিবছর কোন না কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সন্মুখিন হয়। শৈত্য প্রবাহ বন্যা, খরা, কালবৈশাখী ঝড়সহ বিভিন্ন আপদে মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা বিপন্ন এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। পলাশবাড়ী উপজেলা দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীগুলোর নব্যতা কমে যাওয়ায় বন্যা মৌসুমে নদীর দুকুল ভাসিয়ে শহরসহ উপজেলার ব্যাপক এলাকা প্লাবিত হয় তাছাড়া ড্রেনেজ ব্যবস্থা ভাল না থাকায় বর্ষা মৌসুমে অতি বৃষ্টির ফলে উপজেলার নিম্ন এলাকার বসতবাড়ীতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে। যা প্রায় একমাস স্থায়ী থাকে । নদী ভরাট দিন দিন প্রকট হওয়ায় এ এলাকায় বন্যা ও জলাবদ্ধতার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

পলাশবাড়ী উপজেলার প্রধান আপদ বন্যা, কাল বৈশাখীঝড়, খরা, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি। বন্যা আষাঢ়, শ্রাবন, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ঘটে। অতিবৃষ্টি ও প্রাকৃতিক কারণে বন্যা হয়। কালবৈশাখী ঝড় বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাসে হয় এবং শৈত্যপ্রবাহ পৌষ-মাঘ মাসে হয় এবং খরা ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে হয়। অতীতে বন্যার পানির উচ্চতা ৮-১০ ফুট হয়েছিল। ৩-৫ দিনের মধ্যে পুরো এলাকা পাৱবিত হয়ে গিয়েছিল। বন্যার পানি ২৫-৩০ দিন স্থায়ী হয়েছিল। বন্যার পানি, ঘূর্নিঝড় ও কালবৈশাখী ঝড় সাধারণত দক্ষিন-পশ্চিম ও পূর্ব উত্তর কোন হতে প্রবাহিত হয়েছিল।

শৈত্যপ্রবাহে ক্ষতি হয় প্রায় ১৮ লক্ষ টাকার, খরায় ক্ষতি হয় প্রায় ১২ লক্ষ টাকা, কাল বৈশাখী ঝড়ে ক্ষতি হয় প্রায় ১০ লক্ষ ওবন্যায় ক্ষতি হয় প্রায় ৮ লক্ষ টাকা, মানুষের ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, ফসল নষ্ট হয়, যাতায়তের কষ্ট হয়, মানুষ মারা যায়, গবাদিপশু মারা যায়, নিরাপদ পানির সমস্যা হয় ও মানুষ আশ্রয়হীন হয় ও প্রতিষ্ঠান নষ্ট হয়। ২০০৫, ২০০৮ সালে বন্যা, ২০০৩, ২০০৫, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১১ ও ২০১২ সালে কাল বৈশাখীঝড়, ২০০৫, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালে খরা ও ২০০৩, ২০০৪, ২০০৯, ২০১১ ও ২০১২ সালে শৈত্য প্রবাহ এতে মানুষের ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, অবকাঠামো নষ্ট হয়, ফসল নষ্ট হয়, যাতায়তের কষ্ট হয়, মানুষ মারা যায়, গবাদিপশু মারা যায়, নিরাপদ পানির সমস্যা হয় ও মানুষ আশ্রয়হীন হয়।

দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমাণ	কোন্ কোন্ খাত/উপাদানক্ষতিগ্রস্থ হয়
শৈত্য প্রবাহ	২০০৯	২০,০০০০০/-	ফসল, গাছপালা, ঘরবাড়ী, মানুষ, গবাদীপশু পাখি ইত্যাদি।
খরা	২০১০	৩০,০০০০/-	ফসল, গাছপালা, ঘরবাড়ী, মানুষ, গবাদীপশু পাখি ইত্যাদি।
কালবৈশাখী ঝড়	২০১১	২৫,০০০০০/-	ফসল, গাছপালা,ঘরবাড়ী, , রাস্তাঘাট, গবাদীপশু পাখি বিভিন্ন অবকাঠামো ইত্যাদি।
বন্যা	২০০৪	১৫,০০০০০/-	ফসল, গাছপালা,ঘরবাড়ী, , রাস্তাঘাট, গবাদীপশু পাখি বিভিন্ন অবকাঠামো ইত্যাদি।
বন্যা	২০০৫	১৮০০০০০/-	ফসল, গাছপালা, ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, গবাদীপশু পাখি বিভিন্ন অবকাঠামো ইত্যাদি।

২.২ ইউনিয়নের আপদ সমুহঃ

ইউনিয়নের আপদসমুহ

ক্রমিক নং	আপদ	ক্রমিক নং	অগ্রাধিকার
০১	নদীভাঙ্গন	০১	শৈত্য প্রবাহ
০২	বন্যা	০২	খরা
০৩	খরা	০৩	কালবৈশাখী ঝড়
০৪	কালবৈশাখী ঝড়	০৪	বন্যা
০৫	শৈত্য প্রবাহ	০৫	নদী ভাংগন
০৬	অতিবৃষ্টি		
০৭	অনাবৃষ্টি		
০৮	জমিতে বালু পড়া		

২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্রবিস্তারিত বর্ননাঃ

১. শৈত্যপ্রবাহঃ পলাশবাড়ী উপজেলায় শৈত্যপ্রবাহ একটি অন্যতম দুর্যোগ প্রচন্ড শীতে ফসল, গবাদী পশু, গাছপালা এবং জনজীবন বিশেষ করে বৃদ্ধ, শিশু, গর্ভবতী ও প্রসুতি মা চরম ভাবে দুর্ভোগে পড়ে এমন কি মানুষও মারা যায়। । এর মধ্যে ২০০৩, ২০০৪, ২০০৯, ২০১১ ও ২০১২ সালের শৈত্য প্রবাহে এই এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়। শৈত্য প্রবাহের কারণে ২০১২ সালে ২১০ একর জসির ফসল নষ্ট হয়।

২. খরাঃ মাঝে মাঝে এই পলাশবাড়ী উপজেলায় খরা প্রকট আকার ধারন করে। খরা সাধারনত ফাল্গুন- চৈত্র ও বৈশাখ মাসে হয়। খরার ফলে বৃষ্টিপাত হয় না তাপমাত্রা বেড়ে যায় এতে মানুষের কষ্ট বাড়ে, ফসলের ক্ষতি হয়, খাল বিল শুকিয়ে যায় ও মানুষ মারা যায়। ২০০৩, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১ ও ২০১৩ সালের খরায় এই এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়।

৩. কালবৈশাখী ঝড়ঃ মাঝে মাঝে পলাশবাড়ী উপজেলায় কালবৈশাখী ঝড় আঘাত আনে। বৈশাখ জৈষ্ঠ মাসে কালবৈশাখী ঝড় আঘাত হানে। কালবৈশাখী ঝড়ে এলাকার কৃষি ফসল, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়। এর মধ্যে ২০০৩, ২০০৯, ২০০৮, ২০১১ ও ২০১২ সালের কালবৈশাখী ঝড়ে এলাকার ব্যাপক ক্ষতি হয়।

৪. বন্যাঃ ব্যাপক মাত্রায় একটি বন্যা কবলিত এলাকা পলাশবাড়ী উপজেলা। আষাঢ়, শ্রাবন, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ঘটে। যার ফলে কৃষি ফসল, অবকাঠামো, গাছপালা, আবাসন, মৎস ও শিক্ষা যোগাযোগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যাপক হারে ক্ষতি হয়। আবাদি জমিতে বালি পড়ার কারণে ফসল চাষ করা যায় না। প্রতি বৎসর বন্যা হলে ও ২০০৫, ২০০৭, ২০০৮ সালের বন্যা ছিল সবচেয়ে ব্যাপক।

৫. নদী ভাঙ্গনঃ পলাশবাড়ী উপজেলায় নদী ভাঙ্গন কম । তবে কিশোরগাড়ী এবং হোসেনপুর ইউনিয়নের কিছু অংশ প্রতি বছর নদী ভাঙ্গনের শিকার হয়। নদী ভাঙ্গন আষাঢ় মাস হইতে ভাদ্র মাষ পর্যন্ত অব্যহত থাকে। যার ফলে এই দুই ইউনিয়নের কৃষি ফসল , ঘর বাড়ি , রাস্তা ঘাট, বিলিন হয়ে যায়। মানুষ আশ্রয় হীন হয় এবং পরিবেশ ক্ষতি গ্রস্ত হয়। সরকারী ভাবে নদীতে বাঁধ, নদী ডেজিং করে নদীর গতি পথ পরিবতন এবং বন্যার সময় পানির গতি কমানোর জন্য টি বাঁধ নির্মান করা দরকার । না হলে এলাকার ক্ষতি হবে এবং আবাদী জমি বিলিন হয়ে যাবে।

২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতাঃ

বিপদাপন্নতা বলতে বোঝায় বস্তুগত, আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত বিদ্যমান অবস্থা, যা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির ইঙ্গিত দেয় এবং যা মোকাবিলা করায় জনগোষ্ঠি অসামর্থ হয়ে থাকে। সক্ষমতা হলো প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ ইত্যাদির সমন্বয়ে সৃষ্ট সামগ্রিক অবস্থা বা প্রক্রিয়া, যা মানুষ বা কোন সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান তার বিদ্যমান সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রতিকলূ অবস্থার সর্বোচ্চ মোকাবিলা করে এবং দুর্যোগের ফলাফলের ভয়াবহতাকে হ্রাস করে।

আপদ	বিপদাপন্ন	সক্ষমতা
1. শৈত প্রবাহ	❖ ফসলের ক্ষতি হয়। ❖ গাছপালার ক্ষতি হয়। ❖ জীবন যাত্রার মান ব্যহত হয়।	❖ শৈত প্রবাহ একটি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব। যার কারণ বেশি বেশি বনায়নের সৃষ্টি করা হচ্ছে। ❖ উপজেলায় শৈত প্রবাহ মোকাবেলায় শীত বস্ত্রের ব্যবস্থা আছে।
২. খরা	❖ মাছের ক্ষতি হয় ❖ ফসলের ক্ষতি হয়। ❖ গাছপালার ক্ষতি হয়। ❖ জীবন যাত্রার মান ব্যহত হয়।	❖ গাছপালা লাগানের সুযোগ আছে। ❖ পুকুর গভীর করে খননের সুযোগ আছে। ❖ পরিবেশব বন্ধব ফসল উৎপাদন গবেষনা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ আছে।।
৩. কালবৈশাখী ঝড়	❖ ঝড়ে গাছপালার ক্ষতি হয়। ❖ ঘরবাড়ি নষ্ট হয়।	❖ উপজেলা বনবিভাগ হতে বেশি বেশি করে বনায়ন সৃষ্টি করা । ❖ পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে কাচাঘর গুলোতে শক্ত খুটি দিয়ে মেরামত করা হয়।
৪. বন্যা	❖ বন্যায় ফসলের ক্ষতি হয়। ❖ যোগাযোগের কষ্ট হয়। ❖ পলাশবাড়ী উপজেলার কিশোরগাড়ী, হোসেনপুর, হরিনাথপুর ইউনিয়নের শ্বশান ডুবে যায়। ❖ বন্যার সময় শিশু প্রতিবন্ধি, গর্ভবতী, বয়স্করা বেশি ঝুকিতে থাকে।	❖ পলাশবাড়ী উপজেলার হোসেনপুর ইউনিয়নের আশ্রয়কেন্দ্র আছে। ❖ বন্যার সময় শিশু, প্রতিবন্ধি বয়স্কদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম করা হয়।
৫. নদীভাঙ্গন	❖ বাসস্থানের ক্ষতি হয়। ❖ আবাদী জমি নষ্ট হয়। ❖ রাস্তাঘাট ভেঙ্গে যায়।	❖ উপজেলায় নদীভাঙ্গন রোধে টি-বাঁধ আছে। ❖ পানি উন্নয়ন বোড কর্তৃক সিচি ব্লোক নদী ভাঙ্গন রোধে পদক্ষেপ গ্রহন করেন।

২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্নজনসংখ্যা
শৈত্যপ্রবাহ	সমস্ত উপজেলা	জলবায়ুর পরিবতন এবং গাছপালা কমে যাওয়ায়।	প্রায় ১১৫৬০ পরিবার
খরা	সমস্ত উপজেলা	জলবায়ুর পরিবতন এবং গাছপালা কমে যাওয়ায়।	প্রায় ৩১৬০ পরিবার
কালবৈশাখী ঝড়	সমস্ত উপজেলা	কাল বৈশাখী ঝড়	প্রায় ২৫০০ পরিবার
বন্যা	কিশোরগাড়ী, হোসেনপুর, মহদীপুর, হরিনাথপুর	নীচু এলাকা	প্রায় ১৫১২ পরিবার
নদীভাঙ্গন	কিশোরগাড়ী, হোসেনপুর,	নদীর গভীর না থাকা	প্রায় ১২৫৬ পরিবার

২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমুহ

উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কাজের ব্যাপারে অতীত ও বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে এবং ভবিষ্যতের পূর্বাভাস ঠিক করে কর্মপন্থা ঠিক করার প্রক্রিয়ার ফল হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা।

প্রধান খাতসমুহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাতে সমন্বয়
কৃষি	• পলাশবাড়ী উপজেলায় ২০০৫ সালের মত **বন্যা** হলে কিশোরগাড়ী, হোসেনপুর, হরিনাথপুর , মহদীপুর ইউনিয়নের ২৩২৫৫ একর জমির মধ্যে ১২২৩ একর জমির (আমন ধান, রবিশষ্য, কুল, শাক সবজি) ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। • পলাশবাড়ী উপজেলায় **কালবৈশাখী ঝড়** হলে কিংবা বড় ধরনের কালবৈশাখী ঝড় আঘাত হানলে ২৫০০ একর জমির (আমন ধান, রবিশষ্য, কুল, শাক সবজি) ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। • পলাশবাড়ী উপজেলায় ৯ ইউনিয়নে **খরার** কারণে ৪২৯৮৪ একর জমির মধ্যে ৭০০০ একর জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। • পলাশবাড়ী উপজেলায় ২০১১, ২০১২ সালের মত **শৈত প্রবাহ** হলে মোট ৭৫০০ একর ফসলী জমির মধ্যে ৪৫০০ একর জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ঐ এলাকার শষ্য উৎপাদন কমে যাবে এবং খাদ্য ঘাত্তি দেখা দিবে।	• আমন ধানের চারা উৎপাদনে বৃষ্টির পানি ব্যবহার করা • কলমের ফল গাছ (রুট কাটিং/খাসিকরণ) সরবরাহ • জমিতে জৈব সার ব্যবহার করা • ঘূর্ণিঝড় ও পূর্বে খাড়া ধান গাছ (পাকা) মাটির সাথে চাপা দেওয়া • বাঁধ শক্ত ও মজবুত করা ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা (ড্রেন) উন্নয়ন করা • খাল খনন ও সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা • অধিক পরিমানে গাছ লাগাতে হবে । • নদীগুলোতে যাতে পানি থাকে এর জন্য শুকনো মৌসমে খনন করতে হবে।
মৎস্য	• পলাশবাড়ী উপজেলাতে **ঝড়ের** কারণে মোট ৫৯৮ টি পুকুরের মধ্যে ছোট-বড় ১০টি পুকুরের বিভিন্ন জাতের মাছের ক্ষতি হতে পারে। • বন্যা হলে এই উপজেলার কিশোরগাড়ী, হোসেনপুর, হরিনাথপুর, মহদীপুর ইউনিয়নের ৫৫টি পুকুরের পানিতে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। • আবার **খরার** কারণে ইউনিয়নের বেশিরভাগ পুকুরের পানি শুকিয়ে যায় ফলে মাছ চাষ ব্যহত হয়।	• পুকুরের পাড় মজবুত করা- • বাঁধ মেরামত ও তৈরী করা • টেকশই ঘের প্রস্তুত করার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা • মৎস্যচাষীদের জন্য প্রশিক্ষনণর ব্যবস্থা করা • টেকশই ঘের প্রস্তুত করা • প্রতিবছর পুকুর সেচ দিয়ে কাঁদা কালো হলে ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ, ঘেরের বাঁধ উচু করা • তিনস্তর বিশিষ্ট মৎস্য চাষ করা • বন্যা/জলোচ্ছাসের সময় ঘের জালবেষ্টিত রাখা • ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র মৎস্যচাষীদের জন্য সহায়তা প্রদান করা মাছের বাজার উন্নতকরণ

পশুসম্পদ	• পলাশবাড়ী উপজেলাতে **ঝড়** হলে ৩২০০ টি গরু , ৪০০০ টি ছাগল, ১৫০০ টি ভেড়া, ২০ টি মহিষ, ৬০০০ টি হাঁস , ৮০০০ টি মুরগী, ঝড়ের আঘাতে মারা যেতে পারে বা আংশিক ক্ষতি হতে পারে। যাতে করে এলাকার প্রতিটি পরিবার ক্ষতি হওয়া সহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	• মাটির কিল্লা নির্মাণ করা • সরকারী পতিত জমিতে গবাদি পশুর চরণভূমি তৈরি করা • পশুরখাদ্য তৈরি করার জন্য মিল তৈরি করার জন্য উদ্ভূত করা • পশাপশি জমিতে একত্রে পাতি হাঁস, মৎস্য, সবজি চাষ করা • আপদ সহনশীল সংকর জাতীয় পশুপাখি চাষে উদ্ভুত করা • পশুর টিকা সরবারহ নিশ্চিত করা
স্বাস্থ্য	• পলাশবাড়ী উপজেলায় **ঝড়** হলে ২৪৪৭৯২ জন জন সংখ্যার মধ্যে ৬% লোক ডায়েরিয়া, ১০% লোক আমাশয় ২% টাইফয়েট ৪% লোকের জন্ডিস ৬% লোকের ডায়েরিয়া জনিত এবং ৬% লোক চর্ম রোগে আক্রান্ত হওয়া সহ অকালে মারা যেতে পারে। যার ফলে উপজেলার পতিটি পরিবার আর্থিক অস্বচ্ছলতা সহ বিভিন্নভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। • পলাশবাড়ী উপজেলায় **বন্যা** হলে ২৪৪৭৯২ জন সংখ্যার মধ্যে ২% লোক ডায়েরিয়া, ২% লোক আমাশয় ১% টাইফয়েট ১% লোকের জন্ডিস ৫% লোকের ডায়েরিয়া জনিত এবং ৩% লোক চর্ম রোগে আক্রান্ত হওয়া সহ অকালে মারা যেতে পারে। • **খরা ও শৈত্যপ্রবাহে** ২%-৩% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে।	• স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা • দুর্যোগে স্বস্থ্যের ঝুকি বিষয়ে ডাক্তারদের জন্য প্রশিক্ষণর ব্যবস্থা করা • ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বস্থ্যকেন্দ্র ও কমোনিটি ক্লিনিকের সেবার মান বৃদ্ধি করা • প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনিয় ঔষধ সরবারহ নিশ্চিত করা • বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করা • দুর্যোগের কারণ পঙ্গু ব্যক্তিদের পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা • পর্যাপ্ত টিকা ও প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা
জীবিকা	• পলাশবাড়ী উপজেলায় মোটামুটি ৫ ধরনের জীবিকার লোক আছে। যথা-কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, ক্ষুদ্র ও মাঝাড়ী ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও চাকুরীজীবী। ঝড় বা বন্যার কারণে কৃষিজীবী ৪০% মৎস্যজীবী ২% ক্ষুদ্র ও মাঝাড়ী ব্যবসায়ী ৩০% শ্রমিক ও চাকুরীজীবী ১০ % অন্যন্য ১৮% প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে।	• টেকসই বিকল্প জীবিকা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা • টেকসই বিকল্প জীবিকা সৃষ্টি করা • মহিলাদের জন্য বসতবাড়ীতে আয়ের ব্যবস্থা করা • স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে জীবিকা • জনগোষ্টি ভিত্তিক বনায়ন সৃষ্টি করা • সমাজিক খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা • বিপদাপন্ন জনগোষ্টির জীবিকা নিশ্চিত করার জন্য সহায়তা প্রদান করা • টেকসই বিকল্প জীবিকা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষন প্রদান করা
গাছপালা	• পলাশবাড়ী উপজেলাতে ঝড় হলে ১৫০০০ ফলজ গাছ ১০০০ ঔষধী গাছ সহ ৩০০ টি নার্সারীর চারাগাছের ক্ষতি হতে পারে। পলাশবাড়ী উপজেলাতে বন্যা বা জলাবদ্ধতা হলে কিশোরগাড়ী, হোসেনপুর, হরিনাথপুর , মহদীপুর ইউনিয়নের ৭০০০ ফলজ গাছ, ৫০০ বনজ গাছ, ৩০০ ঔষধী গাছসহ ৭০টি নার্সারীর চারাগাছের ক্ষতি হতে পারে।	• **রাস্তা ও বেড়ী বাঁধের দুই পাশে বৃক্ষ রোপণ করা;** • **বাড়ির আশে পাশে বৃক্ষ রোপণ করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করন।** • **প্যারাবন সৃষ্টি করা;** • **পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;** • **অবৈধভাবে গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করা।** • বসত বাড়ীর ভিটা উচু করতে হবে। সাথে সাথে চারা রোপন করার জন্য মাটির মাদা তৈরী (১.৫-২ ফুট

		ব্যাসের) ও উচু করতে হবে • নিচু জমিতে বড়গাছ যেমন- ছইলা, কাকড়া ও কেওড়া গাছ লাগাতে হবে। • মাটির আদ্রতা রক্ষার জন্য গাছের গোড়ায় মাদা তৈরী করতে হবে। যা খরার সময় বাষ্পিভবন রোধ করবে। • ঘূর্ণীঝড়ের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য বসতবড়ীর চারপাশে গুল্ম জাতীয় গাছ বেশী করে লাগাতে হবে। সাথে সাথে ফল গাছের চারা শক্ত খুটি দিয়ে বাঁধতে হবে।
অবকাঠামো	• পলাশবাড়ী উপজেলায় ঝড় হলে ৪০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৮ টি মাদ্রাসা, ৪০ টি মসজিদ, ২৫ টি মন্দির, ৬ টি সরকারী ও বেসরকারী অফিস ১ টি হাসপাতাল, ৮ টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৬ টি ক্লিনিক , ২০ টি কালভার্ট, ১৫ টি ব্রীজ, ১৫ কিলোমিটার পাকা রাস্তা, ১০ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা ঝড়ের আঘাতে আংশিক বা সম্পুর্ন বিনষ্ট হতে পারে।	• রাস্তা উচু ও পাকা করা • *বেড়িবাধ নির্মাণ ও সংস্কার করা;* • প্রয়োজনীয় কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ করা • স্লুইজগেট নির্মান করা • *পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা* • *সকল অবকাঠামো উচু করে নির্মাণ করা* • ***অবকাঠামো*** স্থাপনার চারিদিকে, রাস্তা ও খালসমূহের দুই ধারে বৃক্ষ রোপণ করা;
ঘড়বাড়ী	• পলাশবাড়ী উপজেলায় ঝড় হলে ১২২৫ টি কাঁচা ঘড় ১৫ টি পাকা ঘর, ১২০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ী ঝড়ের আঘাতে আংশিক কিংবা সম্পুর্ন বিনষ্ট হতে পারে। • পলাশবাড়ী উপজেলায় জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে ৪০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ী, ১৫০ টি পাকা ঘড়, ১০০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ী পানির চাপে আংশিক কিংবা সম্পুর্ন বিনষ্ট হতে পারে।	• বসত বাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনা উপকুল হতে দুরে ও উঁচু স্থানে মজবুতভাবে নির্মাণ করা; • দুর্যোগ সহনশীল বাড়ী নির্মান করা • দুর্যোগ সহনশীল বাড়ী নির্মান করার জন্য সুদমুক্ত ঋনের ব্যবস্থা করা • *বেড়িবাধ নির্মাণ ও সংস্কার করা;* • বসত বাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনার চারিদিকে, রাস্তা ও খালসমূহের দুই ধারে বৃক্ষ রোপণ করা;
স্যানিটেশন	• পলাশবাড়ী উপজেলায় ঝড় হলে ১৩০০ টি কাঁচা ২০০ টি আধাপাকা পায়খানা, ৪০ টি সংরক্ষিত পুকুরের পানি আংশিক কিংবা সম্পুর্ন বিনষ্ট হতে পারে।	• **স্যানিটেশন বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো** • পকুর খনন ও সংরক্ষিত পুকুর পুন:খনন • পর্যাপ্ত পন্ড স্যান্ড ফিল্টার ও রেইন ওয়াটার হারভেস্টার স্থাপন করা , • দুর্যোগ সহনশীল ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মান করা • **পানিও পয়:নিষ্কাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা**

২.৭ সামাজিক মানচিত্র

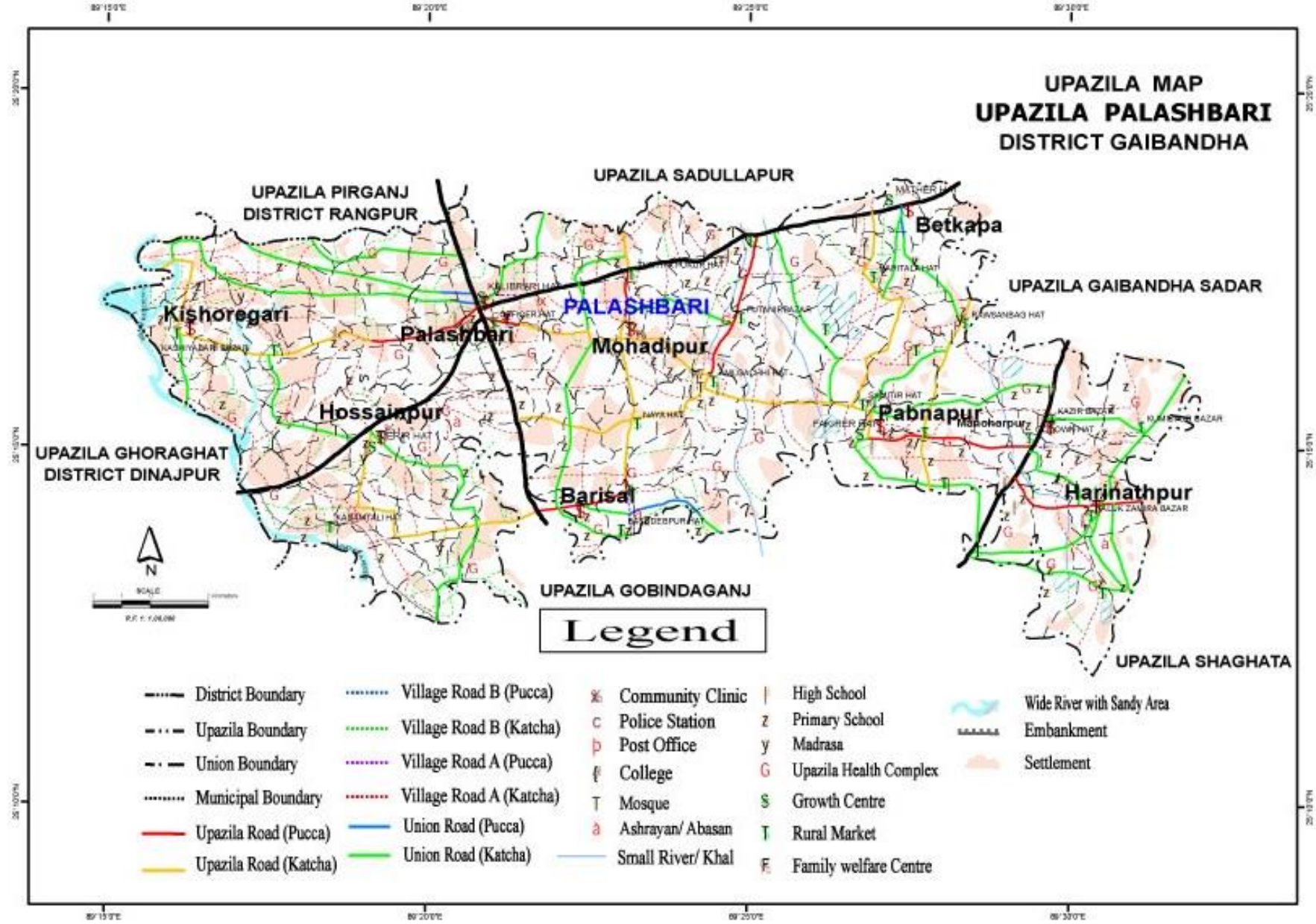

২.৮ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র ০৪

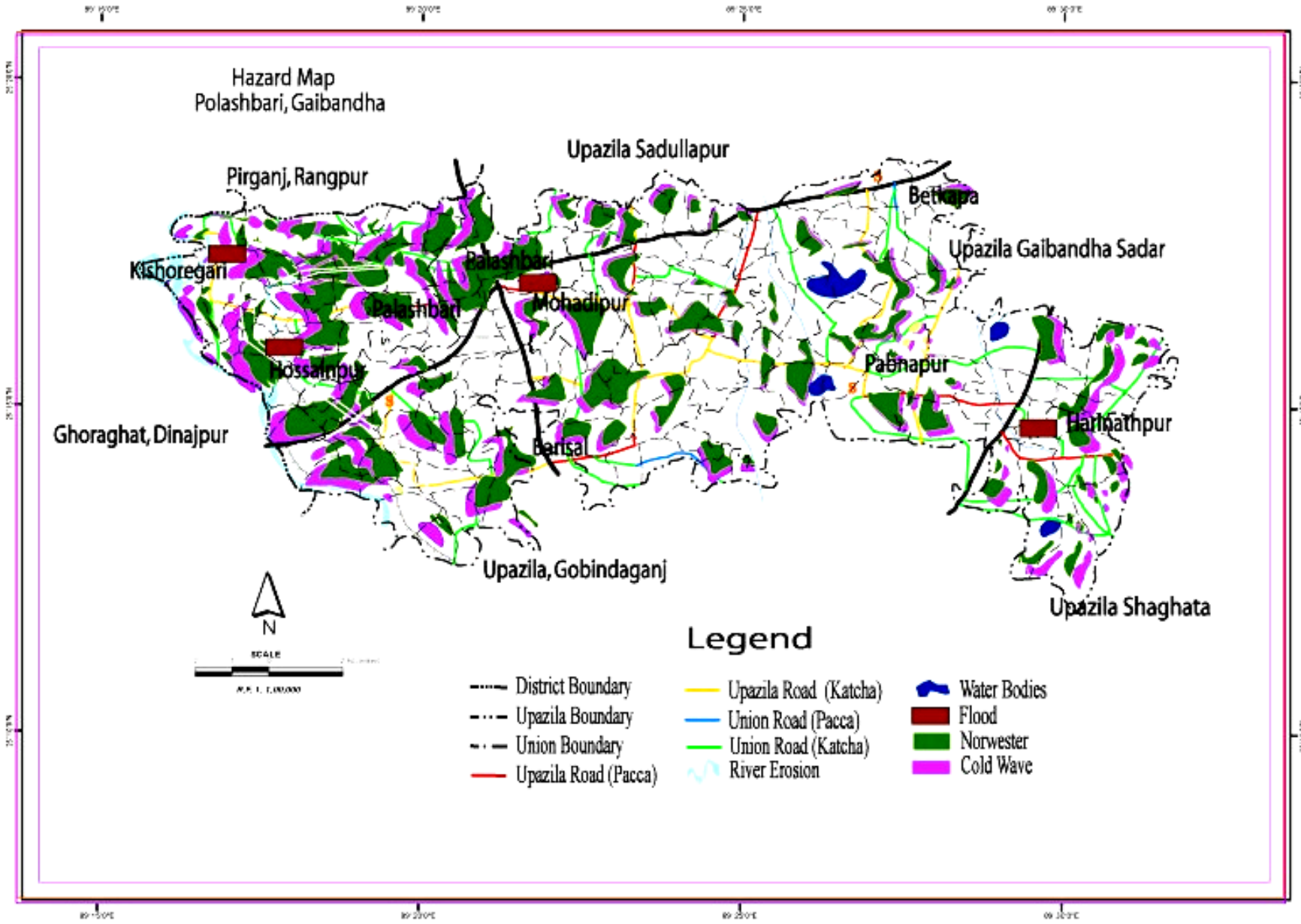

২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপুঞ্জি

ক্রঃ নং	জীবিকাসমূহ	বৈশাখ	জৈষ্ঠ্য	আষাঢ়	শ্রাবন	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রাহায়ন	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
০১	শৈত্য প্রবাহ												
০২	খরা												
০৩	কালবৈশাখী ঝড়												
০৪	বন্যা												
০৫	নদীভাঙ্গন												

দিনপঞ্জি বিশ্লেষণ

আপদগুলো এই এলাকাতে বছরের বারো মাসের মধ্যে কোন্ কোন্ মাসে সংগঠিত হয় এবং কোন্ কোন্ মাসে এর প্রভাব বেশি বা কম থাকে তা রেখাচিত্রের মাধ্যমে মৌসুমী দিনপঞ্জিতে দেখানো হয়েছে। প্রি-সিআরএ কাজের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায়:

- গাইবান্ধা জেলায় **শৈত্য প্রবাহের** প্রকপ খুব বেশী। অগ্রাহায়ন, পৌষ, মাঘ মাষে সাধারনত শৈত্য প্রবাহ প্রবাহিত প্রবাহিত হয়। শৈত্য প্রবাহের ফলে ফসলের ব্যপক ক্ষতি হয়।
- পলাশবাড়ী উপজেলার **খরা** সংঘঠিত আপদের মধ্যে একটি। খরার কারণে এখানকার অনেক ফসল সেচের অভাবে নষ্ট হচ্ছে। আবার যেগুলো কোনো মতে হচ্ছে তাতেও পর্যাপ্ত পানির অভাবে ফলন কমে যাচ্ছে। আবার এই খরার কারণে সংরক্ষিত পুকুরের পানি শুকিয়ে যাওয়ায় এবং ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচের দিকে নেমে যাওয়ায় দেখা দিচ্ছে পানীয় জলের চরম সঙ্কট। ফাল্গুন থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত এই এলাকাতে খরা দেখা যায়।
- **কালবৈশাখী ঝড়** আর একটি মারাত্মক আপদ। কালবৈশাখী ঝড় এই এলাকার ঘরবাড়ি, জমির ফসল ও গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি করে। কালবৈশাখী ঝড় সাধারনত ,বৈশাখ, জৈষ্ঠ্য , মাস থেকে আষার, মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ঘটে থাকে।
- পলাশবাড়ী উপজেলার কিশোরগাড়ী, হোসেনপুর, মহদীপুর, হরিনাথপুর এই চারটি ইউনিয়নে **বন্যা** বেশী হয় । জৈষ্ঠ থেকে আশ্বিন মাষ পর্যন্ত বন্যার প্রকপ দেখা যায়।
- পলাশবাড়ী উপজেলায় কিশোরগাড়ী, হোসেনপুর উইনিয়নে নীভাঙ্গন হয়ে থাকে । জৈষ্ঠ থেকে আষিন মাস পর্যন্ত **নদী ভাঙ্গন** হয়ে থাকে।

২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপুঞ্জি

ক্রঃ নং	জীবিকাসমূহ	বৈশাখ	জৈষ্ঠ্য	আষাঢ়	শ্রাবন	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রাহায়ন	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
০১	কৃষক												
০২	মৎসজীবি												
০৩	দিনমজুর												
০৪	ব্যবসায়ী												

কৃষক ০ঃ কৃষকদের ক্ষেত্রে জৈষ্ঠ্য থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত বোর ধান লাগানোর কাজে ব্যস্ত থাকে এবং শ্রাবন, ভাদ্র, আশ্বিন মাস পর্যন্ত তাদের কোন কাজ থাকে না কার্তিক এর মাঝামাঝি থেকে অগ্রাহায়ন মাসে তারা ধান মারাই করার কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় এবং মাঘ ফাল্গুন মাসে ইরি লাগানো কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

মৎসজীবি ০ঃ জৈষ্ঠ্য আষাঢ় মাসে পুকুরে মাছ চাষ করা হয়। শ্রাবন ও ভাদ্র মাসে বন্যার আশংকা থাকে বন্যার কবল থেকে মাছের বাচ্চার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি রাখতে হয়। পৌষ মাঘ মাসে পানির স্তর নিচে যেতে থাকে যার কারণে মাছের বৃদ্ধি কম হয় এবং কম সময়ে মাছ বিক্রি করতে হয়। যার কারণে তাদের জীবিকার খানিকটা প্রভাব পড়ে।

দিনমজুর ০ঃ জৈষ্ঠ্য আষাঢ় মাসে এই এলাকায় ইরি ধান কাটার কাজ করে কার্তিক মাস পর্যন্ত তাদেরকে বসে থাকতে হয় যার ফলে তাদের চার মাস এলাকার বাইরে কাজের সন্ধানে যেতে হয়।

ব্যবসায়ী ০ঃ ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে বৈশাখ জৈষ্ঠ্য আষাঢ় কার্তিক অগ্রাহায়ন পৌষ এই ছয় মাস পর্যন্ত ব্যবসা ভাল চললেও বাকী ছয় মাস এলাকায় কাজ না থাকায় এবং লোক জনের আয় কমে যাওয়ায় ব্যবসায় বেচা কেনা অনেকাংশে কমে যায়।

২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা

ক্রমিক নং	জীবিকাসমূহ	আপদ/দুর্যোগ সমূহ				
		বন্যা	নদীভাঙ্গন	শৈত প্রবাহ	খরা	কালবৈশাখী ঝড়
০১	কৃষক					
০২	মৎসজীবি					
০৩	দিনমজুর					
০৪	ব্যবসায়ী					

শৈত্য প্রবাহ ঃ শৈত্য প্রবাহে কৃষি ফসলের ক্ষতি হয়। ফলে কৃষক আর্থিক সংকটে দিন যাপন করে। এছাড়া এসময়ে দিনমজুরের কাজের অভাব দেখা দেয়। এবং শৈত্য প্রবাহের কারণে দিনমজুররাও কাজে যেতে পারেনা। ফলে তারা আর্থিক সংকটে দিন কাটায়।

খরা ঃ খরায় ফসলসহ গাছ-পলা, সবজি মরে যায়। ফলে অর্থনৈতিকভাবে সকলেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

কাল বৈশাখী ঝড় ঃ কালবৈশাখী ঝড়ে ঘর-বাড়ি, গাছ-পালাসহ ফসলের ক্ষতি হয়। নতুন করে ঘর তৈরী ও মেরামত করতে হয়। ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়া ফলনের ঘাটতি পড়ে। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী অবকাঠামো পুনঃ নির্মাণ করা দরকার হয়।

বন্যা ঃ বন্যায় কৃষি ফসল ব্যাপকভাবে নষ্ট হয়। শুধুমাত্র কৃষিনির্ভর জনগণের আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। দরিদ্র কৃষক ও দিনমজুরদের কাচা ঘর-বাড়ি বন্যায় ক্ষতি হলে ঘর-বাড়ি মেরামতের জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয়। এই অর্থ যোগান দরিদ্রদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। বন্যায় পুকুরের মাছ ও পোনা ভেসে যায়। এত মৎস্যচাষীদের ক্ষতি হয়। বন্যার কারণে দিমজুররা কাজ পায়না ফলে অর্থনৈতিকভাবে কষ্টে দিন কাটে। ব্যাবসায়ীদের ব্যবসার দ্রব্য-সামগ্রী বন্যার পানিতে ক্ষতি-গ্রস্থ হয় এতে ব্যবসায়ীর ব্যবসার ক্ষতি হয়। এছাড়া বেচা-কেনা কম হয়। ফরে ব্যবসায়ীদের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হয়।

নদীভাঙ্গন ঃ নদী ভাঙ্গনে আবাদী জমিসহ ঘর-বাড়ি রাস্তা-ঘাট, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যায়। দরিদ্র মানুষ ঘর-বাড়ী জায়গা-জমি হারিয়ে সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়ে। সরকারী পর্যায়েও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হয়। কারণ সরকারকে আবার নদী গর্ভে বিলিন হওয়া স্কুল কলেজ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা দরকার হয়।

তথ্য প্রদানকারী ঃ মোঃ শওকত হোসেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, পলাশবাড়ী গাইবান্ধা। মোবা ঃ ০১৭১২৯৫৪৭২৩

২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা

প্রতিটি ইউনিয়নের আপদ সমুহ চিহ্নিতকরন ও তার সংশিৱস্ট বিপদাপন্ন খাত ও উপাদান এবং এলাকা সমুহ নির্ধারনের পর আপদত সমুহের সংশিৱষ্ট ঝুঁকি সমুহ চিহ্নিত ও তালিকা প্রস্তুত ও বিবরন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বিভিন্ন পেশাজীবী জনগোষ্টির মতামতের ভিত্তিতে এবং তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঝুকি সমুহ নির্বপন করা হয়েছে।

উপজেলারবিপদাপন্ন খাতসমূহচিহ্নিত করণ

আপদসমূহ	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদানসমূহ									
	ফসল	গাছপালা	পশু সম্পদ	মৎস সম্পদ	ঘরবাড়ি	রাস্তাঘাট	ব্রীজ কালর্ভাট	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	স্বাস্থ্য	আশ্রয়কেন্দ্র
শৈত্য প্রবাহ										
খরা										
কাল বৈশাখী ঝড়										
বন্যা										
নদীভাঙ্গন										

শৈত্য প্রবাহ ০ঃ পলাশবাড়ী উপজেলায় শৈত্য প্রবাহ হলে মোট ৯ টি ইউনিয়নের ৪২৯৮৪ ফসলী জমির মধ্যে ১০২৫৪ একর জমির আমন ধান, ৮৪ একর জমির পাট, ২৪৮ একর জমির সবজি বাগান, ৩২৫ একর জমির ভুট্টা, বীজতলা, ৭৫২ টি বিভিন্ন জাতের ফল গাছ , (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমরা, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) সহ ৮৫২ টি ঔষধি গাছে সহ ব্যপক ক্ষতি হতে পারে। ৩৫১ টি পশু পাখি মারা যেতে পারে, ১০ টি পুকুরের মাছ মারা যেতে পারে। এবং শৈত প্রবাহের কারনে বিভিন্ন ধরনের রোগ দেখা দিতে পারে তার মধে উল্লেখ করা যেতে পারে ডায়রিয়া ৪% লোক অন্যন্য রোগে ৮% লোক আক্রান্ত হতে পারে । চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮৫৬০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হতে পারে।

খরা ০ঃ পলাশবাড়ী উপজেলায় খরা হলে ৯ টি ইউনিয়নের মোট ফসলী জমির মধ্যে ৭০০০ একর জমির ইরি ধান, ৫০ একর জমির সবজি বাগান, বীজতলা, ১২৪৫ টি বিভিন্ন জাতের ফল গাছ , (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমরা, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) সহ ৪২২ টি ঔষধি গাছে সহ ব্যপক ক্ষতি হতে পারে। ২৪৫ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে , এবং প্রচন্ড খরার কারনে বিভিন্ন ধরনের রোগ দেখা দিতে পারে তার মধে উল্লেখ করা যেতে পারে ডায়রিয়া ৫ % জ্বর ২৫% লোক এবং জন্ডিস সহ বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে। যার ফলে ৩৫৪৭ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হতে পারে।

কালবৈশাখী ঝড় ০ঃ পলাশবাড়ী উপজেলায় ২০১১ সালের মত কালবৈশাখী ঝড় হলে ৯ টি ইউনিয়নের মধ্যে মনোহরপুর ইউনিয়নের ৪১০০ একর ফসলী জমির মধ্যে ২৪০০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ২৫৪১ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ , ২৪৫ কাচা ঘর, ১২৪ পাকা ঘর , এবং ৫৮৯০ টি গবাদী পশু পাখি মারা যেতে পারে। ২৫৬০ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ নষ্ঠ হওয়ার আসংকা রয়েছে। ঝরের কারনে মানুষের প্রান হানি ঘটতে পারে। হরিনাথপুর ইউনিয়নের মোট ৭৫০০ একর ফসলী জমির মধ্যে ৩০০০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৯০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হতে পারে। হোসেনপুর ইউনিয়নের মোট ৫০৫৭ একর ফসলী জমির মধ্যে ২৫০০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৬০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হতে পারে। কিশোরগাড়ী ইউনিয়নের মোট ৭০৮১ একর ফসলী জমির মধ্যে ১৮০০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৫৭০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হতে পারে। মোহাদিপুর ইউনিয়নের মোট ৪২১২ একর ফসলী জমির মধ্যে ১৮০০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। এ ছাড়া উপজেলায় ৫০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় , ১৫ টি মাদ্রাসা, ১০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৪ টি কলেজ সহ ঘড় বাড়ী এবং ব্যবসা প্রতিষ্টানের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।যার ফলে ২২৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হতে পারে।

বন্যা ০ঃ পলাশবাড়ী উপজেলায় ২০০৫ এবং ২০০৮ সালের মত বন্যা হলে হরিনাথপুর ইউনিয়নের মোট ৭০০৫ একর ফসলী জমির মধ্যে ৫২০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। এবং ৫০ একর জমির পাট, ২৫০ একর জমির কলা, ৮০ একর জমির অন্য শষ্য , বীজতলা, ১২০০ টি বিভিন্ন জাতের ফল গাছ , (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমরা, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) সহ ১০৪৫ টি ঔষধি গাছে সহ ব্যপক ক্ষতি হতে পারে। ১৫৪৮ টি গবাদী পশু , ৩০ টি পুকুরের মাছ চাঘ ব্যহত হবে। ৮৮০ টি বসত বাড়ি , অসংখ্য অবোকাঠাম ২ কিলোমিটার পাকা রাস্তা, ৩ কিলোমিটার কাচা রাস্তা, 2টি ব্রীজ, ৫ টি কালভাড, ৩ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় , ২ টি মাদ্রাসা, ২ টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১ টি কলেজ , ১৪৩০ টি নলকুপ পানিতে তলিয়ে য়েতে পারে । ৮৭৫ টি স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। দুষিত পানির কারনে ডায়রিয়া ২০% লোক। চর্ম রোগ ৪% ও জন্ডিসে ৫ %লোক আক্রান্ত হতে পারে । যার ফলে ৭৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কিশোরগাড়ী,ইউনিয়নেরঃ আবাদী মোট ৭০৮১ একর একর ফসলী জমির মধ্যে ৯৮০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ৮৫১ টি গবাদী পশু , ৮৫২ টি বিভিন্ন জাতের ফল গাছ , (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমরা, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) সহ ৮৫২ টি ঔষধি গাছে সহ ব্যপক ক্ষতি হতে পারে। অসংখ্য অবোকাঠাম ১ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় , ১ টি মাদ্রাসা, ১ টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৫২০ টি বসত বাড়ি , ৪৫০ টি স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ৫৮৭ টি নলকুপ পানিতে তলিয়ে য়েতে পারে । এবং ৮৫ একর জমির পাট, ৪০ একর জমির কলা, ২০ একর জমির অন্য শষ্য , ১০ টি পুকুরের মাছ চাঘ ব্যহত হবে। দুষিত পানির কারনে ডায়রিয়া ১০% লোক। চর্ম রোগ ২% ও জন্ডিসে ২ %লোক আক্রান্ত হতে পারে। যার ফলে ৫৭০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

হোসেনপুর ইউনিয়নেরঃ ৫৮০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ৫২২ টি গবাদী পশু , ৪৫০ বিভিন্ন জাতের ফল গাছ , (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমরা, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) সহ ৮৫২ টি ঔষধি গাছে সহ ব্যপক ক্ষতি হতে পারে। ৫৪০ টি স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। দুষিত পানির কারনে ডায়রিয়া ১০% লোক। চর্ম রোগ ৩% ও জন্ডিসে ৩ %লোক আক্রান্ত হতে পারে । যার ফলে ২১০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

মহদীপুর ইউনিয়নেরঃ মোট ৪২১২ একর জমির মধ্যে ৭৮০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। এবং৪৫ একর জমির পাট, ৯০ একর জমির কলা, ৪৫ একর জমির অন্য শষ্য , ১৪ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যহত হবে। অসংখ্য অবোকাঠাম ২ টি প্রাথমিক বিদ্যালয , ২ টি মাদ্রাসা, ১ টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৪১২ টি বসত বাড়ি , বীজতলা, ৮৫৪ টি গবাদী পশু , ১১৪৭ টি বিভিন্ন জাতের ফল গাছ , (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমরা, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) সহ ৯৮৭ টি ঔষধি গাছে সহ ব্যপক ক্ষতি হতে পারে। ২১০ টি নলকুপ পানিতে তলিয়ে য়েতে পারে । ২৪০ টি স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। দুষিত পানির কারনে ডায়রিয়া ৮% লোক। চর্ম রোগ ২% ও জন্ডিসে ২ %লোক আক্রান্ত হতে পারে । যার ফলে ২৫৪ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

নদী ভাঙ্গন

ঃ পলাশবাড়ী উপজেলায় নদী ভাঙ্গনের কারনে কিশোরগাড়ী ইউনিয়নের মোট আবাদী জমির ৫৫ একর জমি, অসংখ্য ঔষধী এবং ফলের গাছ, ২৪০ টি পশু পাখি, ১২ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যহত ও ক্ষতি গ্রস্ত হতে পারে। ২৪৫ টি কাচা ঘর , ১৫ টি পাকা ঘর , ২ কিলোমিটার কাচা রাস্তা, ৫ কিলমিটার পাকা রাস্তা, ৫ টি কালভাট, ২ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১ টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় , ১ মাদ্রাসা, ২ কিলোমিটার পাকা রাস্তা। ১২৪ টি নলকুব ৮০ স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নদী গর্ভে বিলিন হয়ে য়েতে পারে। যার ফলে ২৪৫ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হতে পারে।

হোসেনপুর ইউনিয়নের ঃ মোট ৫০৫৭ একর আবাদী জমির মধ্যে ৮৫ একর জমি, ২ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১ টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় , ১ মাদ্রাসা, ২ কিলোমিটার পাকা ৩ কিলোমিটার পাকা রাস্তা , ১৪৫ টি কাচা ঘর, ১০ টি পাকা ঘর । অসংখ্য ঔষধী এবং ফলের গাছ , ১৪ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যহত ও ক্ষতি গ্রস্ত হতে পারে। ১৪৭ টি নলকুব ৫৪ স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নদী গর্ভে বিলিন হয়ে য়েতে পারে। যার ফলে ১৪২ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হতে পারে।

কেন বিপদাপন্ন, কিভাবে বিপদাপন্ন সুনির্দিষ্ট ভাবে কি করলে বিপদাপন্নতা কমবে এবং এবং সে গুলো কি ভাবে করতে হবে ঃ

বিপদাপন্নতা সামাজিক উপাদান	বিপদাপন্নতা নিরসনের উপায়					
	শৈত প্রবাহ	খরা	কালবৈশাখী ঝর	বন্যা	নদী ভাঙ্গন	ঘুর্নিঝর
ফসল	এলাকার সকল রাস্তার দুই পাশে গাছ লাগাতে হবে।	রাস্তার দুই পাশে এবং বাড়ির আঙ্গিনায় ও আবাদী জমির আইল দিয়ে বেশী করে গাছ লাগাতে হবে।	রাস্তার দুই পাশে এবং বাড়ির আঙ্গিনায় ও আবাদী জমির আইল দিয়ে বেশী করে গাছ লাগাতে হবে।	বন্যা কবলিত এলাকার নদীর পাশ্ব দিয়ে উচু বাঁধ তৈরী করতে হবে। এবং প্রতিটি নদী খনন করে নদীর গভীরতা বৃদ্বি করতে হবে।	পাইলিং এর মাধ্যমে নদীর গতি পথ ঠিক রাখা।	এলাকার সকল রাস্তার দুই পাশে গাছ লাগাতে হবে।
গাছপালা	অধিক শীত সহনীয় জাতের চারা লাগাতে হবে।	খরা সহনীয় জাতের চারা বপন করতে হবে।	শক্ত মজবুত এবং ঝড় সহনশীল জাতের গাছ লাগাতে হবে।	বন্যা সহনীয় চারাগাছ লাগাতে হবে।	নদী ভাঙ্গন রোধে নদীন শাসণ ও নদী ড্রেজিং অব্যহত রাখতে হবে।	শক্ত মজবুত এবং ঝড় সহনশীল জাতের গাছ লাগাতে হবে।
পশু সম্পদ	পশুদের আশ্রয় কেন্দ্র গুলি শক্ত মজবুত এবং চারপাস দিয়ে বেড়া থাকতে হবে। ঘরের ভিতরে তাপের ব্যবস্থা করতে হবে।	অধিক তাপ/ খরা সহনীয় জাত নির্বাচন করতে হবে।	ঝড়ের সময় পশু সম্পদ নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে রাখতে হবে।	বন্যার সময় উচু স্থানে পশু সম্পদ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।	নদী ভাঙ্গনের সময় পশুসম্পদ নিরাপদ স্থানে রাখতে হবে।	ঝড়ের সময় পশু সম্পদ নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে রাখতে হবে।
মৎস সম্পদ	পুকুরের চারপাশে অধিক পরিমানে	খরার সময় প্রতিটি পুকুরে	ঝর মৎস সম্পদের	বন্যার সময় পুকুরের চার	নদী ভাঙ্গন এলাকায় কোন	ঝর মৎস সম্পদের তেমন

	গাছ লাগাতে হবে।	সেচের মাধ্যমে পানি দিতে হবে।	তেমন কোন ক্ষতি করে না।	পাশের পার উচু রাখতে হবে ।	স্থায়ী ভাবে মৎস ক্ষেত্র করা যাবে না।	কোন ক্ষতি করে না।
ঘড় বাড়ী	শৈত প্রবাহ শুরুর পুর্বে ঘরবাড়ী ঠিক করতে হবে। এবং বাড়ির চারপাশে বেড়া দিতে হবে।	বাড়িব আসে পাসে অধিক পরিমানে গাছ লাগাতে হবে।	ঝড়ের পুর্বে ঘর বাড়ি মেরামত করতে হবে।	বন্যা প্রবন এলাকায় বসত ভিটা উচু করে ঘর বাড়ি বানাতে হব।	নদী ভাঙ্গন এলাকায় স্থয়ী বসত বাড়ি করা যাবে না।	ঝড়ের পুর্বে ঘর বাড়ি মেরামত করতে হবে।
রাস্তা ঘাট	শৈত প্রবাহে রাস্তা ঘাটের তেমন কোন ক্ষতি হয়না।	খরায় রাস্তা ঘাটের তেমন কোন ক্ষতি হয়না।	ঝড়ে রাস্তা ঘাটের তেমন কোন ক্ষতি হয়না।	বন্যার পুর্বে রাস্তা ঘাট উচু করতে হবে।	পাইলিং এর মাধ্যমে নদীর গতি পথ ঠিক রাখা।	ঝড়ে রাস্তা ঘাটের তেমন কোন ক্ষতি হয়না।

২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভব্য প্রভাব

কোন স্থান বা আঞ্চলের র্ধীঘ কালের (৩০ বছর বা তা ও বেশী সময়ের) দৈন্দদিন আবহওয়ার পযালোচনা করে বায়ু মন্ডলের ভৌত উপাদান গুলোর (বায়ুর তাপ , বায়ুর চাপ , বায়ু প্রবাহের দিক , বায়ুর গতিবেগ, বায়ুর আদ্রতা, মেঘের পরিমান , মেঘের প্রকার ভেদ, এবং বৃষ্টি পাত) যে সাধারন অবস্থা দেখা যায় তাকে ঐ স্থানের বা অঞ্চলের জলবায়ু বলে । পৃথিবীতে প্রতিদিন যে সুর্য্য কিরণ পৌছায় , ভূপৃষ্ঠ তা শোষন করে । শোষিত সুর্য্য কিরণ আবার মহাশুন্যে বিকিরিত বা প্রতি ফলিত হয়। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতির এই শোধন বিকিরন প্রতিক্রিয়ায় কোন ধরনের বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়াকেই জলবায়ুর পরিবর্তন বলে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নিম্ন লিখিত খাদসমুহ কি ভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হয় তা নিম্নে দেখানো হলঃ

খাত সমুহ	বণনা
কৃষি	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় ঘন ঘন আগাম শৈত্য প্রবাহ, খরা, বন্যা, নদী ভাঙ্গন, কালবৈশাখী ঝড়, ইত্যাদি আঘাত হানতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে কৃষিখাতের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এসময় গো-খাদ্যের ব্যাপক সংকট দেখা দিতে পারে, দিনমজুরদের কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো কমে আসতে পারে এবং ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ • পলাশবাড়ী উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শৈত্য প্রবাহ বাহলে মোট ৯ টি ইউনিয়নের ৪২৯৮৪ ফসলী জমির মধ্যে ১০২৫৪ একর জমির আমন ধান, ৮৪ একর জমির পাট, ২৪৮ একর জমির সবজি বাগান, ৩২৫ একর জমির ভুট্টা, বীজতলা, ৭৫২ টি বিভিন্ন জাতের ফল গাছ , (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমরা, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) সহ ৮৫২ টি ঔষধি গাছে সহ ব্যপক ক্ষতি হতে পারে। ৩৫১ টি পশু পাখি মারা যেতে পারে, ১০ টি পুকুরের মাছ মারা যেতে পারে। এবং শৈত প্রবাহের কারনে বিভিন্ন ধরনের রোগ দেখা দিতে পারে তার মধে উল্লেখ করা যেতে পারে ডায়রিয়া ৪% লোক অন্য রোগে আক্রান্ত হতে পারে । চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। • জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা হলে হরিনাথপুর ইউনিয়নের মোট ৭০০৫ একর ফসলী জমির মধ্যে ৫২০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। এবং ৫০ একর জমির পাট, ২৫০ একর জমির কলা, ৮০ একর জমির অন্য শষ্য • জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কিশোরগাড়ী,ইউনিয়নেরঃ আবাদী মোট ৭০৮১ একর একর ফসলী জমির মধ্যে ৯৮০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। • জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে হোসেনপুর ইউনিয়নেরঃ ৫৮০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ৫২২ টি গবাদী পশু , ৪৫০ বিভিন্ন জাতের ফল গাছ , (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমরা, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) সহ ৮৫২ টি ঔষধি গাছে সহ ব্যপক ক্ষতি হতে পারে। • জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মহদীপুর ইউনিয়নেরঃ মোট ৪২১২ একর জমির মধ্যে ৭৮০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। এবং ৪৫ একর জমির পাট, ৯০ একর জমির কলা, ৪৫ একর জমির অন্য শষ্য • জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পলাশবাড়ী উপজেলায় খরা হলে ৯ টি ইউনিয়নের মোট ফসলী জমির মধ্যে ১৪২৫ একর জমির ইরি ধান, ৫০ একর জমির সবজি বাগান, বীজতলা, ১২৪৫ টি বিভিন্ন জাতের ফল গাছ , (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমরা, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) সহ ৪২২ টি ঔষধি গাছে সহ ব্যপক ক্ষতি হতে পারে।

	২৪৫ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে ● জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পলাশবাড়ী উপজেলায় ২০১১ সালের মত কালবৈশাখী ঝড় হলে ৯ টি ইউনিয়নের মধ্যে মনোহরপুর ইউনিয়নের ৪১০০ একর ফসলী জমির মধ্যে ২৪০০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ২৫৪১ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ , ২৪৫ কাচা ঘর, ১২৪ পাকা ঘর , এবং ৫৮৯০ টি গবাদী পশু পাখি মারা যেতে পারে। ২৫৬০ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ নষ্ঠ হওয়ার আসংকা রয়েছে। ঝরের কারনে মানুষের প্রান হানি ঘটতে পারে। হরিনাথপুর ইউনিয়নের মোট ৭৫০০ একর ফসলী জমির মধ্যে ৩০০০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।
মৎস	● জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা কারণে পুকুরের পার ভেঙ্গে বা বন্যার পানিতে পুকুর তলিয়ে গিয়ে চাষ কৃত মাছ অন্যত্র চলে যায়। যার ফলে কৃষক ক্ষতি গ্রস্থ হয়। এবং প্রয়োজনীয় সময়ে মাছ পাওয়া যায় না। ● জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অতিরিক্ত খরার কারণে নদী ও পুকুরের পানি শুকিয়ে যাওয়ায মাছ চাষ করা যায় না।
গাছপালা	● জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যার কারণে চারা গাছ এবং বিভিন্ন ফলের গাছ ব্যপক ভাবে নষ্ট হয়। ● জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নদী ভাঙ্গানের ফলে বিভিন্ন গাছপালা নদী গর্ভে চলে যায়। ● জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অতিরিক্ত খরায় চারাগাছ এবং অন্যন্য পানির অভাবে মারা যায়। ● জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কালবৈশাখী ঝড়ে গাছপালা ভেঙ্গে লন্ডভন্ড হয়ে যায়।
স্বাস্থ্য	● জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যার ফলে বিশুদ্ধ পানির অভাব দেখা দেয়। অশুধিত পানি পান করার ফলে মানুষের ডাইরিয়া সহ বিভিন্নরোগ দেখা দেয়। ময়লা যুক্ত পানিতে গোসল করার ফলে শরীরে বিভিন্ন চর্ম রোগ দেখা দেখা দেয়। ● জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অতিরিক্ত খরার ফলে উষ্ণ আবহওয়ার কারনে শরীরে পাসন সল্পতা দেখা দেয়, এবং মাত্রারিক্ত গরমে বিভিন্ন রোগের উদ্ভাব ঘটে।
জীবিকা	● জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা , অতিবৃষ্টি , শৈতপ্রবাহ ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে জেলেরা নদীতে মাছ থরতে পারে না, দিন মজুর মানুষ ক্ষেতে কাজ করতে পারে না। এসব কারণে সাধারন মানুষের জীবিকার বিভিন্ন সমস্যা হয়।
পানি	● জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পানি স্তর নিচে চরে যাচ্ছে, ফরে খরা মৌষমে সুপেয় পানির অভাব দেখাদেয়।
অবোকাঠাম	● জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সকল ধরনের ঝড়র প্রকপ বেড়ে যাচ্ছে, ফলে রাস্তা ঘাট, মানুষের ঘরবাড়ী , ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, অফিস আদালতের ব্যপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে।

তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস

৩. ১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ

ঝুকির বিবরণ		কারণ		
		তাৎক্ষনিক	মধ্যমিক	চুড়ান্ত
বন্যা	পলাশবাড়ী উপজেলাতে বন্যা হলে কিশোরগাড়ী, হোসেনপুর, মোহাদিপুর হরিনাথপুর, ইউনিয়নের মোট ২৩৩৫৫ একর আবাদী জমির মধ্যে ৮৮০ একর জমির আমন ধানের চাষ ব্যাহত হবে, ২০ একর জমির পাট চাষ, ৯৫ একর জসমর সবজি চাষ, ৬০ একর জমির আলু , ৯০ একর জমির কলা চাষ, ভহত হবে। ২১৪৫ ফলজগাছ ৭০৫০ বনজগাছ এবং ৪৯০ ঔষধি গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, অবোকাঠামো যেমন, (ব্রীজ ৪ টি, কালভাট ১২ টি, কাচা রাস্তা ২ কিমি., পাকারাস্তা ১কিমি,) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৬ টি, নষ্ট হয়ে যেজত পারে। ১৫০ টি গবাদী পশু, ৫০ টি বসত বাড়ি, ১৫ টি পুকুরের মাছ, ১২৫ নলকুপ ঢুবে যেতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতি গ্রস্ত হবে।	• আতি বৃষ্টির কারনে । • পানি নিস্কাষনের ব্যবস্থানা কারণে। • খাল গুলো ভরাট হয়ে যাওয়ায়। • নদীর পাশ্বে বেড়ী বাঁধ না থাকার কারনে। • দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা কর তে হবে। • হঠাৎ বৃষ্টির পানিতে জমি তলিয়ে যাওয়ার কারণে।	• উজান থেকে পানি নেমে আসার কারনে। • নদী বা খালের সংযোগ স্থলে সুইচ গেট না থাকার কারনে।	• নদীর তলদেশ ভরাট হওয়ার কারনে • পানি উন্নয়ন বোডের সঠিক পদক্ষেপ না থাকার কারনে। • দাতা গোষ্টীর সহযোগীতা না থাকার কারনে। • এলাকার জনগন সচেতন না থাকার কারনে।
নদী ভাঙ্গান	পলাশবাড়ী উপজেলাতে নদীভাঙ্গানের কারনে কিশোরগাড়ী, হোসেনপুর, ইউনিয়নের মোট মোট আবাদী জমির মধ্যে ৭৫ একর জমির আমন ধানের চাষ ব্যাহত হবে, ১৫ একর জমির পাট চাষ, ৪৫ একর জসমর সবজি চাষ, ৮০ একর জমির আলু , ৮৫ একর জমির কলা চাষ, ব্যহত হবে। ১৫৭৮ ফলজগাছ ৩৫৭১ বনজগাছ এবং ৫৬৭ ঔষধি গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ৮০ টি গবাদী পশু, ১৫ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে, অবোকাঠামো যেমন, (ব্রীজ ৩ টি, কালভাট ১৫টি, কাচা রাস্তা ৩ কিমি., পাকারাস্তা ২ কিমি,) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৭ টি, নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ৭৫ টি বসত বাড়ি, ৬০ নলকুপ ঢুবে যেতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর ৭৫ প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতি গ্রস্ত হবে।	• অতিবৃষিষ্ট, পানির প্রবল স্রোত • নদী ডেজিং ব্যবস্থা না থাকান। • উজান থেকে পাহাড়ী ঢল। • নদীর সংযোগ স্থলে বাঁধ দেওয়া।	• খর স্রোত • বর্ষা মৌসমে হটাৎ করে পানি বেড়ে যায়।	• নদীর তলদেশ ভরাট • নদীর গভীরতা কম থাকায় স্রোত বেড়ে যায় ফলে নদী ভাঙ্গান বেরে যায়।
খর	পলাশবাড়ী উপজেলাতে খরার কারনে কিংবা ২০১০, ২০১১ সালের মত খরা হলে পলাশবাড়ি উপজেলায় মোট ৪১৯৮৪ একর আবাদী জমিরমধ্যে ১৫৭০ একর জমির ইরি ধানের চাষ ব্যাহত হবে, ৪৬ একর জমির পাট চাষ, ২০ একর জসমর সবজি চাষ, ৩৫ একর জমির আলু , ৭৫ একর জমির কলা চাষ, ব্যহত হবে। ১২৫৪ ফলজগাছ ২৩৫৪ বনজগাছ এবং ৪৭৫ ঔষধি গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ১৫৭ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে, এবং প্রচন্ড খরার কারনে সমস্ত উপজেলাতে ৩ %	• অনাবৃষ্টি। • ভূ-গভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়া।	• সামাজিক বনায়নের অভাব	• জলবায়ু পরিবর্তন

ঝুকির বিবরণ		কারণ		
		তাৎক্ষনিক	মধ্যমিক	চুড়ান্ত
	লোকের ডায়রিয়া, ৪% জন্ডিস, ৬% লোকের জ্বর এবং বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর ২৩৫৪ প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতি গ্রস্ত হবে।			
কালবৈশাখী ঝড়	পলাশবাড়ী উপজেলায় ঝড়ের কারণে কিংবা ২০১১ সালের মত ঝড় হলে ৩৪০ একর জমির ইরি ধান ৬০ একর জমির সবজি চাষ ১২৫ একর জমির কলা চাষ ব্যাহত হবে। ৩৫০ টি কাঁচা ৩০ পাকা ঘর ১৫ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫ টি মসজিদ , ১ টি মন্দির , ৫ টি উচ্চ ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২ টি কলেজ, ১৫ টি মুরগীর খামার, ২৩৪০ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ ধংশ হয়ে যেতে পারে ।	● প্রাকৃতিক	● পর্যাপ্ত গাছ পালা না থাকা	● জলবায়ু পরিবর্তন।
শৈত্য প্রবাহ	পলাশবাড়ী উপজেলায় ২০১২ সালের **শৈত্য প্রবাহ** পলাশবাড়ী উপজেলার মোট আবাদী ৪২৯৮৪ একর জমির মধ্যে ১০,৫০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। মোট ৯টি ইউনিয়নের ১০টি পুকুরের মাছ চাষের ক্ষতি হয়। ৭৫২টি বিভিন্ন জাতের ফল গাছ , (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমরা, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) সহ ৮৫২টি ঔষধি গাছেরে সহ ক্ষতি হয়েছে ।ডায়রিয়া ৪% লোক অন্য লোক আক্রান্ত হয়েছে।কৃষিজীবী ১০-৩০%, ক্ষুদ্র ও মাঝাড়ী ব্যবসায়ী ০৫% শ্রমিক ও চাকুরীজীবী ১০ % প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ।	● প্রাকৃতিক	● পর্যাপ্ত গাছ পালা না থাকা	● জলবায়ু পরিবর্তন।

৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ

ঝুকির বিবরন		ঝুকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
		স্বল্প মেয়াদী (১-২)	মধ্যমেয়াদী (৩-৫)	দীর্ঘ মেয়াদী (৫+)
বন্যা	পলাশবাড়ী উপজেলাতে বন্যা হলে কিশোরগাড়ী, হোসেনপুর, মোহাদিপুর হরিনাথপুর, ইউনিয়নের মোট ২৩৩৫৫ একর আবাদী জমির মধ্যে ৮৮০ একর জমির আমন ধানের চাষ ব্যাহত হবে, ২০ একর জমির পাট চাষ, ৯৫ একর জসমর সবজি চাষ, ৬০ একর জমির আলু , ৯০ একর জমির কলা চাষ, ভহত হবে। ২১৪৫ ফলজগাছ ৭০৫০ বনজগাছ এবং ৪৯০ ঔষধি গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, অবোকাঠামো যেমন, (ব্রীজ ৪ টি, কালভাট১২ টি, কাচা রাস্তা ২ কিমি., পাকারাস্তা 1 কিমি,) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৬ টি, নষ্ট হয়ে যেজত পারে। ১৫০ টি গবাদী পশু, ৫০ টি বসত বাড়ি, ১৫ টি পুকুরের মাছ, ১২৫ নলকুপ ঢুবে যেতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অর্থনৈতিক	● রাস্তাঘাট মেরামত। ● বাড়ীঘর উচু করন । ● পানিনিস্কাষনের ব্যবস্থা করা। ● নদীর পাশ্বে বেড়ী বাধ নির্মান করা।	● উচু করে বাঁদ ও রাস্তা নিমান। ● নদী বা খালর সংযোগ স্থলে সুইচ গেচটর ব্যবস্থা করা।	● নদী খনন করে নদীর গভরিতা বৃদ্ধি করা। ● পাসন উন্নয়ন বোডের যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া। ● এলাকার জনগনকে সচেতন করা।

ঝুকির বিবরন		ঝুকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
		স্বল্প মেয়াদী (১-২)	মধ্যমেয়াদী (৩-৫)	দীর্ঘ মেয়াদী (৫+)
	ক্ষতি গ্রস্ত হবে।			
নদী ভাঙ্গান	পলাশবাড়ী উপজেলাতে নদীভাঙ্গানের কারনে কিশোরগাড়ী, হোসেনপুর, ইউনিয়নের মোট মোট আবাদী জমির মধ্যে ৭৫ একর জমির আমন ধানের চাষ ব্যাহত হবে, ১৫ একর জমির পাট চাষ, ৪৫ একর জসমর সবজি চাষ, ৮০ একর জমির আলু , ৮৫ একর জমির কলা চাষ, ব্যহত হবে। ১৫৭৮ ফলজগাছ ৩৫৭১ বনজগাছ এবং ৫৬৭ ঔষধি গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ৮০ টি গবাদী পশু, ১৫ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে, অবোকাঠামো যেমন, (ব্রীজ ৩ টি, কালভাট15 টি, কাচা রাস্তা ৩ কিমি., পাকারাস্তা ২ কিমি,) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৭ টি, নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ৭৫ টি বসত বাড়ি, ৬০ নলকুপ ঢুবে যেতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর ৭৫ প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতি গ্রস্ত হবে।	● মাটির বস্তা ফেলা।	● নদীতে পাইলিং করা।	● নদী খনন করে নদীর গভীরতা বৃদ্ধি।
খরা	পলাশবাড়ী উপজেলাতে খরার কারনে কিংবা ২০১০, ২০১১ সালের মত খরা হলে পলাশবাড়ি উপজেলায় মোট ৪১৯৮৪ একর আবাদী জমিরমধ্যে ১৫৭০ একর জমির ইরি ধানের চাষ ব্যাহত হবে, ৪৬ একর জমির পাট চাষ, ২০ একর জসমর সবজি চাষ, ৩৫ একর জমির আলু , ৭৫ একর জমির কলা চাষ, ব্যহত হবে। ১২৫৪ ফলজগাছ ২৩৫৪ বনজগাছ এবং ৪৭৫ ঔষধি গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ১৫৭ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে, এবং প্রচন্ড খরার কারনে সমস্ত উপজেলাতে ৩ % লোকের ডায়রিয়া, ৪% জন্ডিস, ৬% লোকের জ্বর এবং বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর ২৩৫৪ প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতি গ্রস্ত হবে।	● বৃক্ষ রোপন করা ।	● ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার কম করা।	● খাল, নদী খনন ও বনায়ন করা্
কালবৈশাখী ঝড়	পলাশবাড়ী উপজেলায় ঝড়ের কারনে কিংবা ২০১১ সালের মত ঝড় হলে ৩৪০ একর জমির ইরি ধান ৬০ একর জমির সবজি চাষ ১২৫ একর জমির কলা চাষ ব্যাহত হবে। ৩৫০ টি কাঁচা ৩০ পাকা ঘর ১৫ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫ টি মসজিদ , ১ টি মন্দির , ৫ টি উচ্চ ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২ টি কলেজ, ১৫ টি মুরগীর খামার, ২৩৪০ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ ধংশ হয়ে যেতে পারে ।	● ঘরবাড়ী মেরামত , প্রচার ও পূর্ব প্রস্তুতী গ্রহন্	● সচেতনতার মাধমে বৃক্ষ রোপন করা ।	● খাল ও নদী খনন এবং বনায়ন।
শৈত্য প্রবাহ	পলাশবাড়ী উপজেলায় ২০১২ সালের **শৈত্য প্রবাহ** পলাশবাড়ী উপজেলার মোট আবাদী ৪২৯৮৪ একর জমির মধ্যে ১০,৫০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে।	●		●

ঝুকির বিবরন		ঝুকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
		স্বল্প মেয়াদী (১-২)	মধ্যমেয়াদী (৩-৫)	দীর্ঘ মেয়াদী (৫+)
	মোট ৯ টি ইউনিয়নের ১০ টি পুকুরের মাছ চাষের ক্ষতি হয়। ৭৫২ টি বিভিন্ন জাতের ফল গাছ , (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমরা, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) সহ ৮৫২ টি ঔষধি গাছেরে সহ ক্ষতি হয়েছে ।ডায়রিয়া ৪% লোক অন্য লোক আক্রান্ত হয়েছে।কৃষিজীবী ১০%-৩০%, ক্ষুদ্র ও মাঝাড়ী ব্যবসায়ী ০৫% শ্রমিক ও চাকুরীজীবী ১০ % প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ।			

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	এনজিও	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	পরিমান/ সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
১	গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র	দুর্যোগে ঝুকি হ্রাস	৭৮২০	০১ টি	১/১/০৯ হতে ৩১/১২/১৫
২	গন উন্নয়ন কেন্দ্র	মঙ্গা নিরসনের জন্য	৯৪১০	০১ টি	১/১/১০ হতে ৩১/১২/১৬
৩	ইউ এস টি	বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠি চিহ্নিত করন	১০৫২০	০১ টি	১/৬/১১ হতে ৩১/১২/১৪
৪	আর ডি আর এস	দুর্যোগে ঝুকি হ্রাস	৮৫৪০	০১ টি	১/১/১০ হতে ৩১/১২/১৭
৫	সি সি ডি বি	মঙ্গা নিরসনের জন্য	৭৩২১	০১ টি	১/১/১১ হতে ৩১/১২/১৪
৬	ব্রাক	দুর্যোগে ঝুকি হ্রাস	৬৫৪০	০১ টি	১/১/১০ হতে ৩১/১২/১৫

৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা

৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি

ক্রম	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্প-নার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১	ওয়ার্ড বা গ্রাম পর্যায়ে দল গঠন	৬০ টি দল	৩,০০,০০০/-	ইউপি, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ					কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে। ফলে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
২	স্থানীয় পর্যায়ে বার্তা প্রচারে স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণ	৬০ টি	৫০,০০০/-	ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৩	বন্যা/ ঘটিত আপদের আগাম বার্তা প্রচারে পতাকা ব্যবস্থা উন্নয়ন	৬০ টি	২০,০০০/-	ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৪	স্থানীয় পর্যায়ে বন্যা/ ঘটিত আপদের আগাম সংবাদ প্রচারে লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন	৬০ টি	১,৫০,০০০/-	ইউপি, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৫	আশ্রয় কেন্দ্র মেরামত	২ টি	৫০,০০০/	ইউপি, পৌরসভ	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৬	মোবাইল স্বাস্থ্য ক্লিনিক পরিচালনা	৯ টি	৮,০০,০০০/-	ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৭	মহড়ার আয়োজন	১৮ টি	১,২০,০০০/-	ইউপি, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৮	দুর্যোগ ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৯ ইউনিয়নে ৯ টি	৩৬,০০০/-	ইউপি, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৯	শুকনা খাবার, জীবনরক্ষা কারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তত রাখা	শুকনো -৩ টন চাল/ডাল-৫ টন	৩,৫০,০০০/-	ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
১০	দুর্যোগ বিষয়ে স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	৮০ টি স্কুলে	১,৭০,০০০/	স্কুলে	ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
১১	সংশিস্নষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের ফোন নং সংরক্ষণ করা	UzDMC ,UDMC এবং বিভিন্ন দাতা সংস্থার		ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলায়	ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	

ক্রম	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্প-নার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১২	দুযোর্গে পূর্বে সর্তকবার্তা ও জরুরী সর্তক বার্তা প্রচার পাকা ধান কর্তন, মাড়ায় করতে বলা খাড়া ধান মাটির সাথে পাড়িয়ে শুয়ে দেওয়া পশুদের নিরাপদ স্তানে নিয়ে আসতে বলা খাবার পানির টিবওলের মুখ ভালো ভাবে বেধে রাখা শুকনা খাবার সহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (দলিল, গহনা, টাকা-পয়সা ইত্যাদি) মাটির নিচে পুতে রাখতে বলা গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী নিরাপদ স্থানে নিতে বলা গর্ভবতী মহিলা, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যেতে বলা বিশুদ্ধ খাবার পানি সংগ্রহ করে রাখতে বলা সতর্ক সংকেত অনুযায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে বলা)	৬০ টি	১,৩০,০০০/-	ইউনিয়নের সব ওয়ার্ডে	দুর্যোগের ঠিক পুর্ব মুহুর্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	

৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১	নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধির জন্য জরুরীভাবে আশ্রয়কেন্দ্রে নেয়ার ব্যবস্থা করা।	৬০	-	পুরো উপজেলার ইউনিয়রে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে	দুর্যোগ মুহুর্ত্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	কার্যক্রমগুলো এলাকার দুর্যোগ কালীন সময়ে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাসত্মবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ও জাতীয় অর্থনীতি ইতিবাচক অবদান রাখবে।
২	আক্রান্তদের উদ্ধার ও আশ্রয়কেন্দ্রে বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেয়া	১৫০০০ পরিবার	১০০০০০/	ঐ	দুর্যোগ মুহুর্ত্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৩	উজানে নিকটস্থ নদীর পানি বিপদ সীমা অতিক্রম করার সম্ভাবনা থাকলে অথবা ঝড়ের পূর্বাভাস আসার সাথে সাথেই জরুরী সভা আয়োজন এবং বার্তা প্রচার করা।	৬০	-	ঐ	দুর্যোগ মুহুর্ত্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৪	বিশুদ্ধ পানি ও পায়খানার ব্যবস্থা করা।	১৫০০০ পরিবার	-	ঐ	দুর্যোগ মুহুর্ত্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৫	শুকনো খাবার বিতরন করা	৬০	-	ঐ	দুর্যোগ মুহুর্ত্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৬	আইন শৃঙ্খলা ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা	চুরি ডাকাতি করতে না দেওয়া	-	ঐ	দুর্যোগ মুহুর্ত্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৭	আহত ব্যাক্তিদের ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা	৬০	-	ঐ	দুর্যোগ মুহুর্ত্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
	প্রতিদিন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ	৬০	-	ঐ	দুর্যোগ মুহুর্ত্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	

৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১.	উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করা যত দ্রুত সম্ভব	৬০ টি	২,০০,০০০/-		দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কার্যক্রমগুলো বাসত্মবায়ন হলে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে। দ্রম্নত পুণর্বাসন জীবিকায় সহায়তা করা হলে ক্ষয় ক্ষতি কাটিয়ে উঠবে এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ও জাতীয় অর্থনীতি ইতিবাচক অবদান রাখবে।
২.	আহত মানুষ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং প্রয়োজন হলো ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ।	৬০ টি	১,৩০,০০০/	ইউপি, পৌরসভা	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৩.	মৃত মানুষ দাফন ও গবাদি পশু অপসারণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা	৬০০০	১,২০,০০০/-	ইউপি, পৌরসভা	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৪.	৭২ ঘন্টার মধ্যে ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপন ও চাহিদা পুরণ এবং চাহিদা পত্র দাখিল করা	৬০ টি	---	ইউপি, পৌরসভা	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৫.	অধিক ক্ষতি গ্রস্থদের পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করা	৬০০০ টি	১,২০,০০০০০	ইউপি, পৌরসভা	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৬.	ধবংসাবশেষপরিষ্কারকরা	৬০ টি	২,৮৫,০০০	ইউপি, পৌরসভা	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৭.	প্রশাসনিকপুন:প্রতিষ্ঠা	৬০ টি	-	ইউপি, পৌরসভা	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৮.	জরুরী পূণর্বাসন ও জীবিকাসহায়তাকরা	৬০ টি	-	ইউপি, পৌরসভা	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৯.	ঋনের কিস্তি বন্ধ ও সুদ মুক্ত ঋনের ব্যবস্থা করা	৬০০০ পরিবার			দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	

৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝঁকিহ্রাস সময়ে

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
১	আশ্রয়কেন্দ্র	০৮ টি	প্রতি টি এক কোটি বিশ লক্ষ টাকা।	**কিশোরগাড়ী ইউনিয়ন** ● কিশোগাড়ী ইউনিয়নে ৪ নং ওয়াডে ১ টি, ৪ নং ওয়াডে ১ টি। **হোসেনপুর ইউনিয়ন** ● হোসেনপুর ইউনিয়নে ৩ নং ওয়াডে ১ টি, ৯ নং ওয়াডে ১ টি । **মোহাদিপুর ইউনিয়ন** ● মোহদীপুর ইউনিয়নে ৫ নং ওয়াডে ১ টি , ৬নং ওয়াডে ১ টি। **হরিনাথপুর ইউনিয়ন** ● হরিনাথপুর ইউনিয়নে ২ নং ওয়াডে ১ টি, ৫ নংওয়াডে ১ টি।	অক্টোবর-মে মাস	৫০%	-	-	৫০%	উপজেলা ও ইউপি সাথে সমন্বয় করে।
2	স্যানিটেশন	৭৫৬৫ টি	প্রতিটি আটাশ হাজার টাকা করে।	**বরিশাল ইউনিয়ন** ● **১ নং** ওয়ার্ডে ১২০ **টি । ২ নং ওয়ার্ডে** ৮০ **টি । ৩ নং ওয়ার্ডে** ১২০ **টি। ৪ নং ওয়ার্ডে** ৭০ **টি । ৫ নং ওয়ার্ডে** ১৪০ **টি,** ৬ **নং ওয়ার্ডে** ১০০ **টি।** ৭ **নং ওয়ার্ডে** ৭০ **টি।** ৮ **নং ওয়ার্ডে** ১২৫ **টি।** ৯ **নং ওয়ার্ডে** ১৪০ **টি।** মোট ৯৬৫ টি। **বেতকাপা ইউনিয়ন** ● **১ নং** ওয়ার্ডে ৯৫ **টি,** ২ **নং ওয়ার্ডে** ৭০ **টি,** ৩ **নং ওয়ার্ডে** ১৪৫ **টি,** ৪ **নং ওয়ার্ডে** ৮৫ **টি,** ৫ **নং ওয়ার্ডে ১৬০ টি,** ৬ **নং ওয়ার্ডে** ১২৪ **টি,** ৭ **নং ওয়ার্ডে** ৮০ **টি,** ৮ **নং ওয়ার্ডে** ১৩০ **টি ও** ৯ **নং ওয়ার্ডে** ১০০ **টি। মোট = ৯৮৯ টি** **হরিনাথপুর ইউনিয়** ● **১ নং** ওয়ার্ডে ১২০ **টি,** ২ **নং ওয়ার্ডে** ১০০ **টি,** ৩ **নং ওয়ার্ডে** ৮০ **টি,** ৪ **নং ওয়ার্ডে** ৭৫ **টি,** ৫ **নং ওয়ার্ডে** ১১৫ **টি,** ৬ **নং ওয়ার্ডে** ১০০ **টি,** ৭ **নং ওয়ার্ডে** ৯৫ **টি,** ৮ **নং ওয়ার্ডে** ৮৫ **টি,** ৯ **নং ওয়ার্ডে** ৮৫ **টি। মোট = ৮৫৫ টি।** **হোসেনপুর ইউনিয়ন** ● **১ নং** ওয়ার্ডে ৬০ **টি,** ২ **নং ওয়ার্ডে** ৮৫ **টি,** ৩ **নং ওয়ার্ডে** ১০০ **টি,**	ডিসেম্বর - এপ্রিল	৪০%	১০%	১০%	৪০%	উপজেলা, ইউপি, কিমিউনিটি ও এনজিওদের বাষিক উন্নয়ন পরিক্লপনার সাথে সমন্বয় করে।

				৪ নং ওয়ার্ডে ৮০ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ১০০ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৯৫ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৭৫ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৭০ টি, ৯ নং ওয়ার্ডে ১২০ টি। মোট = ৭৮৫ টি। **কিশোরগাড়ী ইউনিয়ন** ● ১ নং ওয়ার্ডে ১০০ টি , ২ নং ওয়ার্ডে ৭০ টি , ৩ নং ওয়ার্ডে ৯৫ টি।, ৪ নং ওয়ার্ডে ৮৫ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ১৪০ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ১২৪ টি। ৭ নং ওয়ার্ডে ৬০ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ১৩০ টি, ৯ নং ওয়ার্ডে ৮০ টি। মোট = ৮৮৪ টি। মোহাদিপুর ইউনিয়ন ● ১ নং ওয়ার্ডে ১০০ টি , ২ নং ওয়ার্ডে ৮৫ টি , ৩ নং ওয়ার্ডে ৭০ টি। ৪ নং ওয়ার্ডে ১১০ টি , ৫ নং ওয়ার্ডে ৮৯ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ১০০ টি। ৭ নং ওয়ার্ডে ৮০ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ১১৫ টি, ৯ নং ওয়ার্ডে ৮০ টি। মোট = ৮২৯ টি। **মনোহরপুর ইউনিয়ন** ● ১ নং ওয়ার্ডে ৬৫ টি , ২ নং ওয়ার্ডে ৭০ টি , ৩ নং ওয়ার্ডে ৬৭ টি। ৪ নং ওয়ার্ডে ৮০ টি , ৫ নং ওয়ার্ডে ৭৫ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৯০ টি। ৭ নং ওয়ার্ডে ৫০ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ১০০ টি, ৯ নং ওয়ার্ডে ৯৫ টি। মোট = ৬৯২ টি। **পাবনাপুর ইউনিয়ন** ● ১ নং ওয়ার্ডে ১০০ টি, ২ নং ওয়ার্ডে ৮০ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ৬৭ টি। ৪ নং ওয়ার্ডে ৬৯ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৯৫ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৭৯ টি। ৭ নং ওয়ার্ডে ১২০ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৯৫ টি, ৯ নং ওয়ার্ডে ৮৭ টি। মোট = ৭৯২ টি। **পলাশবাড়ী ইউনিয়ন** ● ১ নং ওয়ার্ডে ৬৫ টি, ২ নং ওয়ার্ডে ৭৯ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ৯৫ টি। ৪ নং ওয়ার্ডে ৭৫ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ১০০ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৮৫ টি। ৭ নং ওয়ার্ডে ৭৫ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৭৫ টি, ৯ নং ওয়ার্ডে ১২৫ টি। মোট = ৭৭৪ টি।						
৩	কালভার্ট	৮২ টি	প্রতিটি ২.৫ লৰ টাকা	**বরিশাল ইউনিয়ন** ● ২ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৩ টি । ৬ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ১ টি, মোট = ০৪ টি।	নভেম্বর-এপ্রিল	৫০%	-	১০%	৪০%	উপজেলা, ইউপি, কিমিউনিটি ও

			মাত্র	**বেতকাপা ইউনিয়ন** ● ১ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৩ টি। ৮ নং ওয়ার্ডে ২ টি, মোট =৪ টি। **হরিনাথপুর ইউনিয়** ● ১ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ২ টি, মোট = ৬ টি। **হোসেনপুর ইউনিয়ন** ● ১ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ২ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ২ টি, মোট = ৬ টি। **কিশোরগাড়ী ইউনিয়ন** ● ১ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি, মোট = ৫ টি। মোহাদিপুর **ইউনিয়ন** ● ১ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ২ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ২ টি। ৯ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, মোট = ৯ টি। **মনোহরপুর ইউনিয়ন** ● ১ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ২ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ২ টি। মোট = ১৩ টি। **পাবনাপুর ইউনিয়ন** ● ১ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৯ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, মোট = ১১ টি। **পলাশবাড়ী ইউনিয়ন** ● ১ নং ওয়ার্ডে ৩ টি,২ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি মোট = ১৬ টি।						এনজিওদের বাষিক উন্নয়ন পরিক্লপনার সাথে সমন্বয় করে।
৪	মাঠ উচুকরণ	১৭৫ টি	প্রতিটি মাঠভরাট	**বরিশাল ইউনিয়ন** **মসজিদের মাঠ উচুকরণ**-দুবলাগাড়ী-১টি, পশ্চিম পাড়া-১ টি,	ডিসেম্বর - এপ্রিল	৩০%	১০%	২০%	৪০%	উপজেলা, ইউপি, কিমিউনিটি

			তিন লক্ষ টাকার উপরে।	চালিতাদহ-১টি, মিয়াপাড়া জামে মসজিদ-১টি, পশ্চিম গোপিনাথপুর-১ টি, ভবানীপুর পূর্ব সরকার পাড়া-১ টি, বরিশাল পশ্চিমপাড়া-১টি, পূর্ব রামচন্দ্রপুর-১টি, বাসুদেবপুর-১টি, নুরিয়াপাড়া-১টি, উত্তর সাবদিন পরিচাপুর-১টি, ছাউনিয়া-১টি, **খেলার মাঠ উচুকরণ**-বাসুদেবপুর-১ টি, **স্কুলের মাঠ উচুকরন ০ঃ** আমলাগাছী সঃপ্রাঃ বিদ্যালয় -১ টি। ফতেপুর দুর্গাপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়-১ টি। বরিশাল সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়-১ টি। কয়ারপাড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়-১ টি। সাবদিন সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়-১ টি। মির্জাপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়-১ টি।নারায়নপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়-১ টি। বাসুদেবপুর সঃ প্রাঃ-১ টি। বিদ্যালয়রামপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়-1 টি। মোট- ২৩ টি। **বেতকাপা ইউনিয়ন** **মসজিদের মাঠ উচুকরণ-**সাতারপাড়া ডাকঘর-১টি, সাকোয়া মধ্যপাড়া -১ টি, সাকোয়া পশ্চিম পাড়া-১ টি, মোস্তফাপুর-১টি। মুরারীপুর-১ টি, বেতকাপা-১টি, বেতকাপা পশ্চিমপাড়া-১টি, বেতকাপা-১টি, কানিপাড়া -১ টি। **খেলার মাঠ উচুকরণ**- কৃষ্ণপুর-১ টি, মুরারীপুর-১টি, সাতারপাড়া-১ টি, **স্কুলের মাঠ উচুকরণ**- পূর্ব নারায়নপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১ টি, সাকোয়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়১টি, সাতারপাড়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১ টি, মাঠেরপাড়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, বলরামপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, নান্দিশহর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, বেতকাপা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, মুরারিপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, হরিপুর বাজনগর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, মোট-২১ টি **হরিনাথপুর ইউনিয়ন** **মসজিদের মাঠ উচুকরণ-** হরিনাথপুর আলসিয়া পাড়া-১টি, হরিনাথপুর মধ্যপাড়া-১ টি, হরিনাথপুর উত্তর পাড়া-১টি, হরিনাথপুর আকন্দবাড়ী-১টি, ছইমুদ্দিন ডাক্তারের বাড়ী-১টি,ছোলায়মান ডাক্তার-১টি, মরাদাতেয়া আজিমুদ্দিন বাড়ী-১টি, মকবুল মন্ডল বাড়ী-১টি, ইসমাইল ভুইয়া বাড়ী-১টি, **স্কুলের মাঠ উচুকরণ**- ভেলাকোপা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, তালুকজামিরা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, হরিনাথপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি ,হরিনামারী ২ নং সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, হরিনামারী সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, খামার মাছুদ পুর						ও এনজিওদের বাষিক উন্নয়ন পরিক্লপনার সাথে সমন্বয় করে।

				সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, সর্গানন্দপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, মোট- ১৬ টি। **হোসেনপুর ইউনিয়ন** **মসজিদের মাঠ উচুকরণ-** হাসবাড়ী-১টি, শালামারা-১টি, দৌলতপুর-১টি, কোনাবাড়ী-১টি, রামচন্দ্রপুর-১টি, মন্ডলপাড়া-১টি, শ্রীকলা-১টি, চেরেঙ্গা-১টি, কদমতলী-১টি, খাসবাড়ী-১টি, আকবরনগর-১টি, সাইনদহ-১টি, দিগদাড়ী-১টি, মেরীরদহ-১টি, **খেলার মাঠ উচুকরণ**- কদমতলী-১টি। **স্কুলের মাঠ উচুকরণ**- বালাবামুনিয়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, জামালপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, কোড়ি আটা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, সাতানা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, দিগদারী সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, রামচন্দ্রপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, শালমারা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, ঝাপড় সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, আকবর নগর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, কোশবাড়ী সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, **মোট- ২৫ টি** **কিশোরগাড়ী ইউনিয়ন** **মসজিদের মাট উচুকরণ** ঃ চকবালা-১টি, কেশবপুর-১টি, সগুনা-১টি, কিশোরগাড়ী-২টি, তেকানী-১টি, শিমুলতলা-১টি । **খেলার মাঠ উচুকরনঃ** কিশোরগারী-১টি। **স্কুল মাঠ উচুকরণঃ** সগুনা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, হাসানঘড়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, বড় শিমুলতলা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, মোকলিশপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, পশ্চিম গোপালপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, পশ্চিম মির্জাপর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি । মোট- ১৪টি। **মোহাদিপুর ইউনিয়ন** **মসজিদের মাট উচুকরণ** ঃ বিষ্ণুপুর পুব পাড়া-১টি, ফকির পাড়া-১টি।, তামলি পাড়া-১টি, মন্ডল পাড়া-১টি, খুলু পাড়া-১টি, ঝাকো পাড়া-১টি, গড়েয়া উত্তর পাড়া-১টি, গড়েয়া দক্ষিন পাড়া-১টি, মহদীপুর স্কুল-১টি, পুব পাড়া-১টি, মধ্যপাড়া -১টি, পশ্চিম পাড়া-১টি, পগাইল-১টি, পূর্ব পাড়া-১টি, পশ্চিম পাড়ার, চক পাড়া-১টি বুজরুক বিষ্ণুপুর-১টি, বুজরুকবিষ্ণুপুর মধ্য পাড়া মাজার-১টি। **স্কুল মাঠ উচুকরণঃ**					

				মনোহরপুর আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা-১টি, মরাদাতেয়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, হরিনাথপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, মরাদতেয়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, ঘোড়াবান্দা মধ্য পাড়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি। উত্তর সুলতানপুর বাড়াইপাড়া সঃপ্রাঃ বিদ্যাঃ-১টি। ঘোড়াবান্দা পশ্চিম পাড়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি। মোট-২৪ টি। **মনোহরপুর ইউনিয়ন** **মসজিদের মাট উচুকরণ** ঃ কাজির বাজার কেন্দ্রীয়- ১টি, গোডাউন বাজার-১টি, নিমদাসের ভিটা-১টি, কুমেদপুর জামে-১টি, ঘোড়াবান্ধা-১টি, তালুক ঘোড়াবান্ধা জামে-১টি, পুটিমারী-১টি খামার মামুদপুর-১টি, আম তলি-১টি । **খেলার মাঠ উচুকরনঃ** হলিম বাজার-১টি, কাজির বাজার-১টি। **স্কুল মাঠ উচুকরণঃ** সর্গানন্দপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, হোসেনপাড়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, পূর্ব কুমারগাড়ী সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, কুমারগাড়ী ১ নং সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, তালুকজামিরা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, মোট-১৬টি। **পাবনাপুর ইউনিয়ন** **মসজিদের মাট উচুকরণ** ঃ পবনাপুর মুরারবাড়ী-১টি, পবনাপুর মধ্যেপাড়া-১টি, পবনাপু চরের হাট-১টি, পবনাপুর ফরিক পাড়ার-১টি, পবনাপুর মিয়া পাড়ার-১টি, পবনাপুরর-১টি, টুনিমুন্সির পবনাপুর উত্তর পাড়া-১টি, বরকতপুর-১টি, বরকতপুরসিরাজুল মেম্বারের বাড়ী-১ টি , **স্কুল মাঠ উচুকরণঃ** পবনাপুর উত্তর পাড়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, পবনাপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, বরকতপুরর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, ফরিদপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, গোপীনাথপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, বড় শিমুলতলা উচ্চ বিদ্যালয়-১টি। মোট- ১৪ টি । **পলাশবাড়ী ইউনিয়ন** **মসজিদের মাট উচুকরণ** ঃ শিধনগ্রাম-১টি, শিধনগ্রাম গনির বাড়ীর-১টি, ছোটশিমুলতলা-১টি, হিজলগাড়ী-১টি, হিজলগাড়ী ঈদগাহ মাঠ-১টি, জগরজানীর-১টি, বৈরীহরিনমারী পশ্চিমপাড়া-১টি, বাশকাটা পুরাতন-১টি, মহেশপুর বাবু মুন্সীর বাড়ীর-১টি, মহেশপুর সিরাজমুন্সীর বাড়ীর-১টি, আমবাড়ী পূর্বপাড়া-১টি, আমবাড়ী প: পাড়া-১টি, আমবাড়ী জলিলের বাড়ীর-১টি, আমবাড়ী সরকারের বাড়ীর-১টি,						

				খেলার মাঠ উচুকরনঃ সরকারি কলেজ মাট-১টি, এস,এম স্কুল মাঠ-১টি। **স্কুল মাঠ উচুকরণঃ** পলাশবাড়ী কারিগরি কলেজ-১টি, পলাশবাড়ী মহিলা কলেজ-১টি, বঙ্গবন্ধু বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়-১টি, গণেশপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, বইরিহরিনমারী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়-১টি, আমবাড়ী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়-১টি। মোট-২২টি।						

চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১ জরুরী অপারেশনসেন্টার (EOC):

পলাশবাড়ী উপজেলায় দুর্যোগকালে একটি জরুরী অপারেশন সেন্টার গঠিত হয়। উক্ত সেন্টার দুর্যোগকালে সাড়া প্রদানের কার্যকরী ভূমিকা পালনকরে ও সাথে সাথে সমন্বয় প্রদান করে থাকে। উল্লেখ্য যে, জরুরী অপারেশন সেন্টার ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে। উক্ত সময়ে ঐ সেন্টার তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ পরীক্ষন, পরিদর্শন ও সম্পদের ব্যবস্থাপনা করে থাকে।
জরুরী অপারেশন সেন্টার টি উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার এর রুমে খোলা হয়। ঐ সেন্টারে একটি টেলিফোন ব্যবহার করা হয় যার নম্বর ০১৭৪৬৪৯৯৩৪২ ঐ সেন্টারে একটি অপারেশন সেন্টার, ১টি একটি কন্টলরুম ও ১টি যোগাযোগ সেল থাকে। নিম্নে ছকের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, পদবী ও মোবাইলন ম্বরের তালিকা প্রদান করা হলোঃ-

ক্রমিকনং	নাম	পদবী	মোবাইলনম্বর
১	আবুল কাওসার মো: নজরুল ইসলাম	চেয়ারম্যান , উপজেলা পরিষদ	০১৮৫৮৬৩৬৬৯৯
২	এস,এম,মাজহারুল ইসলাম	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭৬২৬৯৫০৭৩
৩	এ,কে,এম ইদ্রিস আলী	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৭৪৬৪৯৯৩৪২
৪	মোঃ আলতাব হোসেন	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	০১৭৪৭১১৮১৪৩
৫	মোঃ মামুনুর রশিদ	উপজেলা মাধ্যমিক কর্মকর্তা	০১৭১২১০৪১০৪
৬	মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকতা	০১৫৫৩২৭৮২৭৩

৪ ১.১.জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

দুর্যোগ সংগঠনের পরপরই উপজেলা কার্যালয়ে কন্টোল রুম পালাক্রমে ৪ জন করে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য বৃন্দ উপস্থিত থেকে দায়িত্ব পালন করে। সাথে সাথে উক্ত সেন্টারে একজন পুলিশও উপস্থিত থাকে। উল্লেখ্যযে উপজেলা দায়িত্বশীল ব্যাক্তি বর্গ কন্টোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকে প্রতি রুমে ৩ জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালা ক্রমে দিবারাত্রি (২৪ ঘন্টা) কন্টোল রুমের দায়িত্ব পালন করে। যোগাযোগ রুম থেকে সার্বক্ষনিক জেলা ও ইউনিয়নে পর্যায়ে ফোন , মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয়।
দুর্যোগ কালে থানা নির্বাহি অফিসার এর কার্যলয়ে কন্টোল রুম গঠন করা হয়। যেখানে একটি রেজিষ্টার থাকে। উক্ত রেজিষ্টারে কোন সময়ে কে দায়িত্ব পালন / গ্রহন করবে তা উল্লেখ থাকে এবং দায়িত্ব সময়ে কি কি সংবাদ পাওয়া গেল ও কি কি সংবাদ কোথায় , কার নিকট প্রেরন করা হলো তা লিপিবদ্ধ করা হয়। উক্ত কন্টোল রুমে একটি ইউনিয়ন ভিত্তিক (এলজিইডি) ম্যাপ থাকে। উক্ত ম্যাপে ইউনিয়নের অবস্থান বিভিন্ন জায়গায়, যাতায়াতের রাস্তা, খাল, বাধ ইত্যাদি লিপি বদ্ধ আছে। উল্লেখ্যযোগ্য যে উক্ত রুমে কোন ঝুকি ম্যাপ নাই। দুর্যোগের পরপরই ঐ ম্যাপে বেশী ক্ষতি গ্রস্থ এলাকা চিহ্নিত করা হয়। বিশেষ উল্লেখ্য যে, কন্টোল রুমে দায়িত্ব পালনের সুবিদার্থে তেমন কোন সরঞ্জাম নাই। যেমনঃ- ৪ টি বড় টর্চলাইট, গামবুট, লাইফজেকেট, ব্যাটারী, রেইনকোট ইত্যাদি নাই।

৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা

ক্র. নং	কাজ	একক	লক্ষমাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্য করবে	কি ভাবে করবে	যোগাযোগ
১	স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুতরাখা	জন	৯ টি ইউনিয়নে মোট ১২০০	ফেব্রুয়ারী - মার্চ মাসে	ইউপিচেয়ার ম্যান	UzDM C ও বেসরকারী সংস্থা এবং জনগোষ্টি	প্রশিক্ষনপ্রদান,সরঞ্জামস রবরাহ,ব্যাক্তিগত যোগাযোগ	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি
২	সতর্কবার্তা প্রচার	জন সংখ্যা	৯ টি ইউনিয়নে ১০০%	সতর্কর্বাতা পাওয়ার সাথে সাথে	দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক	গ্রামপুলিশ	মাইক্রোফোন,মেগাফোন , সাইরেনওড্রামবাজিয়ে	UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি
৩	নৌকা / গাড়ী / ভ্যান প্রস্তুত রাখা	সংখ্যা	৯ টি ইউনিয়নে ৩৬ টি	দুর্যোগের পূর্বে / সম্ভব্য ফেব্রুয়ারী - মার্চ মাসে	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি	UP সদস্য	নৌকা, গাড়ী ও ভ্যান চালকের সাথে আলোচনা করে তাদে ফোন নং সংরক্ষণ করা	ঐ
৪	উদ্ধারকাজ ব্যবস্থাপনা	জন সংখ্যা	১১০০	ঐ	ঐ	বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	উদ্ধার কাজ করতে পারে এমন কিছু স্বেচ্ছাসেবক নির্ধারণ করে ওরিয়েন্টেশন প্রদানএবংজীবনরক্ষাকা	UzDM Cও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ

ক্র. নং	কাজ	একক	লক্ষমাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্য করবে	কি ভাবে করবে	যোগাযোগ
							রীসরঞ্জামসহযাত্রিকনৌকাব্যবহারকরে	
৫	প্রাথমিক চিকিৎসা /স্বাস্থ্য	সংখ্যা	৯ টি ইউনিয়নে ৯ টি	ঐ	ঐ	ঐ	নিকটের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের যোগাযোগ ও ফোন নং সংরক্ষণ করা	উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৬	সৎকার মাটিতে পোতা	সংখ্যা	৩০০ জন	ঐ	ঐ			UzDM Cও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
৭	শুকনা খাবার, ডাল/চাল, গৃহ নির্মান উপকরণ ও জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত	শুকনা খাবার	৪ টন	দুর্যোগেরপূর্বে	UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।	স্থানীয়ব্যবসায়ীওবেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	কমিউনিটি ও সংস্থা যারা খাবার ও ঔষধ দিতে পারে তাদের সাথে সরাসরি আলোচনা ও ফোন নং সংগ্রহ করে	UzDM Cও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
		ডাল /চাল	৬ টন					
		ওষুধ	৩০০ জন					
৮	গবাদীপশুর চিকিৎসা/ টিকা	ঔষধ (জন)	৭০০ টি	দুর্যোগেরপূর্বে ওপরে	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি	কমিউনিটির জনগণ	ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে	UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির এবং উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা
৯	আশ্রয়কেন্দ্ররক্ষণা বেক্ষণ (মেরামত)	সংখ্যা	৫০ টি	দুর্যোগের পূর্বে / সম্ভব্য ফেব্রুয়ারী - মার্চ মাসে	ঐ	সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	সরাসরি আশ্রয়কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কে অবহিত করে প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধান করা	UzDM C ও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
১০	ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা	দল	৪৫ টি	ঐ	ঐ	ঐ	যে সব প্রতিষ্ঠান / ব্যাক্তি ত্রাণ দিবে তাদের সাথে যোগাযোগ করা	UzDM C ও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
১১	মহড়ারআয়োজন করা (সতর্কবার্তা,অপসারণ, উদ্ধারওপ্রা. চিকিৎসা)	সংখ্যা	১৮	ঐ	ঐ	ঐ	যে সব এলাকায় বেশী দুর্যোগ প্রবন সে সব এলাকায় সরাসরি স্বেচ্ছাসেবক ও কমিউনিটির জনগণকে সাথে নিয়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বিভিন্ন আপদের উপর মহড়া করা	UzDM C ও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
১২	জরুরীকন্ট্রোলরুম পরিচালনা করা (অপারেশন,কন্টোল ও যোগাযোগ রুম)	রুম	৫	দুর্যোগের পূর্বে			কন্ট্রোল রুমের প্রয়োজনীয় সব উপকরণ ও তথ্য সংরক্ষণ করা	জেলাদুর্যোগব্যবস্তাপনাকমিটিরসাথেযোগাযোগ

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশনা

৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা

- ওয়ার্ড পর্যায়ে ইউপি সদস্যদের নেতৃত্বে দল গঠন করা।
- স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে তথ্য ও সর্তকীকরণ বার্তা প্রচার করা।
- স্বেচ্ছাসেবক দলে সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব যথা- সংকেত, বার্তা, উদ্ধার, অপসারণ ও আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।

৪.২.২ সতর্ক বার্তা সম্প্রচার

- প্রত্যেক ওয়াড ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়ীতে সর্তক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়ীত্ব নিশ্চিত করবেন।
- ৫নং সর্তক সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া পর্যন্ত ঘন্টায় অন্তত একবার মাইকের ঘোষনা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মহা বিপদ সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের সংগে সংগে মাইক বাজিয়ে ও স্কুল মাদ্রাসার ঘন্টা বিপদ সংকেত হিসাবে একটানা ভাবে বাজানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.৩ জনগনকে অপসারনের ব্যবস্থাদী

- রেডিও, টেলিভিশন মারফত ঝুকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে অপসারনের কাজ শুরু করা বার্তা প্রচারের সংগে সংগে স্ব স্ব ওয়ার্ড ইউপি সদস্য তার এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় অপসারনের কাজ শুরু করবেন।
- ৮ নং মহাবিপদ সংকেত প্রচারের সংগে সংগে ঝকিপূর্ণ এলাকার জনগনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য মাইকে প্রচার করতে হবে। এবং স্বেচ্ছাসেবক দল বাড়ী গিয়ে আশ্রয় গ্রহণের জোর তাগিদ দেবেন। প্রয়োজনে অপসারণ করতে হবে। কোন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোক কোন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিবে তা জানিয়ে দিবেন।

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান

- অত্যাধিক ঝুঁতিপূর্ণ এলাকার সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তত্বাবধানে ন্যস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য জেলা/উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্বাবধানে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করবেন।
- অস্থায়ী স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা করবেন।
- আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহণকারী অসুস্থ্য ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও আসন্ন প্রসবী মহিলাদের জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।
- মৃত দেহ সৎকার ও গবাদিপশু মাটি দেবার কাজ সকল ইউপি সদস্য স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ওয়ার্ড ভিত্তিক দায়ীত্ব পালন করবেন।

৪.২.৫ আশ্রয়কেন্দ্রর রক্ষনাবেক্ষণ

- দুর্যোগ প্রবণ মৌসুমের শুরুতেই আশ্রয়কেন্দ্রগুলো প্রয়োজনীয় মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী রাখা।
- জরুরী মুহূর্তে কোন কোন নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানের বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তা ঠিক করা।
- দুর্যোগ কালীন সময়ে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সার্ভিক নিরাপত্তা (আশ্রয়কেন্দ্র ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নেয়া) নিশ্চিত করণ।
- আশ্রয় কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবা সমূহ নিশ্চিত করা।
- জনসাধারণকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ (গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী, জরুরী খাদ্য ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহায়তা করণ।

৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা

- জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইউনিয়নে কতগুলি ইঞ্জিন চালিত নৌকা আছে তার হিসাব রাখবেন এবং কয়টি ও কোনগুলো দুর্যোগের সময় জরুরী কাজে ব্যবহার হবে তা ঠিক করবেন।
- নৌকার মালিকগণ তাদের এ কাজে সহায়তা করবেন।
- জরুরী কন্ট্রোলরুমে নৌকার মালিক ও মাঝিদের মোবাইল নাম্বার সংরক্ষীত থাকবে।

৪.২.৭ দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি, চাহিদা নিরুপন ওপ্রতিবেদন প্রেরণ:

- দুর্যোগ অব্যহতির পর পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে "এসওএস ফরম" ও অনধিক ৭ দিনের মধ্যে "ড" ফরমে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাবেন।
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউপি সচিবের মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রতিবেদন একত্রিত করে পরবর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করবেন।

৪.২.৮ ত্রাণকার্যক্রম সমন্বয় করা

- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিভিন্ন ত্রাণ ও পূর্ণবাসন সহায়তাকারী দলের ত্রাণ কাজ সমন্বয় করবেন।
- বাইরে থেকে ত্রাণ বিতরণ কারী দল আসলে তারা কি পরিমান ত্রাণ সামগ্রী, পূর্ণবাসন সামগ্রী এনেছেন তা একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। উক্ত দল কোন এলাকায় ত্রাণ কাজ পরিচালনা করবেন তা কন্ট্রোল রুমকে জানাতে হবে।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুস্থতা ও ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দর পরিমান ঠিক করবেন এবং বরাদ্দকৃত ত্রাণ সামগ্রীর পরিমান/সংখ্যা ওয়ার্ড জনগনের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

৪.২.৯ শুকনাখাবার, জীবনরক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুতরাখা

- তাৎক্ষনিক ভাবে বিতরণের জন্য শুকনা খাবার যেমন, চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি স্থানীয় ভাবে হাট/বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- চাল, ডাল, আটা, তেল ইত্যাদি উপকরণ ও গৃহ নির্মাণের উপকরণ যথা ঢেউটিন, পেরেক, নাইলনের রশি ইত্যাদি স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যান সহকারীর সহায়তায় প্রয়োজনীয় ঐষধপত্রের তালিকা তৈরী ও স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করবে।
- ত্রাণ সামগ্রী পরিবহন ও ত্রাণ কর্মীদের যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় রিক্সা, বেবীটেক্সি ও অন্যান্য যানবাহন ইত্যাদি সমন্বয়ের দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উপর থাকবে।

৪.২.১০ গবাদি পশুর চিকিৎসা/টিকা

- উপজেলা প্রানীসম্পদ হাসপাতাল থেকে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঐষধ সংগ্রহ করে ইউনিয়ন ভবন অথবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রানী চিকিৎসা বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষনের ব্যস্থা করতে হবে।
- প্রয়োজনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের আপদকালীন সময়ে প্রানী চিকিৎসা কাজের সাথে সম্পৃক্ত করানোর ব্যবস্থা করতে হবে

৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা

- সর্তক বার্তা /পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রান কার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- ঘূর্ণিঝড়/বন্যা প্রবণ এলাকাসমূহে অব্যাহতভাবে দুর্যোগ মহড়া আয়োজন করা।
- প্রতি বছর এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বরে জনগোষ্টিকে নিয়ে মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা।
- মহড়া অনুষ্ঠানের সময় অসুস্থ্য, পঙ্গু, গর্বতী মহিলা ও শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াকে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা।
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজন আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউপি কার্যালয়ে না করে ঝুঁকিপূর্ণ গ্রামে করতে হবে।

৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পরপরই জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসংগে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও গ্রাম পুলিশ সদস্য উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও দায়ীত্বশীল ব্যক্তিদের কন্ট্রোল রুমের সার্ভিক দায়ীত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে বিবা-রাত্রি কন্ট্রোলরুমে দায়ীত্ব পালন করবেন। ইউনিয়ন পরিষদের সচিব সার্বক্ষনিক ভাবে তত্তাবধান করবেন।

৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ স্থান সমূহ

- বন্যার সময় ডুবে যাবে না, নদীভাঙ্গন থেকে দুরে এমন স্থান আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র, স্থানীয় স্কুল, কলেজ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, উঁচু রাস্তা, বাঁধ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- প্রতিটির বিস্তারিত বর্না লিখতে হবে।
- নিম্নে টেবিলের মাধ্যমেও দেখাতে হবে।

৪.৩ জেলা/ উপজেলার নিরাপদ স্থানসমুহের তালিকা ও বর্ননা

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম/ ওয়াড	ধারন ৰমতা	মন্তব্য
মাটির কিলৰা	-	-	-	এই উপজেলায় কোন মাটির কিলৰা নাই।
স্কুল কাম সেল্টার	-			এই উপজেলায় কোন স্কুল কাম শেল্টার নাই।

এই সব আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং স্কুল কাম সেল্টার গুলো স্কুল ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয় । আশ্রয়কেন্দ্রে ও স্কুল কাম সেল্টার গুলোতে স্বেচ্ছাসেবকদের উপকরণ ও যন্ত্রপাতি নাই। আশ্রয়কেন্দ্রগুলি ব্যবহার উপযোগী করার জন্য সংস্কার/ মেরামতের প্রয়োজন। বেশীর ভাগ আশ্রয়কেন্দ্রের সাথে বসতির সংযোগ রাস্তা ব্যবহার অনুপোযোগী। বিধায় রাস্তাগুলো পুণ:সংস্কার ও উঁচু করার প্রয়োজন। এছাড়া বেশীর ভাগ আশ্রয়কেন্দ্র গুলোতে আলোর ও খাবার পানের কোন ব্যাবস্থা নাই।

৪ ৪.আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপাপ্ত ব্যাক্তির নাম	মোবাইল নং	মন্তব্য
ইউপি ভবন	বরিশাল ইউপি ভবন	মো: আনারুল ইসলাম	০১৭২৮২৪৯০১৮	
	বেতকাপা ইউপি ভবন	শ্রী পুরতোষ চন্দ্র সরকার	০১৭২৪৩২১২৭৮	
	হরিনাথপুর ইউপি ভবন	মোঃ আমিনুর রহমান	০১৭১৭৩৬৫২৬২	
	হোসেনপুর ইউপি ভবন	মোঃ আব্দুল জব্বার সরকার	০১৭৩৫২৬১৭৩৩	
	কিশোরগাড়ি ইউপি ভবন	শ্রী সুনীল কুমার	০১৭৪৫৯৮২৭২৭	
	মোহাদিপুর ইউপি ভবন	মো: সুলতান আহম্মেদ মন্ডল	০১৭১৬০৮৩৫৬৯	
	মনোহরপুর ইউপি ভবন	একেএম সাদেকুর রহমান	০১৭১৪৬৭৬৫২৫	
	পবনাপুর ইউপি ভবন	মোঃ ওয়ালিউর রহমান	০১৭৫৭৯৭১৩৭৪	
	পলাশবাড়ী ইউপি ভবন	মো: রোহন আজাদ মন্ডল	০১৭৩৫১০১২২৮	

৪.৫ উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)

অবকাঠামো/ সম্পদ	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
লাইফ জ্যাকট	২	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	পলাশবাড়ী উপজেলায় দুর্যোগকালে ব্যবহৃত তেমন কোন সামগ্রী নাই। (যেমনঃ-আশ্রয় কেন্দ্র, বড় মেগাফোন , বড় মেগাফোন , ছোট মেগাফোন, ওয়ারলেস, সাইরেন, হেলমেট, বাই সাইকেল, ইঞ্জিন চালিত নৌকা, উদ্ধার টুল বক্স, এপ্রোন, স্ট্রেচার,মাইক,রেডিও (নষ্ট, টেবিল, চেয়ার, ওয়ারল্যাস সেট, আলমিরা ইতাদি)
গামবুট	৫	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	
টর্চ লাইট	৫	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	
ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ড (পতাকাসহ)	৫	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	
ফাস্ট এইড বক্স	৫	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	

৪.৬ অর্থায়ন:

(ক) নিজস্ব উৎস (ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস)

উৎস্য / ধরণ	বাৎসরিক আয়									
	বরিশাল	বেতকাপা	হরিনাথপুর	হোসেনপুর	কিশোরগাড়ী	মোহাদিপুর	মনোহরপুর	পাবনাপুর	পলাশবাড়ী	৯ টি ইউনিয়নে মোট
বসত বাড়ীর বাৎসরিক ট্যাক্স	২১২৩২০/-	৩০৮৭১৪/-	৩৮৭৪৬২/-	৩৭৫৪৬২/-	২৭৪৫৬২/-	৩১৯৮২৫৪/	২০৫১২৩/-	৩৭৪৫৬২/-	৩২৩৬৪৮/-	
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ইস্যু ও লাইসেন্স পারমিট ফি	৪৫০০/-	৩৮০০/-	১১০০০/-	৯৫৬৪/-	১০৩৫০/-	৮৩৫২/-	৪৬৩২/-	৬৯৫২/-	৪৫৬১/-	
ইজারা বাবদ (হাট, বাজার, ঘাট, পুকুর, খোয়াড় উজারা ইত্যাদি)	১৫০০০০/-	১৪০০০০/-	১৩৫৪৬১/-	১৪২১২/-	১৬০৪২১/-	১১০৩২৪/-	১২৪৫৬২/-	১২৪৫৬১/-	১২৫৬৩২/-	
সম্পত্তি হতে আয়	২০০/-	-	৪০০/-	৬৪২/-	৭৫১/-	-	-	৪৬২/-	১২৪৫/-	
ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ তহবিল	১৫০৩২০/-	১৪৫৩২১/-	১৮০২৩১/-	১৫৪৩২০/-	১২০৩১০/-	৯০৮৫২/-	৮৯৬৫২/-	৪৯২৩১/-	১০৯৮৫০/-	
অন্যান্য	১২৪৫/-									

(খ) সরকারী সূত্রে অনুদান

উন্নয়ন খাত:

সংস্থাপন:

ইউনিয়ন পরিষদ

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা:

চেয়ারম্যান (৯ জন) প্রতি: সরকারী: ১৪৭৫ এবং পরিষদ থেকে: ১৫২৫/-

এম ইউ পি (১০৮জন) প্রতি: সরকারী: ৯৫০/-,পরিষদ থেকে: ১২০০/-

সচিব (স্কেল) ৯ জন: ৭২০৬২/-

দফাদার (৯ টি ইউনিয়ন) প্রতি জন: ২১০০/-

গ্রাম পুলিশ (৯ টি ইউনিয়ন) প্রতি জন: ১৯০০/-

গ) স্থানীয় সরকার:

স্থানীয় সরকার	বাৎসরিক প্রদেয় টাকা									
	বরিশাল	বেতকাপা	হরিনাথপুর	হোসেনপুর	কিশোরগাড়ী	মোহাদিপুর	মনোহরপুর	পবনাপুর	পলাশবাড়ী	৯ টি ইউনিয়নে মোট
উপজেলা পরিষদ (১ ম কিস্তি)	৬৪৪৪৮৩	৬৫৪৪১৫	৪৫৮৭৬৪	৫৭৬৮৪৮	৭৮৬২৯৭	৭২৮৫৯৬	৫৯৫৫৫০	৫২৩৮০৮	৭৭৬৪১৮	৫৭৪৫১৭৯
উপজেলা পরিষদ (২য় কিস্তি)	৭৭৬৪০৬	৭৮৮৩৬৮	৫৫৩৩১১	৬৯৫০০৩	৯৪৬৫৭১	৮৭৭৫৬৫	৭১৭৫৮৬	৬৩১৪২০	৯৩৫২১০	৬৯২১৪৪০
জেলা পরিষদ										

(ঘ) বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা

বিভিন্ন দাতা সংস্থা, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করণের নিমিত্তে ইউনিয়ন পরিষদের সরাসরি অর্থায়ন করেছে। অধিকতর সহায়তা পাওয়া নির্ধারণ করছে ইউনিয়ন পরিষদের স্বক্ষমতা, স্বচ্ছতা সুর্পরিসুশ্বাসনের উপর। ইউনিয়ন পরিষদ তার প্রধান দুর্যোগ গুলো বিবেচনা করে যা তার ইউনিয়নের সার্ভিক উন্নয়নের জন্য প্রধান বাধা সেগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে অর্থায়ন করবে। প্রতি টি উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকেবিবেচনা করে প্রকল্প তৈরী, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	এস,এম,মাজহারুল ইসলাম	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭৬২৬৯৫০৭৩
২.	মো: আবু তালেব সরকার	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান	০১৭৩৩২৭২১২৯
৩.	মোঃ শওকত ওসমান	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	০১৭১২৯৫৪৭২৩
৪.	মোঃ গোলাম আজম	উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা	০১৭১২০৮৯৮১৩
৫	মোঃ আলতাফ হোসেন	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	০১৭৪৭১১৮১৪৩
৬	মোঃ আশরাফুল দ্দৌল্লা	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	০১৭১৫৫৪৬১৬৫
৭	মোঃ মিজানুর রহমান	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	০১৭১২৬৮২১৩৪
৮	একেএম ইদ্রিস আলী	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৭৪৬৪৯৯৩৪২

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	এস,এম,মাজহারুল ইসলাম	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭৬২৬৯৫০৭৩
২.	আবুল কাওসার মো: নজরুল ইসলাম	চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ	০১৮৫৮৬৩৬৬৯৯
৩.	মোছাঃ আনজুয়ারা বেগম	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	০১৭৩৩২৭২১২৯
৪.	মোঃ আবু তৈয়ব মোঃ সামছুজ্জামান	উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি)	০১৭১২০২৪৫৩২
৫	মোঃ গোলাম আজম	উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার	০১৭১২০৮৯৮১৩
৬	মোঃ সিহাব উদ্দিন	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	০১৯১১১৯৯১২১
৭	এ,কে,এম ইদ্রিস আলী	উপজেলা প্রকল্প বাসত্মবায়ন কর্মকর্তা	০১৭৪৬৪৯৯২৪২

পঞ্চম অধ্যায়: উদ্ধার ও পূর্নবাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন:

খাতসমূহ	বর্ণনা
কৃষি	• পলাশবাড়ী উপজেলায় ২০১২ সালের **শৈত্য প্রবাহ** পলাশবাড়ী উপজেলার মোট আবাদী ৪২৯৮৪ একর জমির মধ্যে ১০,৫০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। ভবিষ্যৎতে শৈত্য প্রবাহ এই মাত্রায় হতে থাকলে বা এর চেয়ে বেশী হলে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ আরো বেড়ে যাবে। • পলাশবাড়ী উপজেলায় ২০০৯ সালের **খরায় ৯** টি ইউনিয়নের মোট ফসলী জমির মধ্যে ৭০০০ একর জমির ইরি ধান, ৫০ একর জমির সবজি বাগান, বীজতলা। ভবিষ্যৎতে এর চেয়ে বেশী খরা হলে ক্ষ-ক্ষতির পরিমাণ আরো বেড়ে যাবে। • পলাশবাড়ী উপজেলায় ২০১১ সালের **কালবৈশাখী ঝড়ে** ৯ টি ইউনিয়নের মোট ৪২৯৮৪ একর ফসলী জমির মধ্যে ১১৫০০ একর জমির আমন ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়। প্রতি বছরিই কালবৈশাখী ঝড় এই উপজেলায় আঘাত হানে। ভবিষ্যৎতে ২০১১ সালর মত বা তার চেয়েও বেশী হলে কালবৈশাখী ঝড়ে আরো কাষতির পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। • পলাশবাড়ী উপজেলায় ২০০৮ সালের **বন্যা** হরিনাথপুর ইউনিয়নের মোট ৭০০৫ একর ফসলী জমির মধ্যে ৫২০ একর জমির আমন ধান, এবং ৫০ একর জমির পাট, ২৫০ একর জমির কলা, ৮০ একর জমির অন্য শষ্য ও বীজতলার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কিশোরগাড়ী ইউনিয়নেরঃ আবাদী মোট ৭০৮১ একর ফসলী জমির মধ্যে ৯৮০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। হোসেনপুর ইউনিয়নেরঃ৫৮০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এবং মহদীপুর ইউনিয়নেরঃ মোট ৪২১২ একর জমির মধ্যে ৭৮০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এবং ৪৫ একর জমির পাট, ৯০ একর জমির কলা, ৪৫ একর জমির অন্যঅন্য ফসল নষ্ট হয়েছে। ভবিষ্যৎতে ২০০৮ এর মত বন্যা হতে থাকলে বা এর চেয়ে বেশী বন্যা হলে এই ক্ষতির মাত্রা আরো বেড়ে যাবে। • পলাশবাড়ী উপজেলায় **নদী ভাঙ্গনের** কারণে কিশোরগাড়ী ইউনিয়নের মোট আবাদী জমির ৫৫ একর জমির, ও হোসেনপুর ইউনিয়নের মোট ৫০৫৭ একর আবাদী জমির মধ্যে ৮৫ একর জমির ফসলী জমি নদীভাঙ্গনে বিলিন হয়ে গেছে।
মৎস	• পলাশবাড়ী উপজেলায় ২০১২ সালের **শৈত্য প্রবাহ** মোট ৯টি ইউনিয়নের ১০টি পুকুরের মাছ চাষের ক্ষতি হয়। ভবিষ্যৎতে শৈত্য প্রবাহ এই মাত্রায় হতে থাকলে বা এর চেয়ে বেশী হলে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ আরো বেড়ে যাবে। • পলাশবাড়ী উপজেলায় ২০০৯ সালের **খরায়** হলে ৯টি ইউনিয়নের ২৪৫টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হয়। ভবিষ্যৎতে এর চেয়ে বেশী খরা হলে আরো বেশী পুকুরের মাছ চাষ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। • পলাশবাড়ী উপজেলায় ২০০৮ সালের **বন্যায়** হরিনাথপুর, কিশোরগাড়ী, হোসেনপুর ও মহদীপুর মোট ৫৪টি পুকুরের মাছ চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়। উপজেলার অন্যান্য ইউনিয়নে বন্যার প্রভাবে বিভিন্ন পুকুরের মাছ চাষ ক্ষতি হয়। ভবিষ্যৎতে ২০০৮ এর মত **বন্যা** হতে থাকলে বা এর চেয়ে বেশী বন্যা হলে এই ক্ষতির মাত্রা আরো বেড়ে যাবে। • পলাশবাড়ী উপজেলায় কিশোরগাড়ী ও হোসেনপুর ইনিয়নের ২০০৮ সালের **নদী ভাঙ্গনে** মোট ২৪টি পুকুর নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যায়। এতে ১০ পুকুরের মাছ চাষী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এবং আরো ১৪টি পুকুরের মাছ প্রাপ্তি থেকে ১৪টি পরিবার বঞ্চিত হয়।
গাছপালা	• পলাশবাড়ী উপজেলায় ২০১২ সালের **শৈত্য প্রবাহ** পলাশবাড়ী উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের মোট ৭৫২টি বিভিন্ন জাতের ফল গাছ, (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমরা, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) সহ ৮৫২টি ঔষধি গাছেরে সহ ক্ষতি হয়েছে। • পলাশবাড়ী উপজেলায় ২০০৯ সালের **খরায়** ৯টি ইউনিয়নের মোট ১৬৬৭টি গাছের ক্ষতি হয়। ছোট চোট চারা গাছ মারা যায়। ভবিষ্যৎতে এর চেয়ে বেশী খরা হলে গাছ-পালার ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ আরো বেড়ে যাবে। • পলাশবাড়ী উপজেলায় ২০১১ সালের মত **কালবৈশাখী ঝড়** হলে ৯টি ইউনিয়নের মোট ২৩৪০ গাছ ক্ষতি-গ্রস্থ হয়েছে। ভবিষ্যৎতে ঝড়ের প্রবাহ আরো তীব্র হলে গাছ-পালার ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ পূর্বের চেয়ে বেড়ে যাবে। • পলাশবাড়ী উপজেলাতে ২০০৮ সালের **বন্যায়** ৯টি ইউনিয়নের মোট ২২৪৫টি বিভিন্ন জাতের গাছ বন্যার পানিতে মারা যায়। • পলাশবাড়ী উপজেলায় কিশোরগাড়ী ও হোসেনপুর ইনিয়নের ২০০৮ সালের **নদী ভাঙ্গনে** প্রায় ১২০০ গাছ নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যায়। ভবিষ্যৎতে নদীভাঙ্গন আরো বেড়ে গেলে আরো বেশী গাছপালা নদীগর্ভে বিলিন হয়ে

	যাবে। চেয়ে
স্বাস্থ্য	• পলাশবাড়ী উপজেলায় ২০০৯ সালের **খরায় ৯**টি ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ডায়রিয়া ৫% জ্বর ২৫% লোক এবং জন্ডিস সহ বিভিন্ন ধরনের রোগ দেখা দিয়ে ছিল । ভবিষ্যৎতে খরার প্রভাব বেড়ে গেলে আরো বেশী সংখ্যাক জনগণ বিভিন্ন রোগে আক্রোন্ত হবে। • পলাশবাড়ী উপজেলায় ২০১২ সালের **শৈত্য প্রবাহ** মোট ৯টি ইউনিয়নে বিভিন্ন ধরনের রোগ দেখা দিতয় ছিল । এর মধ্যে উল্লেখ্য, ডায়রিয়া ৪% লোক অন্য লোক আক্রান্ত হয়েছে। • পলাশবাড়ী উপজেলায় ২০০৮ সালের **বন্যায়** হরিনাথপুর, কিশোরগাড়ী, হোসেনপুর ও মহদীপুর এই চারটি ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যার ৬% লোক ডায়েরিয়া, ১০% লোক আমাশয় ২% টাইফয়েট ৪% লোকের জন্ডিস ৬% লোকের ডায়েরিয়া জনিত এবং ৬% লোক চর্ম রোগে আক্রান্ত হয়েছে। উপজেলার অন্যান্য ইউনিয়নে বন্যার প্রভাবে ২৪৪৭৯২ জন জন সংখ্যার মধ্যে বিভিন্ন রোগে প্রায় ৩% শিশুসহ বয়স্করা আক্রান্ত হয়।
জীবিকা	• বিগত সালের **শৈত্য প্রবাহ** দেখা গেছে কৃষিজীবী ১০%-৩০, ক্ষুদ্র ও মাঝাড়ী ব্যবসায়ী ৫% শ্রমিক ও চাকুরীজীবী ১০ % প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে । ভবিষ্যৎতে এই সকল আপদের মাত্রা আরো বেড়ে গেলে বিভিন্ন পেশাজীবির লোকজনের সংখ্যা আরো বেড়ে যাবে। • বিগত সালের **খরায়** দেখা গেছে কৃষিজীবী ২০%-৪০% মৎস্যজীবী ১০-৩০% ক্ষুদ্র ও মাঝাড়ী ব্যবসায়ী ০৫% শ্রমিক ও চাকুরীজীবী ১০ % প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে । • পলাশবাড়ী উপজেলায় মোটামুটি ৫ ধরনের জীবিকার লোক আছে। যথা-কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, ৰুদ্র ও মাঝাড়ী ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও চাকুরীজীবী। বিগত সালের **বন্যায়** দেখা গেছে কৃষিজীবী ৭০-৯০% মৎস্যজীবী ৬০-৮০% ক্ষুদ্র ও মাঝাড়ী ব্যবসায়ী ৪০% শ্রমিক ও চাকুরীজীবী ১০ % প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ।
পয়ঃনিষ্কাশন	• ২০১১ সালের **কালবৈশাখী ঝড়ে** ৯টি ইউনিয়নের কাঁচা ৮০% আধাপাকা ৬০% পায়খানার ক্ষতি হয়েছে। • পলাশবাড়ী উপজেলায় ২০০৮ সালের **বন্যায়** হরিনাথপুর, কিশোরগাড়ী, হোসেনপুর ও মহদীপুর কাঁচা ৯০% আধাপাকা ৭০% পায়খানার ক্ষতি হয়েছে। • পলাশবাড়ী উপজেলায় কিশোরগাড়ী ও হোসেনপুর ইনিয়নের ২০০৮ সালের **নদী ভাঙ্গনে** ৪০% কাঁচা, আধাপাকা ও পাকা পায়খানা নদীগর্ভে বিলিন হয়ে যায়। ভবিষ্যৎতে আপদের মাত্রা বেড়ে গেলে বা তীব্র হলে ক্ষয়-ক্ষতি ও বেড়ে যাবে।
অবকাঠামো	• পলাশবাড়ী উপজেলায় ২০১১ সালের **কালবৈশাখী ঝড়ে** পলাশবাড়ী উপজেলায় ৪০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৮টি মাদ্রাসা, ৪০ টি মসজিদ, ৫ টি মন্দির, ৬ টি সরকারী ও বেসরকারী অফিস ১ টি হাসপাতাল, ৮ টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৬ টি ক্লিনিক , ২০ টি কালভার্ট, ১৫ টি ব্রীজ, ৪ কিলোমিটার পাকা রাস্তা, ৫ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা ঘুর্নিঝড়ের আঘাতে আংশিক বা সম্পুর্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। • পলাশবাড়ী উপজেলায় ২০০৮ সালের **বন্যায়** হরিনাথপুর, কিশোরগাড়ী, হোসেনপুর ও মহদীপুর কাচাঁ ঘর-বাড়ী ৮০%-১০০% ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে । ২% পাকা ঘর-বাড়ী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে । ৮০% বিভিন্ন অবকাঠামোর ক্ষতি হয়েছে। • পলাশবাড়ী উপজেলায় কিশোরগাড়ী ও হোসেনপুর ইনিয়নের ২০০৮ সালের **নদী ভাঙ্গনে** ৪০% ঘরবাড়ী, ৩০% বিভিন্ন অবকাঠামো নদী গর্ভে বিলিন হয়ে গেছে। ভবিষ্যৎতে নদী ভাঙ্গন বেড়ে গেলে এই সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে।
পশুপাখি	• পলাশবাড়ী উপজেলায় ২০০৮ সালের **বন্যায়** হরিনাথপুর, কিশোরগাড়ী, হোসেনপুর ও মহদীপুর মোট গৃহপালিত পশুপাখির মধ্যে ৩০% মারা গেছে এবং ৭০% পরিবার পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বিগত বছরগুলোর **কালবৈশাখী ঝড়ে** দেখা গেছে পশুপাখির আবাস স্থল ৮০%-৯০% ক্ষতিগ্রস্থ হয় । **এছাড়া খরা ও শৈত্যপ্রবাহে** পশু পাখির খাদ্য সংকট দেখা দেয়। ভবিষ্যৎতে বিভিন্ন আপদের মাত্র বেড়ে গেলে ক্ষয়-ক্ষতি আরো বেশী হবে।

৫.২. দ্রুত/আগাম পুনরুদ্ধার :

৫.২.১ প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা :

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	আবুল কাওসার মো: নজরুল ইসলাম	চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ	০১৮৫৮৬৩৬৬৯৯
০২	এস,এম,মাজহারুল ইসলাম	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭৬২৬৯৫০৭৩
০৩	মোঃ আরিফ আহম্মেদ	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	০১৭১২১৯৬৪৩০
০৪	মোঃ আমিনুল ইসলাম	ইউপি চেয়ারম্যান, কিশোরগাড়ী ইউপি	০১৭৮৫৪৪৪৩৪৬
০৫	মোঃ নুরুল আমিন সুজা	চেয়ারম্যান মহদীপুর ইউপি	০১৭১৪১৭৭০৫৪
০৬	এ,কে,এম ইদ্রিস আলী	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা , পলাশবাড়ী	০১৭৪৬৪৯৯৩৪২

৫.২.১ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ আলতাফ হোসেন	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	০১৭৪৭১১৮১৪৩
০২	মোঃ আশরাফুল দ্দৌল্লা	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	০১৭১৫৫৪৬১৬৫
০৩	মোঃ আমিনুল ইসলাম	ইউপি চেয়ারম্যান, কিশোরগাড়ী ইউপি	০১৭৮৫৪৪৪৩৪৬
০৪	মোছাঃ শাহনাজ আকতার	ইউপি চেয়ারম্যান, পবনাপুর ইউপি	০১৭২৮৬৬৬৫০৮
০৫	মোঃ জুহিদুল হক	ইউপি চেয়ারম্যান, হরিনাথপুর ইউপি	১৭১১২৬৪৪৩৯

৫.২.৩ জন সেবা পুনরাম্ভ :

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ হাবিবুর ইসলাম	চেয়ারম্যান পলাশবাড়ী ইউপি	০১৭১২৮৫৬৮২৬
০২	মোঃ আঃ মান্নান সরকার	চেয়ারম্যান বরিশাল ইউপি	০১৭১২৯৪৪৬৫৭
০৩	মোঃ মামুনুর রশিদ	উপজেলা মাধ্যমিক কর্মকর্তা	০১৭১২১০৪১০৪
০৪	ডাঃ মোঃ আব্দুল গফুর	উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা	০১৭১১৯৩৫২২১
০৫	এ,কে,এম ইদ্রিস আলী	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা , পলাশবাড়ী	০১৭৪৬৪৯৯৩৪২

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা :

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	আবুল কাওসার মো: নজরুল ইসলাম	চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ	০১৮৫৮৬৩৬৬৯৯
০২	এস,এম,মাজহারুল ইসলাম	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭৬২৬৯৫০৭৩
০৩	মোঃ শওকত ওসমান	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা , পলাশবাড়ী	০১৭১২৯৫৪৭২৩
০৪	এ,কে,এম ইদ্রিস আলী	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা , পলাশবাড়ী	০১৭৪৬৪৯৯৩৪২

সংযুক্তি ১

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট

চেক লিষ্ট

রেডিও টিভি মারফত ৫নং বিপদ সংকেত আবহাওয়া বার্তা প্রচারের সংগে সংগে নিম্নবর্ণিত "ছ" চেক লিষ্ট পরীক্ষা করে দেখতে এবং তাৎক্ষনিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

ক্রঃ নং	বিষয়	হ্যা/না
১.	সতর্কবার্তা প্রচারের নির্বাচিত সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের ডেকে আসন্ন বিপদ সম্মন্ধে প্রচার কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে।	হ্যাঁ
২.	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে উদ্ধার করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি/দল তৈরী করা আছে কিনা।	হ্যাঁ
৩.	২/১ দিনের শুকনা খাবার ও পানীয় জল নিরাপত্তা মোড়কে মাটির নীচে পুতিয়া রাখার জন্য প্রচার করা হইয়াছে।	হ্যাঁ
৪.	সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ জ্যাকেট সরবরাহ করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৫.	ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সার্বক্ষনিক ভাবে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৬.	ইউনিয়ন খাদ্য গুদাম/ ত্রান গুদামের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে।	না
৭.	অন্যান্য	

বিঃ দ্রঃ

- চেক লিষ্ট পরীক্ষা করে যেই ক্ষেত্রে নানারুপ ত্রুটি দেখা যাবে সেই ক্ষেত্রে জরুরীভাবে পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদ তহবিল দ্বারা বা কোন উৎস/ সংস্থা হইতে সেচ্ছাসেবক দলের সদদস্যদের জন্য লাইফ জ্যাকেট সংগ্রহ বিশেষ প্রয়োজন।

চেকলিষ্ট

প্রতি বৎসর এপ্রিল/ মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলাপ আলোচনা করে নিম্নে ছক চেক লিস্ট পুরণ করে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবেন।

ক্রঃ নং	বিষয়	উপযুক্ত স্থানে চিহ্ন
১	ইউনিয়ন খাদ্য গুদামে পর্যাপ্ত পরিমান খাদ্য মজুদ আছে।	না
২	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার শিশুদের টিকা/ ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে।	হ্যাঁ
৩	১-৬ বৎসরের শিশু ও মায়েদের ভিটামিন খাওয়ানো হয়েছে।	হ্যাঁ
৪	ইউপি ক্লিনিক হাসপাতালে ওরস্যালাইন মজুদ আছে।	হ্যাঁ
৫	সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের কে বাৎসরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।	হ্যাঁ
৬	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধ সরঞ্জাম আছে। ক এলাকায় উপস্থিত আছেন। নির্বাচিত	হ্যাঁ
৭	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রে জন্য নির্বাচিত পল্লী চিকিৎসক এলাকায় উপস্থিত আছেন	না
৮	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রে নলকূপ আছে।	না
৯	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রে দরজা জানালা ঠিক আছে	না
১০	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রে নির্বাচিত বিকল্প কেয়ার টেকার উপস্থিত আছে	হ্যাঁ
১১	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রে মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে	না
১২	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রে প্রসবা মহিলাদের দেখাশুনা করার জন্য নির্বাচিত ধাত্রী এলাকায় আছে	না
১৩	গরু ছাগলের অবস্থানের জন্য উচু স্থান কিল্লা নির্ধারিত হয়েছে।	না
১৪	সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে নির্ধারিত দায়িত্ব সম্মন্ধে সচেতন করা হয়েছে।	না
১৫	আশ্রয় কেন্দ্রগুলিতে পায়খানা/প্রসাবখানা ব্যবস্থা আছে	না
১৬	আবহাওয়া ও বিপদ সংকেত প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় মাইক্রোফোন চালূ আছে।	হ্যাঁ
১৭	কমপক্ষে ২/১ দিনের পরিমান শুকনা খাবার, পানীয় জল সংরক্ষণ করার জন্য জনগণকে সজাগ করা হয়েছে।	হ্যাঁ
১৮	অন্যান্য	

সংযুক্তি-২

উপজেলা : পলাশবাড়ী উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল নং
০১	আবুল কাওসার মো: নজরুল ইসলাম	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৮৫৮৬৩৬৬৯৯
০২	এস,এম,মাজহারুল ইসলাম	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সহ-সভাপতি	০১৭৬২৬৯৫০৭৩
০৩	মো: আবু তালেব সরকার	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৭৩৩২৭২১২৯
০৪	মোছা: কোহিনুর আকতার বানু (শিপন)	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৮১৫৬৮৬০৬৬
০৫	মোঃ আমিনুল ইসলাম	চেয়ারম্যান কিশোরগাড়ী ইউপি	সদস্য	০১৭৮৫৪৪৪৩৪৬
০৬	মোঃ আশরাফ মন্ডল	চেয়ারম্যান হোসেনপুর ইউপি	সদস্য	০১৮২৫০১৯৯৭০
০৭	মোঃ হাবিবুর ইসলাম	চেয়ারম্যান পলাশবাড়ী ইউপি	সদস্য	০১৭১২৮৫৬৮২৬
০৮	মোঃ আঃ মান্নান সরকার	চেয়ারম্যান বরিশাল ইউপি	সদস্য	০১৭১২৯৪৪৬৫৭
০৯	মোঃ নুরুল আমিন সুজা	চেয়ারম্যান মহদীপুর ইউপি	সদস্য	০১৭১৪১৭৭০৫৪
১০	মোছাঃ রেজিফা বেগম	চেয়ারম্যান বেতকাপা ইউপি	সদস্য	০১৭২১৫৩৬৭৯৯
১১	মোছাঃ শাহনাজ আকতার	চেয়ারম্যান পবনাপুর ইউপি	সদস্য	০১৭২৮৬৬৬৫০৮
১২	মোঃ মাজেদার রহমান	চেয়ারম্যান মনোহরপুর ইউপি	সদস্য	০১৯২২৮০০৯৬৯
১৩	মোঃ জুহিদুল হক	চেয়ারম্যান হরিনাথপুর ইউপি	সদস্য	০১৭১১২৬৪৪৩৯
১৪	মোঃ শওকত ওসমান	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১২৯৫৪৭২৩
১৫	মোঃ আবদুস ছামাদ	সহকারী কমিশনার ভূমি	সদস্য	০৫৪২৪৫৬০১২
১৬	ডাঃ এস, এম আব্দুল জলিল	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য	
১৭	মোঃ আফতাব হোসেন	উপজেলা মৎস কর্মকর্তা	সদস্য	০১৫৫৬৩০৫৯০৩
১৮	মোঃ আরিফ আহম্মেদ	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১২১৯৬৪৩০
১৯	আবু তৈয়ব মোঃ সামছুজ্জামান	উপজেলা প্রকৌশলী এলজিইডি	সদস্য	০১৭১২০২৪৫৩২
২০	মোঃ গোলাম আজম	উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১২০৮৯৮১৩
২১	মোঃ আলতাফ হোসেন	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭৪৭১১৮১৪৩
২২	মোঃ আশরাফুল দ্দৌল্লা	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৫৫৪৬১৬৫
২৩	মোঃ মিজানুর রহমান	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১২৬৮২১৩৪
২৪	মোঃ মামুনুর রশিদ	উপজেলা মাধ্যমিক কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১২১০৪১০৪
২৫	মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকতা	সদস্য	০১৫৫৩২৭৮২৭৩
২৬	মোঃ ময়নুল হক	আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭৭৩১৮৬২১৪
২৭	ডাঃ মোঃ আব্দুল গফুর	উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১১৯৩৫২২১
২৮	মোঃ সিহাব উদ্দিন	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৯১১১৯৯১২১
২৯	মোঃ মাজেদুল ইসলাম	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য	০১৭১৫০০৫৬৭৪
৩০	গোপাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (পুলিশ)	সদস্য	০১৭১৩৩৭৩৮৯৫
৩১	মোঃ শাহজাহান আলী	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)	সদস্য	০১৭১২৫০৩১০২
৩২	এ. এস. এম রফিকুল ইসলাম	প্রভাষক	সদস্য	০১৭৪০৯৬৬৮৭৩
৩৩	মোঃ সিদ্দিকুল আলম মৃধা	এনজিও প্রতিনিধি	সদস্য	০১৭১৬০৪০৯৭৪
৩৪	ফারুক আহম্মেদ	এনজিও প্রতিনিধি	সদস্য	০১৭৫৫৬৪০৮৮০
৩৫	এ. কে. এম. ইদ্রিস আলী	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব	০১৭৪৬৪৯৯৩৪২

তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ঃ এ,কে,এম ইদ্রিস আলী, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, মোবাইল ঃ ০১৭৪৬৪৯৯৩৪২

সংযুক্তি ৩

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

০৬ নং বেতকাপা ইউনিয়ন

ক্রমঃ	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল
০১	মোঃ আঃ রউফ প্রধান	মৃত. ছাবেদ আলী প্রধান	০১	পায় নাই	০১৭২৯৮২৮৬৩২
০২	মোছাঃ নুর্বন্নাহার বেগম	মোঃ আঃ সাফী প্রধান	০১	পায় নাই	০১৭৪৩১২২৮৩৩
০৩	মোছাঃ মনিরা বেগম	মোঃ শরিফুল	০৮	পায় নাই	০১৭৩৪৫৬২০৯৭
০৪	মোঃ মেহেনুর	মোঃ ইসরাফিল		পায় নাই	০১৭৩৬৩৩৬০২৬
০৫	মোঃ আসাদুজ্জামন সরকার	মোঃ আমিনুল সরকার	০২	পায় নাই	০১৮৪০৬১২১৭২
০৬	মোঃ মোনার্বল ইসলাম	মোঃ ছামছুল ইসলাম	০২	পায় নাই	০১৭৮৩১০৯৪২৪
০৭	মোছাঃ রোজিফা বেগম মিনা (চেয়ারম্যান)	মৃত. ঠান্ডা সরকার	০৭	পায় নাই	০১৭২১৫৩৬৭৯৯
০৮	মোছাঃ শাবানা আক্তার দিনা (সংরক্ষিত সদস)	মোঃ সৌরব সরকার	০৩	পায় নাই	০১৭১৮৬১৫৭৪১
০৯	মোঃ ছাইফুল ইসলাম(ইউপি সদস্য)	মৃত ইয়াছিন আলী মন্ডল	০৩	পায় নাই	০১৯২৫১৩১৪০৯
১০	মোঃ সেলিম রেজা (ইউপি সদস্য)	মৃত মুনছুর আলী	০৪	পায় নাই	০১৯৫৬৯৩৬৯৪২
১১	মোঃ নওশা মিয়া(ইউপি সদস্য)	আজিজার	০৫	পায় নাই	০১৭৫৯২৮১১২৬
১২	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান(ইউপি সদস্য)	মৃত মফিজ	০৬	পায় নাই	০১৭৪৫৯৮২২৯৮
১৩	লিপি রানী সরকার(সংরক্ষিত)	লিটন	০৫	পায় নাই	
১৪	মোঃ আজিজ তারা(ইউপি সদস্য)		০৭	পায় নাই	
১৫	মোঃ আলামিন (ইউপি সদস্য)	মোহাম্মদ	০৮	পায় নাই	০১৭২৭৮৩৭১২২
১৬	মোঃ খোকা মিয়া(ইউপি সদস্য)		০৯	পায় নাই	
১৭	মোছাঃ মাছুমা বেগম (সংরক্ষিত)	মধু	০৮	পায় নাই	০১৭১৩৭১৩২৫৯
১৮	মোঃ শরিফুল আলম-(উদ্যোক্তা-১)	মোঃ ফরহাদ আলী সরকার	০২	পায় নাই	০১৭২৯৮১৩৯৬৪
১৯	মোঃ ইকবাল সরকার-(উদ্যোক্তা-২)	মোঃ আবুল কালাম	০২	পায় নাই	০১৭৭০৮৯১৩৮৭
২০	মোঃ ফার্বক সরকার	মোঃ আতাউর রহমান	০৭	পায় নাই	০১৭২৪০১৭৩১৭
২১	মোছাঃ লাকী বেগম	মোঃ সুজা	০৭	পায় নাই	
২২	মোঃ রবিউল ইসলাম	মোঃ আতাউর রহমান	০৭	পায় নাই	
২৩	মোঃ রেজা মিয়া	সেকেন্দার	০৩	পায় নাই	
২৪	মোঃ শাহিন প্রধান	মোঃ গোফ্ফার প্রধান	০৫	পায় নাই	০১৭৭০৭৩৭৭৮০
২৫	মোঃ আঃ লতিফ সরকার		০৩	পায় নাই	
২৬	মোঃ মাহামুদুল প্রধান	মৃত. ফজলুর হক প্রধান	০৬	পায় নাই	০১৭৩৮৩৩৫০০১
২৭	মোঃ মোজাহার	মৃত. আজিম উদ্দিন	০৪	পায় নাই	০১৭৩৭১৩২১৪৭
২৮	মোঃ মাহাবুর রহমান	মৃত. নুর্বজ্জামান প্রধান	০৬	পায় নাই	০১৭৩৩২১৬১৬৩
২৯	মোছাঃ জুই খাতুন	মোজাহার মিয়া	০৪	পায় নাই	০১৭৩৭১৩২১৪৭
৩০	পরিতোষ চন্দ্র সরকার সচিব	পতিব পাবন		পায় নাই	০১৭২৪৩২১২৭৮

৫নং মহদীপুর ইউনিয়ন পরিশদ

ক্রমঃ	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	মোঃ সোহেল রানা	মৃতঃ আজিম উদ্দিন	১	পায় নাই	০১৭৮৩১৯৯০১৫
০২	মোঃ রুহুল আমিন	মৃতঃ আব্রাহিম	১	পায় নাই	অনুরুপ
০৩	মোঃ কবিরুল ইসলাম	মোঃ রমজান আলী	১	পায় নাই	অনুরুপ
০৪	মোঃ শাহানুর মিযা	মোঃ রফিকুল ইসলাম	১	পায় নাই	অনুরুপ
০৫	মোঃ আঃ সালাম	মৃতঃ আঃ হামিদ সরকার	২	পায় নাই	০১৭৫১৩০৯৯৪৭
০৬	মোঃ মিজানুর রহমান	রইচ উদ্দিন	২	পায় নাই	অনুরুপ
০৭	মোঃ শহিদুল ইসলাম	মোজাম্মেল	২	পায় নাই	অনুরুপ
০৮	মোঃ আরজু	নুরুন্নবী	২	পায় নাই	অনুরুপ
০৯	মোঃ রুবেল মিয়া	মোঃ হান্নান সরকার	৩	পায় নাই	০১৭২৪৯৬৮৮০৬
১০	মোঃ ফরিদ মিয়া	মৃতঃ আব্দুল জলিল সরকার	৩	পায় নাই	০১৭৭৪৭৮৯৫৭০
১১	মোছাঃ মোনোয়ারা বেগম	বাবলূ সরকার	৩	পায় নাই	০১৭৭৩৫১৯১৪১
১২	মোছাঃ কহিনুর বেগম	মোঃ আশরাফুল	৩	পায় নাই	০১৭৪৬৯০৪৫২৮
১৩	মোঃ তাজু মিয়া	মোঃ সাজু মিয়া	৩	পায় নাই	০১৭৬৫৯৭৫৭৮৪
১৪	মোঃ আলমগীর	নজের আলী	৪	পায় নাই	০১৭৫১৩০৯৯৪৭
১৫	মোঃ হাসান মিয়া	রাজা মিযা	৪	পায় নাই	অনুরুপ
১৬	মোঃ রফিকুল ইসলাম		৪	পায় নাই	অনুরুপ
১৭	মোঃ খালেক মিয়া	মধু মিয়া	৪	পায় নাই	অনুরুপ
১৮	মোঃ গোলাম মিয়া	সুবাহান মিয়া	৪	পায় নাই	অনুরুপ
১৯	মোঃ নুৎফর রহমান	মোঃ কবেজ আলী	৫	পায় নাই	০১৭৭৬৯০৪৯৪৭
২০	মোঃ শহিদুল ইসলাম	মৃতঃ নজরুল ইসলাম	৫	পায় নাই	অনুরুপ
২১	মোঃ রাজা মিয়া	মৃতঃ নায়েক উদ্দিন	৫	পায় নাই	অনুরুপ
২২	মোঃ সারোয়ার	মৃতঃ আনছার আলী	৫	পায় নাই	অনুরুপ
২৩	মোঃ তহিন মিয়া	আঃ সুবাহান মিয়া	৬	পায় নাই	০১৭৪০৪৪১৭৮৯
২৪	মোঃ সপন মিয়া	রাজা মিয়া	৬	পায় নাই	অনুরুপ
২৫	মোঃ সহিদুল ইসলাম	হামিদ মিয়া	৬	পায় নাই	অনুরুপ
২৬	মোঃ লেবু মিয়া	মোঃ বাকি মিয়া	৬	পায় নাই	অনুরুপ
২৭	মোঃ রিপন মিযা	মোঃ খলিল মিয়া	৬	পায় নাই	অনুরুপ
২৮	মোঃ সাকিল মিয়া	ওবাইদুল মিয়া	৬	পায় নাই	অনুরুপ
২৯	মোঃ শহিদুল ইসলাম	মোঃ মজিবর রহমান	৭	পায় নাই	০১৭৩৯৮৭০৫৮৩
৩০	মোঃ নুরুন্নবী মিয়া	মোঃ খোকা মিয়া	৭	পায় নাই	০১৭৪৬৬১১৮২৮
৩১	মোঃ ছামাদ মিয়া	মোঃ বাদশা মিয়া	৭	পায় নাই	অনুরুপ
৩২	মোঃ হাসান মিয়া	মোঃ মফিজার মিয়া	৭	পায় নাই	অনুরুপ
৩৩	মোঃ মেটেল মিয়া	মৃতঃ কফিল উদ্দিন	৭	পায় নাই	অনুরুপ
৩৪	মোঃ সাইফুল ইসলাম	মোঃ ছলিম উদ্দিন	৮	পায় নাই	০১৭২৪৭৪০৩৩৫
৩৫	মোঃ আশরাফুল ইসলাম	মৃতঃ আকবর আলী	৮	পায় নাই	০১৭৩৯৮৭০৫৮৩
৩৬	মোঃ মোকছেদ আলী	মোঃ কদ্দুছ মিয়া	৮	পায় নাই	অনুরুপ
৩৭	মোঃ জয়নাল হক	মৃতঃ ফজলুল হক	৮	পায় নাই	অনুরুপ
৩৮	মোঃ খালেক মিয়া	মোঃ নজরুল মিযা	৮	পায় নাই	০১৭৫১৩০৯৯৪৭
৩৯	মোঃ রবিউল ইসলাম	মোঃ আব্দুল জলিল সরকার	৯	পায় নাই	০১৭৮৫৩১১২১১
৪০	মোঃ জিয়াউর রহমান	মৃতঃ মজিদ মিয়া	৯	পায় নাই	০১৭২৩২৯৪১১১
৪১	মোঃ হানিফ মিয়া	মোঃ রাজা মিয়া	৯	পায় নাই	০১৭৩৪৯৯৫৪০০
৪২	মোছাঃ বিলকিছ বেগম	মোঃ রেজাউল করিম	৯	পায় নাই	০১৭৫১৩০৯৯৪৭
৪৩	মোঃ আইয়ুব আলী	মৃতঃ ওয়াব আলী	৯	পায় নাই	০১৭৩০৮৩৫১৮৬
৪৪	মোঃ বেলাল মিয়া	গোলজার মিয়া	৯	পায় নাই	০১৭২১২১১৮৪০
৪৫	মোঃ রুহল আমিন	মোঃ আমির আলী	৯	পায় নাই	০১৭৫১৩০৯৯৪৭
৪৬	মোঃ পলাশ মিয়া	মোঃ মজনু মিয়া	৯	পায় নাই	০১৭৮৮১৫২৭৩০
৪৭	মোঃ কাওছার মিয়া	মোঃ নওশা মিযা	৯	পায় নাই	০১৭৬৭৩০৬৯০৯
৪৮	মোঃ সুরুজ মিয়া	মোঃ হাছেন আলী	৯	পায় নাই	০১৭৬১২০৭৯৫৪

৪ নং বরিশাল ইউনিয়ন

ক্রমঃ	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল
০১	মোঃ আজিজার রহমান	মৃত্যু বানিজ উদ্দিন	ছাউনিয়া	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)
০২	মোঃ নয়ন মিয়া	গোলাম রসুল	,,	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)
০৩	মোঃ আকবর আলী	আব্বাস আলী	মির্জাপুর	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)
০৪	মোছাঃ নুরিবেগম	রেজাউল করিম	নারায়নপুর	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)
০৫	মোঃ মোতালেব্রব মিয়া	সিরাজ উদ্দিন	গাবদিন	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)
০৬	মোঃ হেনা বেগম	আব্দুল করিম	কয়ারপাড়া	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)
০৭	মোঃ মাইদুল মিয়া	কারিয়া	গোপিনাথপুর	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)
০৮	মোঃ মামুন মিয়া	মঞ্জু মিয়া	বাসুদেবপুর	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)
০৯	মোঃ আব্দুল রাজ্জাক	লুৎফর রহমান	ভবানীপুর	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)
১০	মোঃ সোহেল	আঃ জলিল	কয়ারপাড়া	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)
১১	মোঃ জাকির হোসেন	আঃজলিল	আমলাগাছী	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)
১২	মোঃ আব্দুল হামিদ	মহাতাবহোসেন	কয়ারপাড়া	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)
১৩	পরিতোষ	প্রভাত	বাসুদেবপুর	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)
১৪	পরিমল	রমেস	,,	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)
১৫	গোপি চন্দ্র	ব্রজেন্দ্র	আমলাগাছী	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)
১৬	বিপুল চন্দ্র	বিমল চন্দ্র	,,	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)
১৭	মোঃ হেলাল উদ্দিন	আঃগফ্ফার	বাসুদেবপুর	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)
১৮	মোঃ আবুল কাসেম	আব্বাসউদ্দিন	ভবানীপুর	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)
১৯	মোঃ ইউসুফ আলী	আঃ ছাত্তার	আমলাগাছী	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)
২০	প্রদিব কুমার	প্রভাত কুমার	গাবদিন	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)
২১	নজির উদ্দিন	সইতুল্যা ব্যাপারী	ভবানীপুর	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)
২২	মোঃ আহাদ মিয়া	মোঃদুলা মিয়া	বাসুদেবপুর	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)
২৩	মোঃ সহিদুল ইসলাম	আব্দুস সাত্তার	গোপিনাথপুর	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)
২৪	দীপক কুমার	জয়ন্ত বসু	আমলাগাছী	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)
২৫	মোছাঃ বেবী বেগম	মোঃখোকা মিয়া	ইারায়ন পুর	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)
২৬	মোছাঃ হ্যাপি বেগম	খাইর্বল ইসলাম	,,	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)
২৭	মোছাঃ হালিমা বেগম	আলআমিন	,,	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)
২৮	মোছাঃ বিলকিস বেগম	আবু মিয়া	ঋবানীপুর	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)
২৯	মোছাঃ নাছরিন বেগম	আব্বাস আলী	কয়ারপাড়া	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)
৩০	মোছাঃ লাইলী বেগম	ইসাহাক আলী	বাসুদেবপুর	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)
৩১	মোছাঃ সাহেরা বেগম	গাফায়ত উলৱা	,,	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)
৩২	মোছাঃ হাজেরা বেগম	তাজু মিয়া	সাবদিন	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)
৩৩	মোছাঃ এসমোতা বানু	বাদশা মিয়া	,,	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)
৩৪	মোছাঃ নাজমা বেগম	ঘাফিজার রহমান	নারায়নপুর	পায় নাই	০১৭২৮২৪৯০১৮ (অনু)

০৩ নং পলাশবাড়ী ইউনিয়ন

ক্রমঃ	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	মোঃ বয়েজ উদ্দিন	মৃত: আব্দুল করিম	১	পায় নাই	০১৭৭১৩৮৫০৯১
০২	মোঃ আহম্মদ আলী	মৃত: ফইমুদ্দিন	১	পায় নাই	০১৯১৬২০৩৫৯৯
০৩	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	মোঃ বশির উদ্দিন	১	পায় নাই	০১৭৬৭২০০৫৪০
০৪	মোঃ চাঁন মিয়া	মৃত: মেছের উদ্দিন	১	পায় নাই	০১৭৫২৩৩৩৮২৪
০৫	মোঃ আবু মিয়া	মোঃ আব্দুল করিম	১	পায় নাই	০১৭১৩৭২৬৫৩৬
০৬	মোঃ হাবিবুর রহমান	মোঃ ময়েন উদ্দিন	২	পায় নাই	০১৭৮৫৪৮৮৮৩১
০৭	মোঃ আবু হাসান	মৃত: মানিউলৱাহ্ সরকার	২	পায় নাই	০১৭৯১৮৯৫৭৫৮
০৮	মোঃ নানড়বু মিয়া	মৃত: আবুল হোসেন	২	পায় নাই	০১৯১৭২৩৫৭৩৬
০৯	মোঃ খাজের আলী সরকার	মৃত: ইয়াকুব আলী	২	পায় নাই	০১৭৭৪৪৮৭৪৫৯
১০	মোঃ মনোয়ার্বল ইসলাম	মোঃ রমজান আলী	২	পায় নাই	০১৭৫১৭৬০৪২৫
১১	মোঃ মাহমুদুল হাসান	মোঃ আব্দুল কদ্দুছ	৩	পায় নাই	০১৭৬৭৪৯৯১৬৪
১২	মোঃ আব্দুল রাজ্জাক	মৃত: কামাল উদ্দিন	৩	পায় নাই	০১৭৮০৯৭৪৪৮২
১৩	মোঃ আবুল বাশার	মৃত: কাশেম আলী	৩	পায় নাই	০১৭৯৪৮৩১৭৫৫
১৪	মোঃ রানা মিয়া	মোঃ হায়দার আলী	৩	পায় নাই	০১৭৮৫০৮৫২২৪
১৫	মোঃ আব্দুল হামিদ সরকার	মৃত: আব্দুল জোব্বার	৩	পায় নাই	০১৭৮৫২৭৪৫৩৩
১৬	মোঃ লেবু মিয়া	মৃত: বাচ্চা মিয়া	৪	পায় নাই	০১৭৯৪৮০৯০৫২
১৭	মোঃ ডাবলু মিয়া	মোঃ খোকা প্রধান	৪	পায় নাই	০১৮৫০৩১৪১৩৬
১৮	মোঃ সাইফুল ইসলাম	মৃত: হযরত আলী	৪	পায় নাই	০১৭৭৩৫১৭৪৪৮
১৯	মোঃ মধু মিয়া	মৃত: মোজাম্মেল হক	৪	পায় নাই	০১৭২৪৩৫৮১১৬২
২০	মোঃ রেজাউল করিম	মোঃ আমজাদ আলী	৪	পায় নাই	০১৭৪৮৯৫৩৯৬৮
২১	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মৃত: আজিজার রহমান	৫	পায় নাই	০১৭৪৩৯৪৯৯৮০
২২	মোঃ মাহমুদ সিদ্দিক	আলহাজ্ব হাসান আলী	৫	পায় নাই	০১৭১৭৫২২৩০৬
২৩	মোঃ আব্দুল হামিদ	মৃত: এমদাদুল হক	৫	পায় নাই	০১৭৫৪৫৭০২৮০
২৪	মোঃ সাইদুর রহমান	মোঃ মধু মিয়া	৫	পায় নাই	০১৭৫৭৯৭১৪৯১
২৫	মোঃ সৈয়দ আলী	মৃত: হাসিমুলৱাহ	৫	পায় নাই	০১৭৮০৯৭৩৩৪১
২৬	মোঃ সাইফুল ইসলাম	মৃত: বছির উদ্দিন	৬	পায় নাই	০১৭২৮৪২৫৭০৭
২৭	মোঃ আশরাফুল ইসলাম	মোঃ লাল মিয়া	৬	পায় নাই	০১৭১৩৯৯৪১৫৬
২৮	মোঃ নওয়াব আলী	মোঃ সৈয়দ জামান	৬	পায় নাই	০১৭১৩৭৯৩২০৯
২৯	মোঃ হাবিবুর রহমান	মোঃ মোস্তাফিজার রহমান	৬	পায় নাই	০১৭৩৩১৪৬৭০৩
৩০	মোঃ মাহমুদুল রেজা	মোঃ আব্দুল মজিদ	৬	পায় নাই	০১৭২৫৭৯৬৭১৩
৩১	মোঃ আব্দুর রশিদ	মৃত: নয়া মিয়া	৭	পায় নাই	
৩২	মোঃ সাহাবুদ্দিন সাবু	মৃত: গোলজার হোসেন	৭	পায় নাই	০১৭১২৬২৬৪৩৯
৩৩	মোঃ মুক্তা মিয়া	মৃত: আব্দুর রউফ	৭	পায় নাই	০১৭১৪৬৭৭২২৫
৩৪	মোঃ আব্দুল মাজেদ	মৃত: আব্দুল আজিজ	৭	পায় নাই	
৩৫	মোঃ আনার্বল ইসলাম	মোঃ আব্দুল গণি	৭	পায় নাই	
৩৬	মোঃ গোলাম রব্বানী	মোঃ আব্দুল কদ্দুছ	৮	পায় নাই	০১৭১৫২১৩৩৮১
৩৭	মোঃ মোনার্বল ইসলাম	মোঃ আব্দুর রহিম	৮	পায় নাই	০১৭৪১৬৪১৮৩৫
৩৮	মোঃ আনার্বল ইসলাম	মোঃ আব্দুর রহিম	৮	পায় নাই	
৩৯	মোঃ আব্দুল রশিদ পশ্চিম	মোঃ খোকা মিয়া	৮	পায় নাই	০১৮৬০০৭৫৯৭৫
৪০	মোঃ আবু বক্কর	মৃত: ওমর উদ্দিন	৮	পায় নাই	
৪১	মোঃ জালাল উদ্দিন	মৃত: সিরাজ উদ্দিন	৯	পায় নাই	০১৭২৮৫৮৭৭৯৪
৪২	মোঃ শাহ আলম মন্ডল	মৃত: ইউসুব উদ্দিন	৯	পায় নাই	০১৭৪৮৯০৪১২৪
৪৩	মোঃ সাইফুল ইসলাম	মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ	৯	পায় নাই	০১৭১৪৮০০০৫১
৪৪	মোঃ আব্দুল হাই	মৃত: মনির উদ্দিন	৯	পায় নাই	০১৭৭৩২০৪২৩৩
৪৫	মোঃ হেলাল উদ্দিন	মোঃ সিরাজ উদ্দিন	৯	পায় নাই	০১৭১৩৭৮২৫১২

০৭ নং পবনাপুর ইউনিয়ন

ক্রমিক নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	মোঃ মাজেদার রহমান দুলু	মৃত মোখলেছুর রহমান	৭	পায় নাই	০১৯২২৮০০৯৬৯
০২	আবু হাসান মো রাশেদুল রনি	মোঃ মোজাফফর রহমান	৭	পায় নাই	০১৭১৩৯৯৪১১১
০৩	মোঃ মামেদুল হক	মৃত নুরুল ইসলাম	৭	পায় নাই	০১৯১৮১৭৭০৭১
০৪	মোঃ আঃ ছবুর	মৃত আবুল কাশেম	৭	পায় নাই	
০৫	আঃ আজিজ	মৃত রবিয়াল হোসেন	৭	পায় নাই	
০৬	মোঃ নজরুল ইসলাম	মৃত নুরুল আমিন	৭	পায় নাই	
০৭	মোঃ জাহিদ হাসান বুলবুল	মোঃ আমজাদ হোসেন মন্ডল	৮	পায় নাই	০১৭৬১০২৭৬১০
০৮	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	মোঃ মোসলেম উদ্দিন	৮	পায় নাই	
০৯	মোঃ নাদিম হোসেন	মোঃ আঃ কাফি	৮	পায় নাই	
১০	মোঃ আনিছুর রহমান	মোঃ সাইবুদ্দি	৮	পায় নাই	
১১	মোঃ ছাইদার রহমান	মৃত সাহেব উল্ল্যা	৯	পায় নাই	০১৯১৭৭৬৭৮৩৬
১২	মোঃ রাশেদ আলী	মৃত কাজিম উল্ল্যা	৯	পায় নাই	
১৩	মোঃ ছামছুল ইসলাম	মৃত আজিম উল্ল্যা	৯	পায় নাই	
১৪	মোঃ তোতা মিয়া	মৃত কফিল উদ্দিন	৯	পায় নাই	
১৫	মোঃ আলাউদ্দিন	আঃ গফুর শেখ	৬	পায় নাই	০১৭২২০২৩৯৩০
১৬	মোঃ মজিবর রহমান	মোঃ মফিজল হক	৬	পায় নাই	
১৭	মোঃ আঃ খালেক	মোঃ আঃ জলিল	৬	পায় নাই	
১৮	মোঃ মফিজল হক	মোঃ নইবকস	৬	পায় নাই	
১৯	মোঃ শাহ আলম প্রধান	মোঃ আঃ কাফি প্রধান	৫	পায় নাই	০১৭২৯৮১৩৮৩৮
২০	মোঃ আঃ ওহাব রিপন	মোহাম্মদ আলী	৫	পায় নাই	
২১	মোঃ শহিদুল ইসলাম	মৃত আহছান	৫	পায় নাই	
২২	মোঃ রমজান আলী	মৃত সাহার উদ্দিন	৫	পায় নাই	
২৩	মোঃ আঃ লতিফ প্রধান	মৃত জহর উদ্দিন	৪	পায় নাই	০১৭১৩৭৮৮৮৭৭
২৪	মোঃ শাহজাহান চৌধুরী	মৃত মহির উদ্দিন	৩	পায় নাই	০১৯২১৪৮৫৬১৯
২৫	মোঃ ফয়জার		৩	পায় নাই	
২৬	মোঃ সাদা	মোঃ মোয়াজ্জেম মাস্টার	৩	পায় নাই	
২৭	মোঃ সিরাজ		৩	পায় নাই	
২৮	মোঃ জহুরুল হক	মোঃ ছামছুল হক প্রধান	২	পায় নাই	০১৭৭০৬৪০৯৬৪
২৯	মোঃ আলতাব আলী	ইউছুব খন্দকার	১	পায় নাই	০১৭৫১১৬২৭২২
৩০	মোঃ রুমন খন্দকার	মোঃ মুঞ্জুরুল খন্দকার	১	পায় নাই	০১৭৪৪৮০৩৬৩৬
৩১	মোঃ আফজাল হোসেন	মৃত ইউছুব উদ্দিন	১	পায় নাই	০১৭৬৮৮৬২৩৫২
৩২	শ্রী মিলন চন্দ্র	মৃত নিশি কান্ত	১	পায় নাই	০১৭৭৪৬৯০২৮৭

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা

মাটির কিল্লা ঃ এই উপজেলায় কোন মাটির কিলরা নাই ।

স্কুল কাম শেল্টার ঃ পলাশ বাড়ী উপজেলায় কোন স্কুল কাম শেল্টার নাই।

সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান**ঃ পলাশ বাড়ী উপজেলায় কোন** সরকরী / বেসরকারী কোন প্রতিষ্ঠান আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার

উঁচু রাস্তা বা বাঁধ**ঃ পলাশ বাড়ী উপজেলায় কোন** উঁচু রাস্তা বা বাধঁ আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার হয়না।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পদবী	মোবাইল	মন্তব্য
উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র	ডাঃ এস এম আব্দুল জলিল	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা	palashbari@uhfpo.dghs.gov.bd	
	আবু তারেক মোঃ রওনাক আক্তার	উপজেলা শিৰা অফিসার	০১৭১৩৯৩৯২৯৯	
	মোঃ আব্দুস সামাদ	সহকারী কমিশনার ভুমি	০১৭২৪৬১৯৮৬০	
	মোঃ গোলাম আজম	উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা	০১৭১২০৮৯৮১৩	

অগ্নি নিরাপত্তা-

পলাশবাড়ী উপজেলায় কোন ফায়ার ষ্টেশন নাই। উক্ত উপজেলায় কোন আগুন লাগলে ২১ কিলোমিটার দুরে অবস্থিত গাইবান্ধা জেলা ফায়ার সার্ভিস থেকে আগুন নেভানো ও উদ্ধার কাজ হয়ে থাকে।

ফায়ার স্টেশনেরনাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
ফায়ার ষ্টেশন নেই			

ইঞ্জিন চালিত নৌকা ঃ পলাশ বাড়ী উপজেলায় কোন ইঞ্জিন চালিত নৌকা নেই।

স্থানীয় ব্যবসায়ী

ইউনিয়ন/ ওয়ার্ডেরনাম	স্থানীয় ব্যবসায়ীর নাম	মোবাইল	মন্তব্য
হোসেনপুর ৬নং ওয়াড	সাহাব উদ্দিন	০১৭৩০১৬৯৫১৭	
হোসেনপুর ৩ নং ওয়াড	আঃ ছালাম	----------	
পবনাপুর ৫ নং ওয়াড	আঃ মজিদ	০১৯৬৭৪৪২৮১০	
পবনাপুর	মোঃ সুমন মিয়া	০১৯১৭৩৫২৫০১	
২নং ওয়ার্ড মোনহরপুর	মোঃ রেজাউল করিম	০১৭১৩৭৮৮৮৭৬	
মোনহরপুর ২নং ওয়াড	তুলিপ চন্দ্র বর্মন	০১৯৩৭৪৮৮৬১২	
হরিনাথপুর ইউ পি	মোঃ মফিজার রহমান	০১৯১৫৪২৯৭৪৫	

এক নজরে পলাশবাড়ী উপজেলা

আয়তন	১৮৫.৩৩ কি.মি
ইউনিয়ন/উপজেলা	৯ টি
মৌজা	১৬০ টি
গ্রাম	১৬০ টি
পরিবার	৬৩৩০৭ টি
জনসংখ্যা	২৪৪৭৯২ জন
পুরষ	১২০০০৭ জন
মহিলা	১২৪৭৮৫ জন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২৮৫ টি
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮৪ টি
রেজি : প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮৬ টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৪৫ টি
কলেজ	০৭ টি
মাদ্রাসা (দাখিল), ফাজিল, ইবতেদায়ী	২৫ টি
ব্র্যাক স্কুল	০০ টি
কিন্ডার গার্ডেন স্কুল	২১ টি
শিক্ষার হার	৩৯.০৩
কমিউনিটি ক্লিনিক	০৯ টি
বাঁধ	৪ টি
সুইচগেট	১২ টি
ব্রীজ	৬৮ টি
কালভার্ট	৪৯৬ টি
মসজিদ	৩৩১ টি
মন্দির	১৩ টি
গীর্জা	-
ঈদগাহ	৯৬ টি
ব্যাংক	০৫ টি
পোষ্ট অফিস	১৩ টি
ক্লাব	১৫ টি
হাটবাজার	১৪ টি
কবরস্থান	৪৫৯ টি
শ্মশান ঘাট	১০ টি
মুরগির খামার	৬৫টি
তাঁত শিল্প কারখানা	-
গভীর নলকুপ	৪৬ টি
অগীর নলকুপ	৪০৯৩ টি
হস্তচালিত নলকুপ	৫৩৯৫২ টি
নদী	২১ কি.মি
খাল	১৪ কি.মি
বিল	২৩
হাওড়	-
পুকুর	৩৯৬০টি
জলাশয়	-
কাঁচা রাস্তা	৩৩৩.৪৯ কি.মি
পাকা রাস্তা	৮০ কি.মি
মোবাইল টাওয়ার	০৭ টি
খেলার মাঠ	১৫ টি

তথ্য প্রদান কারী ঃ মোঃ আলতাফ হোসেন, পরিসংক্ষ্যাণ অফিসার, মোবাইল – ০১৭১৭ ১১ ৮১ ৪৩

বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার
ঢাকা- ক	কৃষি সমাচার	সকাল ৬.৫৫-৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ৭.২৫-৭.৩০	প্রতিদিন
	স্বাস্থ্যই সুখের মূল	সকাল ১১.৩০-১২.০০	শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
	সোনালী ফসল	সন্ধ্যা ০৬০৫.০৬.৩৫	প্রতিদিন
	আবহাওয়া বার্তা	সন্ধ্যা ০৬.৫০-০৭.০০ প্রতিদিন	প্রতিদিন
চট্রগ্রাম	কৃষিকথা	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি খামার	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	সোমবার বাদে প্রতিদিন
	সুখী সংসার	রাত ০৮.১০-০৮.৩০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
রাজশাহী	ক্ষেত খামার সমাচার	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সবুজ বাংলা	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	প্রতিদিন
খুলনা	স্বাস্থ্য তথ্য	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি সমাচার	বিকেল ০৪.২০-০৪.৩০	প্রতিদিন
	চাষাবাদ	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	প্রতিদিন
রংপুর	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	ক্ষেত খামারে	সন্ধ্যা ০৬.০৫০৬.৩৫	প্রতিদিন
সিলেট	আজকের চাষাবাদ	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	শ্যামল সিলেট	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
ঠাকুরগাঁও	কিষাণ মাটি দেশ	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.২৫	শনি, সোম ও বুধবার
কক্সবাজার	আজকের কৃষি	বিকেল ০৩.০৭-০৩.১০	প্রতিদিন
	সোনালী প্রান্তর	বিকেল ০৩.৪০-০৩.৪৫	মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার
বরিশাল	কৃষি কথা	বিকেল ০৩.১৫-০৩.৩০	শনি ও বুধবার বাদে প্রতিদিন
	ছোট পরিবার	বিকেল ০৩.৩৫-০৩.৫০	সোম, বুধ ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
রাঙ্গামাটি	জীবনের জন্য	দুপুর ০১.৫০-০১.৫৫	প্রতিদিন
	খামার বাড়ী	বিকেল ০৩.০৫-০৩.১৫	প্রতিদিন

*** সন্ধ্যা ৬.৫০মিনিটে আবহাওয়া বার্তা সকল কেন্দ্র হতে একযোগে প্রচারিত হয়।**

তথ্য প্রদানকারী ০ঃ মোঃ আলতাফ হোসেন, পরিসংক্ষ্যাণ আফিসার, মোবাইল – ০১৭১৭১১৮১৪৩, পলাশবাড়ী ইউপি সচিব ০ঃ মো: রোহন আজাদ মন্ডল ০১৭৩৫১০১২২৮, কিশোরগাড়ী সচিব ০ঃ শ্রী সুনীল কুমার ০১৭৪৫৯৮২৭২৭, হোসেনপুর ইউপি সচিবঃ মোঃ আব্দুল জব্বার সরকার ০১৭৩৫২৬১৭৩৩, বরিশাল ইউপি সচিবঃ মো: আনারুল ইসলাম ০১৭২৮২৪৯০১৮, মহদীপুর ইউপি সচিব ০ঃ মো: সুলতান আহম্মেদ মন্ডল ০১৭১৬০৮৩৫৬৯, বেতকাপা সচিব ০ঃ শ্রী পুরতোষ চন্দ্র সরকার ০১৭২৪৩২১২৭৮, পবনাপুর সচিব ০ঃ মোঃ ওয়ালিউর রহমান ০১৭৫৭৯৭১৩৭৪, মনোহরপুর সচিব ০ঃ একেএম সাদেকুর রহমান ০১৭১৪৬৭৬৫২৫, হরিনাথপুর সচিব ০ঃ মোঃ আমিনুর রহমান ০১৭১৭৩৬৫২৬২ এবং এলাকায় দির্ঘদিন যাবৎ বসবাসকারী প্রবীণ ব্যক্তির সাৰাৎকার গ্রহন।

প্রত্যায়ন পত্র

বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের "কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম" (সিডিএমপি) এর আওতায় সমন্বয়কারী সংস্থা হিসাবে ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ এডুকেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (ড্রীম), বাংলাদেশ, স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থা কমিটি ও স্থানীয় সরকারের সহায়তায় স্থানীয় জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্ত করে গাইবান্ধা জেলার, পলাশবাড়ী উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থা পরিকল্পনা তৈরী করেছে। ড্রীম বাংলাদেশ ভ্যালিডেশন কর্মশালার মাধ্যমে উক্ত পরিকল্পনার জন্য সিডিএমপি কতৃক প্রদত্ত ছক ও গাইড লাইনের উপর ভিত্তি করে সংগৃহিত যাবতীয় সংকলিত তথ্য যাচাই বাছাই করে পরিকল্পনাটি চুড়ান্ত করেছে। এই কার্যক্রমটি সফল ভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংস্থাটিকে ধন্যবাদ সেই সাথে তাদের ভবিষ্যৎ সফলতা কামনা করছি।

(আবুল কাওসার মোঃ নজরুল ইসলাম)
উপজেলা চেয়ারম্যান ও সভাপতি,
উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
পলাশবাড়ী উপজেলা, গাইবান্ধা।

প্রত্যয়ন পত্র

বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের "কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম" (সিডিএমপি) এর আওতায় সমন্বয়কারী সংস্থা হিসাবে ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ এডুকেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (ড্রীম), বাংলাদেশ, স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থা কমিটি ও স্থানীয় সরকারের সহায়তায় স্থানীয় জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্ত করে গাইবান্ধা জেলার, পলাশবাড়ী উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থা পরিকল্পনা তৈরী করেছে। ড্রীম বাংলাদেশ ভ্যালিডেশন কর্মশালার মাধ্যমে উক্ত পরিকল্পনার জন্য সিডিএমপি কর্তৃক প্রদত্ত ছক ও গাইড লাইনের উপর ভিত্তি করে সংগৃহিত যাবতীয় সংকলিত তথ্য যাচাই বাছাই করে পরিকল্পনাটি চুড়ান্ত করেছে। এই কার্যক্রমটি সফল ভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংস্থাটিকে ধন্যবাদ সেই সাথে তাদের ভবিষ্যৎ সফলতা কামনা করছি।

(এস,এম মাজহারুল ইসলাম)
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
পলাশবাড়ী উপজেলা,
গাইবান্ধা।

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ণ

ভ্যালিডেশন কর্মশালা

অংশগ্রহনকারীদের উপস্থিতি ছক

মেয়াদঃ ১ দিন

স্থান ঃ উপজেলা পরিষদ হলরুম   উপজেলা ঃ পলাশবাড়ী   জেলা ঃ গাইবান্ধা   তারিখঃ 07092014

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	প্রতিষ্ঠান / ঠিকানা	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
01	এস.এম. মাহমুদুল হাসান	UNO	—	0176-695073	[signature] 07/09/14
02	মোঃ আবু তালেব সরকার	উঃ প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	— —	01719509520	[signature] 07/09/14
03	মোছাঃ কহিনুর আক্তার	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা		01815684066	[signature]
04	এ.কে.এম হাফিজুর রহমান	P/O	প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার	01746499342	[signature] 7/9/14
05	মো: মামুনুর রশিদ	USEO	মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস	01712104104	[signature]
06	ডা. মো: [illegible]	SUFO	[illegible]	[illegible]	[signature]
07	মোঃ মিনহাজুল আলম চৌধুরী	Area-coordinator	Pooshika Mandale Unnayan Kendra. Palashbari	01716040974	[signature]
08	[illegible] হোসেন (রুবেল)	[illegible]	[illegible]	01755640880	[signature]

সমন্বয়কারীর নামঃ মো: [illegible] হোসেন   সমন্বয়কারীর স্বাক্ষরঃ [signature]

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ণ
ভ্যালিডেশন কর্মশালা
অংশগ্রহনকারীদের উপস্থিতি ছক

মেয়াদঃ ১ দিন

স্থান ঃ উপজেলা পরিষদ হলরুম   উপজেলা ঃ পলাশবাড়ী   জেলা ঃ গাইবান্ধা   তারিখঃ 07092014

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	প্রতিষ্ঠান / ঠিকানা	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
09	মোঃ আলতাফ হোসেন	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস	01747118143	[signature]
10	ডাঃ মোঃ আব্দুস সবুর	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার, (ভারপ্রাপ্ত)	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস	01711-935271	[signature]
11	মোঃ হাফিজুর রহমান	সমন্বয়ক CDA	CDA - NGO পলাশবাড়ী	01724-356928	[signature]
12	এএসএম রফিকুল ইসলাম	প্রভাষক	পলাশবাড়ী ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসা	01740-966875	[signature]
13	রুবায়েল মিস্ত্রী রতন	প্রকল্প কর্মকর্তা	সেতু প্রকল্প, কেয়ার বাংলাদেশ	01712570703	[signature]
14	মোছাঃ রোজিনা বেগম মিনা	চেয়ারম্যান	৮নং বেতকাপা ইউনিয়ন পরিষদ	01712[illegible]779	[signature] 07-09-2014
15	মোস্তাফিজার রহমান	চেয়ারম্যান	৭ নং মহদীপুর ইউপি	01728666508	[signature]
16	মোঃ আব্দুর রউফ মিয়া	UAO.	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	01712954723	[signature]

সমন্বয়কারীর নামঃ মোঃ আহাম্মদ হোসেন   সমন্বয়কারীর স্বাক্ষরঃ [signature]

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ণ

ভ্যালিডেশন কর্মশালা

অংশগ্রহনকারীদের উপস্থিতি ছক

মেয়াদঃ ১ দিন

স্থান : উপজেলা পরিষদ হলরুম উপজেলা : পলাশবাড়ী জেলা : গাইবান্ধা তারিখঃ 07.09.2014

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	প্রতিষ্ঠান / ঠিকানা	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
17	মোছা: আফরোজুল ফেরদৌস	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, পলাশবাড়ী	01553278273	[signature] 07.09.14
18	মো: তাজিদুল হক	চেয়ারম্যান	২নং [illegible] ইউ.পি.	01711264939	[signature]
19	মোঃ নুরুল আমিন মণ্ডল	চেয়ারম্যান	[illegible]	01714-179054	[signature]
20	মো: ফজলুল করিম	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসের [illegible]	উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা	01716221617	[signature]
21	মো: মিজানুর রহমান	উপজেলা সমবায় অফিসার	উপজেলা সমবায় দপ্তর পলাশবাড়ী	01712682134	[signature]
22	মো: গোলাম আজম	মৎস্য সেবা কর্মী	পলাশ বাড়ী উপজেলা	~~01712-[illegible]~~ 01954-018098	[signature] 07-09-14
23	মো: আবু সাদিকুর রহমান	[illegible]	পলাশবাড়ী [illegible]	01728440088	[signature]
24	মোছাঃ নাছিমা বেগম	পিও	এএসএ NGO পলাশবাড়ী	01782970214	[signature]

সমন্বয়কারীর নাম: মো: আসাদুল হোসেন

সমন্বয়কারীর স্বাক্ষর: [signature]

গণপ্রজতান্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

স্মারক নং-০৫.৫৫.৬২৮৭.০০.০০২.০০৯,১৪- ৪৯৬(৬৫) তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৪ ইং

বিষয়ঃ ভ্যালিডেশন কর্মশলায় অংশ গ্রহণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, Comprehensive Disaster Management Programme (CDMP), ব্রীম বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট উপজেলার দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সহ সরকারী বিভিন্ন কর্মকর্তা ও স্থানীয় সরকারী তথ্য ও উৎস্য থেকে সিডিএমপি কর্তৃক প্রদত্ত ছক ও গাইড লাইনের ভিত্তিতে ব্রীম বাংলাদেশের মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা তথ্য সংগ্রহ করছে। সংগৃহিত তথ্য সমূহ ঃ সন্নিবেশিত করে একটি খসড়া পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে। যার কপি সকলের কাছে প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। খসড়া পরিকল্পনাটি চুড়ান্ত করার লক্ষ্যে প্রদত্ত তথ্য সমূহ পুনরায় যাচাই বাছাই করে চুড়ান্ত পরিকল্পনা তৈরির উদ্দেশ্যে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সদস্য সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অংশগ্রহণে ০১ (এক) দিনের একটি ভ্যালিডেশন কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। (অংশগ্রহণকারীদের জন্য নাস্তা ও সম্মানীর ব্যবস্থা রয়েছে)

উক্ত কর্মশালাটি আগামী ০৭/০৯/২০১৪ ইং তারিখ রোজ রবিবার, সকাল ১০.৩০ মিনিটে উপজেলা পরিষদ হলরুমে অনুষ্ঠিত হবে।

নির্ধারিত তারিখ মোতাবেক সকাল ১০.০০ ঘটিকায় উপস্থিত হয়ে কর্মশলায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

(এস,এম মাজহারুল ইসলাম)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

অবগতি ও যথাসময়ে অংশগ্রহণের জন্য ঃ

১। উপজেলা .....কর্মকর্তা, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।
২। চেয়ারম্যান, ..., পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।
৩। ....., পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

(এস,এম মাজহারুল ইসলাম)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

DREAM, Bangladesh

ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, এডুকেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (ড্রীম), বাংলাদেশ

১৫/৫, ব্লক- সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোনঃ ০৮৮০২৮১৫৩৩৬৫, মোবাইলঃ ০১৭৫৭১১৬৬২৪, ০১৯৭৪৪৪৭৭৭৫